Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৺ পণ্ডিত শ্রীশ্রীদুর্গামোহন

শ্রীশিবেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম, এ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Presented to
Ma Anandamayee Ashram
Delhi.

পণ্ডিত শ্রীশ্রীদুর্গামোহন

শ্রীশিবেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম, এ,

14/A Gariahat Rd (West)
Dhakuria. Cal 31

মূল্য—১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক
শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্ত্তী
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রম
রামচন্দ্রপুর।

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

প্রিন্টার:
শ্রীবামাচরণ মণ্ডল
রাণীশ্রী প্রেস
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিত শ্রীশ্রীদুর্গামোহন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11/৪৩

নিবেদন

ঠাকুরের জীবনী লিখার মত আমার কোন যোগ্যতা নাই। ঠাকুরের অনেক কৃতী ছাত্র ও অনুরাগী শিষ্য ছিলেন ও এখনও তাঁহাদের দু চারজন বাঁচিয়া আছেন, তাঁহারা ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া রাখিয়া গেলেন না বলিয়াই আমি এ কার্য্যে ব্রতী হইতে বাধ্য হইলাম। এ জীবনীর অধিকাংশ ঘটনাই মন্দির মাসিক পত্রিকার সম্পাদক স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী তাঁহার মন্দিরে বাহির করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। কিন্তু উহার কোথাও কোথাও কিছু ভুল আছে বলিয়া এবং কয়েকটি ঘটনা পরে সংগৃহীত হওয়ায় এই বই খানি বাহির করিতে হইল। যিনি এ পুস্তক প্রকাশে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন তিনি হইলেন বন্ধুপ্রবর শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার। তাঁহার সম্বন্ধে বেশী লিখা নিষ্প্রয়োজন কেননা তাঁহার ঋণ অপরিশোধনীয়। যাঁহার প্রেরণায় ঠাকুরের জীবনী লিখা হইল তিনি ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগী ভক্ত শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র বসু। এই বইখানি পাঠ করিয়া কেহ কিছু মাত্র উপকৃত হইলে তাহার মূলে জ্যোতিষবাবুর শুভ ইচ্ছা মনে করিব।

নিবেদক—

শ্রীশিবেন্দ্র নাথ ঘোষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিত শ্রীশ্রীদুর্গামোহন

(১) ভগবদ্‌চিহ্নিত ব্যক্তির জীবনে অলৌকিকত্ব :

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্

গীতা ৪।৯

যিনি অজ তাঁহার আবার জন্ম, এবং যাঁহার প্রারব্ধ বলিয়া কিছু নাই তাঁহার আবার কর্ম্ম—ইহা দিব্য বা বিচিত্র ব্যতীত আর কি হইতে পারে ?

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার উক্ত চতুর্থ অধ্যায় ষষ্ঠ শ্লোকে পূর্ব্বেই বলিয়াছেন

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্ম মায়য়া ।

আমি জন্ম রহিত, অবিনাশী ও সর্ব্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতির আশ্রয়ে আত্মমায়াবশে জীববৎ আবির্ভূত হইয়া থাকি ।

শ্রীমদ্‌ভাগবত উক্ত বাক্য সমর্থন করিয়া বলিতেছেন—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষদেহমাশ্রিতঃ
ভজতে তাদৃশীঃক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ

ভাঃ ১০।৩৩।৩৭

ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ভগবান্ মানুষদেহ আশ্রয় করেন, যাহাতে তাঁহার লোকোত্তর কর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া ভক্ত তাঁহাতে অনুরক্ত হয় ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু অসীম এই দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম শুধু আপনাতেই সীমাবদ্ধ রাখেন নাই—তাঁহার প্রিয় ভক্ত বা বিশেষ চিহ্নিত ব্যক্তির জীবন আলোচনায় দেখা যায় যে তাহাদের জন্ম ও কর্ম্মে বিশেষত্বের প্রাচুর্য্যের অভাব একেবারেই নাই। আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেবের জন্মগ্রহণের সাথে সাথে তাঁহার শিশু শরীরে দেখা দিল কতগুলি ঘা—ঐ ঘা গুলি দেখিতে দেখিতে এত বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে, শিশুকে বিছানায় শোয়ান অসম্ভব হইয়া উঠিল—তাঁহার শয্যা হইল কলার কচি পাতায়, এইখানেই স্তন্যপায়ী শিশুর বৈরাগ্যের সূচনা। এ সম্বন্ধে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন "মানব শিশু সাধারণতঃ গর্ভাবাসে থাকে দশমাস—আমি মাতৃগর্ভে ছিলাম আঠার মাস"—এজন্য স্বজনগণ ভীত হইয়া আমার মাতাকে নানাপ্রকার ঔষধ খাওয়ান। ঐ ঔষধগুলি এত তীব্র ছিল যে, উহা আমার শিশু শরীর কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিল না—তাহার ফলে আমার সকল শরীরটা পচিয়া গিয়াছিল। তাই ছোটবেলায় আমার মা আমাকে পচা বলিয়া ডাকিতেন।

ঠাকুর যখন মাতৃগর্ভে তখন মাতা নানারূপ অলৌকিক দর্শন করিতেন। এ সম্বন্ধে ঠাকুরমা কতগুলি কথা আমাদের কোন কোন গুরুভাইকে বলিয়াছিলেন। ঐ কথাগুলি সকলের প্রয়োজনে না আসিতে পারে মনে করিয়া উল্লেখ করা হইল না। ঠাকুর সম্বন্ধে তাঁহার পিতা চন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তীর কি অভিমত ছিল ও মৃত্যু সময় যাহা বলিয়াছিলেন তাহারই কিছু এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল। পিতার মৃত্যু আগত জানিয়া ঠাকুর বাড়ীতে নাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলেন। ঐ কীর্ত্তনের সাথে সাথে তিন দিন ব্যাপিয়া অহরহ নাম বাড়ীর সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনেকেই মনিপুরী শ্যামদেশীয় দেশী-বিদেশী নানারূপ নৃত্য দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু নামের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৃত্য অতি অল্প লোকেই দেখিয়া থাকিবেন বা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। নামের নৃত্যটী কি পাঠকগণ জানিতে একটু কৌতুহলাপন্ন হইতে পারেন মনে করিয়া একটু পরিষ্কার করিয়া বলা অনাবশ্যক হইবে না বিবেচনা করি। শ্রীশ্রীগোসাইর অন্যতম শিষ্য পূজনীয় দ্বারকানাথ রায় (যিনি রাধাকুণ্ড তীর্থে শ্রীশ্রীগোসাইর ভজন স্থান ধূনি আশ্রমে প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল সাধন ভজন করিয়াছিলেন) এক সময় বলিয়াছিলেন—নারায়ণগঞ্জ সন্নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে তাঁহাদের এক ভক্ত গুরুভ্রাতা সাত বা ততোধিক দিন ব্যাপিয়া এক নাম কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং এই উৎসব যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় তদর্থে তিনি দূর বিদেশ হইতে বহু গুরুভাইকে নিজে পাথের ইত্যাদি দিয়া আপন আলয়ে নিয়া আসিয়াছিলেন। এই উৎসবের সময় ও উৎসবান্তে কয়েকদিন ধরিয়া তাদের এমন অনুভূতি হইয়াছিল যে, নাগ কবুতরের ঝাঁকের মত ঐ গ্রামের এ-বাড়ী হইতে ও বাড়ী, ও বাড়ী হইতে সে-বাড়ী উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। শ্রীশ্রী-আনন্দময়ী মা-ও কথা প্রসঙ্গে একদিন এই নামের মণ্ডলীর কথা বলিয়াছিলেন—এই নামের মণ্ডলী যেদিন তাঁহাকে দেখা দেন দেরাদুন হইতে দিল্লি আসার পথে, তার পরদিন আবার দেখা দেয়, শ্রদ্ধেয় ডাক্তার জে, কে, সেন মহাশয়ের বাড়ী কীর্ত্তন মণ্ডপে। মা বলিয়াছেন এই নামের মণ্ডলী তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। যাহা হউক ঠাকুরের বাড়ীতে যখন এই রকম নাম চলিতেছিল তখন নাম কীর্ত্তনের তৃতীয় দিনে ঠাকুরের পিতা হরি ওঁ হরি ওঁ বলিতে বলিতে রাত দু'টার সময় দেহ রক্ষা করেন এবং মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে ঠাকুরকে বলিয়া যান "তোমার মত পুত্র যেন আমার জন্মে জন্মে লাভ হয়।"

কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরস্তু তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণব নাম ধেয়ঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে কুলে একজন বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, সে কুল ও জন্মভূমি পবিত্র হয়, জননী কৃতার্থ হন, ও ঐ কুলের পিতৃপুরুষগণ স্বর্গে থাকিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন।

অন্যপক্ষে—

প্রাপ্যপুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥

গীতা ৬।৪১

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকর্ম্মা লোকদিগের প্রাপ্য স্বর্গাদি লাভ করিয়া তথায় বহু বর্ষ বাস সুখ অনুভব করিয়া অনন্তর পৃথিবীতে সদাচার সম্পন্ন ধনীগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

ঠাকুরের আবির্ভাব হয় ১২৭৩ সনের ৪ঠা বৈশাখ সোমবার (অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্ব্ব দিন) ইং ১৬ই এপ্রিল, ১৮৬৬ খৃঃ।

(২) বাল্য ও কৈশোর

ঠাকুরের বাল্য ও কৈশোর কি ভাবে অতিবাহিত হয় সে বিষয়ে আমার তেমন কিছু জানা নাই একটি ঘটনা বাদে। উহাই এখানে পরিবেশন করিতে ইচ্ছা করি। ঠাকুর বলিয়াছিলেন তাঁহার একটী ছোট ভগ্নি ছিল। এই ভগ্নিটী বাল্যে দুরন্ত টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়। মা এই বোনটীকে বড় ভালবাসিতেন। এই বোনটীর প্রাণ অন্ত হইলে মা সে দুঃখের আঘাত সহিতে পারিবেন না—এই চিন্তায় আমার মন এমনই বিকল হইল যে, মায়ের দুঃখ দেখিবার পূর্ব্বে নিজ প্রেয় প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া শ্রেয় মনে করিলাম এবং একটি বড় ধুতুরা ফুলের সকল বীচিগুলি চিবাইয়া খাইয়া ফেলিলাম ; কিন্তু যিনি আমার জীবন মরণের নিয়ন্তা তাঁহার ইচ্ছায় কাল পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধুতুরা বীচিগুলি বমি হইয়া গেল। যখন ধুতুরা বীচি খাইয়াও আমার মৃত্যু হইল না তখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইলাম—হে ভগবান, আমার আয়ুর কিয়দংশ নিয়া আমার এই বোনটিকে বাঁচাও। ভগবান সে প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন বটে কিন্তু এখন দেখি এ প্রার্থনা না করাই ভাল ছিল কেননা পরে দুরন্ত টাইফয়েড রোগের ফলে এই বোনটি পাগল হইয়া যায়। আমরা যখন কিছু বুঝি না তখন তাঁহার হাতে সকল ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। মৃত্যুর চাইতে মেয়ে পাগল হওয়ার জ্বালা যে বেশী।

ঠাকুরের এই মায়ের প্রতি ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া মনে পড়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ২টি পয়ার ঃ

এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এ সব প্রসাদ
দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইহ অপরাধ ॥
তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস
ধর্ম্ম নহে কৈল আমি নিজ ধর্ম্ম নাশ ॥মা।১৫।প৪৯-৫০

যাহা হউক, শ্রীশ্রীগোসাইর ছিল পাগল মা, আমাদের ঠাকুরের দেখিয়াছি পাগল বোন, গুরু ও শিষ্যের অনুরূপ সংসার। এই বোনটির উচ্চ চিৎকারে ঠাকুরের কত বিনিদ্র রজনী গিয়াছে কিন্তু সেজন্য ঠাকুরের মুখে কেহ কোনদিনই বিরক্তির চিহ্ন দেখিতে পান নাই।

(৩) ঠাকুরের মেধা ও পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি

এ সম্পর্কে আমি মাত্র একটি কথার উল্লেখ করিব। এই একটি কথাই তাঁহার জীবন চরিতের বিশেষ উপাদান মনে করি এবং অন্য কিছু না বলিলে চলিতে পারে। ঠাকুর কাব্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিক্ষকতা করেন। এমন সময় তিনি একদিন তাঁহার সতীর্থ (ইংরাজি শিক্ষিত আইন ব্যবসায়ী) শ্রীচরণ সেন মহাশয়ের বৈঠকখানায় বসিয়া একখানি ইংরাজি পুস্তক নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। উহা দেখিয়া তাঁহার বন্ধুটি কি জানি কি মনে করিয়া বলিয়া ফেলিলেন তোমার মত টোলের পড়ুয়া যেদিন ইংরাজি পড়িতে পারিবে, সেদিন আমিও অবোধ্য আরবী, ফারসী ভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করিতে সক্ষম হইব। ঠাকুর তখন বলিলেন—আচ্ছা ভাই, তুমি আমাকে ইংরাজি অক্ষরগুলি চিনাইয়া ও পড়াইয়া দাও! ঠাকুরের আগ্রহ দেখিয়া ও ভদ্রলোকটি হয়ত কতকটা তামাসা দেখিবার জন্য তখনই একখানা স্পেলিং বুক আনাইলেন। ঠাকুরকে এই পুস্তক হইতে অক্ষরগুলি দেখাইয়া তু চার বার পড়াইয়া দিলেন। ঐ পড়ার সাথে সাথে ঠাকুরেরও অক্ষর জ্ঞান লাভ হইল এবং ঐখানে বসিয়া ঐ বৈঠকে ইংরাজির প্রথম জ্ঞান লাভের পরীক্ষা দিয়া আসিলেন ও বলিয়া আসিলেন,—এক মাসের ভিতর আমি তোমাকে ইংরাজিতে পত্র লিখিব। বলা বাহুল্য ঠাকুর তাঁহার বাক্য যথাযথ রক্ষা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে ঠাকুর স্কুলে ইংরাজি না শিখিলেও তদানীন্তন ইংরাজি স্কুলে মেট্রিক ক্লাস পর্য্যন্ত সংস্কৃত ও বাংলা হইতে ইংরাজি ও ইংরাজি হইতে বাংলা ও সংস্কৃত অনুবাদ স্বচ্ছন্দে ও সুন্দররূপে করাইয়া যাইতেন। এই কথাটি যে কথাটি অবলম্বন করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন উহা তাঁহার জীবন আলোচনার অভ্রান্ত দিক্‌দর্শন বলা যাইতে পারে; পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান জীবনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া উভয় দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে। এখানেও বলা যাইতে পারে—

প্রাপ্যপুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন ঠাকুরের ২য় পুত্র শ্রীতীর্থ রঞ্জন চক্রবর্ত্তী ছেলে বেলায় ঠাকুরের অনতিদূরে বসিয়া তাহার পাঠ্যপুস্তক হইতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জীবনী পাঠ করিতেছিল—আমি ঠাকুরের নিকট বসা। পূজ্যপাদ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জীবনী শুনিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন—এ আমার পূর্ব্ব জন্মের ইতিহাস, তবে বইতে অনেক কিছু নাই। পূর্ব্ব জন্মের দেহত্যাগ পতিত পাবনী গঙ্গার কোলেই হইয়াছিল এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে গঙ্গার এই স্তবটি করিয়াছিলাম, এই বলিয়া ঠাকুর স্তবটী আবৃত্তি করিলেন। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ উহা লিখিয়া রাখা হয় নাই, আমার বয়সও তখন অল্প ছিল, লিখিয়া রাখার সার্থকতা তখন বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। ঠাকুর পূর্ব্ব জন্মে শ্রুতিধর ছিলেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন একদিন গঙ্গাস্নান করিতেছেন সে সময়ে দুটি সাহেব নানারূপ বাকবিতণ্ডা করিয়া মারামারিতে প্রবৃত্ত হয়। শেষ পর্য্যন্ত সাহেব দু জনারই বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হয়। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাক পড়ে দ্রষ্টা জগন্নাথের। জগন্নাথ ইংরাজি না জানিলেও দুজন সাহেবে যে তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল উহা অবিকল বলিয়া গেলেন। সেই জগন্নাথ এ জন্মে আমাদের নাথ—গতি, ভর্ত্তা, সাক্ষী ও সুহৃৎ। জগন্নাথ এ জন্মেও তাঁহার সেই স্মৃতি শক্তি নিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু উহার প্রকাশ করেন নাই। সে স্মৃতি শক্তি জাগতিক বিষয়ে নিয়োজিত না করিয়া যে স্মৃতি লাভ করিলে আর মোহ থাকে না সেই স্মৃতিতে যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন (যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম—বৃহদারণ্যক)

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়া অচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

গীতা ১৮।৭৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুন কহিলেন—আমার আত্ম বিষয়ক মোহ নষ্ট হইল, আমি স্বরূপ অনুসন্ধানরূপ স্মৃতি লাভ করিলাম। এখন আমি যুদ্ধার্থ অবস্থিত হইলাম, আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে—এখন তোমার উপদেশানুসারে কার্য্যকরিব।

যে স্মৃতি লাভ করিলে 'কে আমি, কেন মোরে জাড়ে তাপত্রয়' এই প্রশ্নের সমাধান হয়, কোন সন্দেহের আর অবকাশ থাকে না, সেই স্মৃতিই স্মৃতি।

ঠাকুরের পূর্ব্ব জীবন (অর্থাৎ যে জীবনে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নামে পরিচিত ছিলেন) যে ভাবে ঠাকুরের নিকট খুলিয়া গিয়াছিল, উহাও একটী বিস্ময়কর ঘটনা। ৺চন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী বদল সম্বন্ধে পুত্রবধুকে বাড়ীতে উঠাইয়া আনিয়া ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের দ্বিতীয় দিনে যখন বর ও কনেকে কলাতলা নিয়া বসাইতেছিল, তখন ঠাকুরের বিবাহের পীড়িখানা তাঁহার একটী বোনের হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। তদ্দর্শনে ঠাকুরের পিতা অকল্যাণ আশঙ্কায় কন্যাকে মন্দ বলিতে লাগিলেন। কিন্তু ফল ফলিল অন্যরূপ। যাহাকে মন্দ বলা হইল তিনি সকল ঝাড়িয়া ফেলিলেন, অন্যপক্ষে ঠাকুর অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন ও সংসার বন্ধন আশঙ্কায় বার বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন, ভয় ও ভাবনায় তাঁহার হৃদয়খানি ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জীবনের গভীর চিন্তায় দেখা দিল তাঁহার অপর প্রান্ত—গত জন্মের একটী অস্পষ্ট ছবি—ছায়াচিত্রের মত উহা ক্রমেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ঠাকুর সেদিন হইতে সংসারী হইয়াও সংসারে উদাসীন হইলেন।

এই ঘটনাটী ঠাকুরের ধর্ম্ম জীবনের পত্তন না হইলেও ধর্ম্মসৌধের অর্থাৎ আত্মানুসন্ধানের বিরাট স্তম্ভ, উহাতে কোন সন্দেহ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঠক ! এখানে ঠাকুরের গুরুভ্রাতা হরিদাস বসু মহাশয়ের দীক্ষা ব্যাপারে মৃতাত্মা সাধু অঘোরনাথের (গুপ্ত) ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট প্রতাপ নারায়ণ সিংহের পুত্র বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহের স্ত্রী সুরবালা সিংহের ভিতর দিয়া সাহায্য করার কথাটী ভাবিয়া দেখুন। ভগবান্ কোন্ সূত্রে কাহাকে কখন কৃপা করেন বুঝা অসম্ভব।

(৩) তেজস্বিতা ও ওজস্বিতা

ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

গীতা ২।৩

হে পার্থ ! কাতর হইও না। কাতরতা তোমাতে শোভা পায় না। হে পরন্তপ, ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উঠ।

উক্ত ভগবদ্ বাক্যটী ঠাকুরের জীবনে কি ভাবে বিকশিত হইয়াছিল এখন উহাই আমরা আলোচনা করিব। ঠাকুর এক সময় কাশীধামে অছেন, সে সময় তাঁহার পরিচিত একটী ভদ্রলোক (যিনি ঠাকুরকে একদা বাড়ীর চাকর মনে করিয়া তামাক সাজাইবার হুকুম দিয়াছিলেন) কয়েকজন মেয়েছেলে নিয়া তীর্থযাত্রা মানসে তথায় উপস্থিত হন। ভদ্রলোক প্রথমে একটী পাণ্ডার বাড়ীতে উঠেন। পাণ্ডাটী কিরূপ লোক উহা ভদ্রলোক পূর্ব্বে অবগত ছিলেন না। পাণ্ডা শিকার আয়ত্বে আনিয়া যখন তাহার স্বরূপে দেখা দিল ভদ্রলোকটী তখনই তাহার আশ্রয় হইতে অন্যত্র যাওয়ার চেষ্টা করিলেন কিন্তু ঐ পাণ্ডার প্রভাব কাশীর সকল পাণ্ডাই অবগত ছিল বলিয়া কোথাও তাঁহার স্থান হইল না। অনন্যোপায় হইয়া ভদ্রলোকটী ঠাকুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাহাকে নিয়া তাহার পরিচিত একজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঙ্গালী প্রবাসীর বাড়ীতে গেলেন। প্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী বিপদাপন্ন ভদ্রলোকটীকে তাঁহার বাসায় আশ্রয় দিতে ভয় পাইলেন ও ঐ প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইলেন। বেলা অবসানে ঠাকুর আর তখন কি করেন, তাঁহার অপরিসর ঘরটুকুতে তাহাদের জায়গা করিয়া দিয়া সারা রাতটী দরজার সামনে হাত গুটাইয়া, কোমরে কাপড় বাঁধিয়া বসিয়া রহিলেন। গুণ্ডা পাণ্ডা তাহার দলবলসহ ঐ তুড়াবে তিনবার ঐ বাড়ী আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়া দরজায় ঠাকুরের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, পরদিন ভদ্রলোকটীকে এক নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দিয়া ঠাকুর নিশ্চিন্ত হইলেন। ১৩৬৬ সালের মাঘ মাসের মন্দিরের শ্রীশ্রীবিজয় ভাগবতে লিখিত নরেন্দ্রের দীক্ষা ও মৃত্যু কাহিনীর পণ্ডিত দুর্গামোহন ও এই দুর্গামোহন একই ব্যক্তি। সে দুর্গামোহন শ্রীনারায়ণ ঘোষের ঔদ্ধত্য কেন বিনা বাক্যে সহ্য করিয়াছিলেন তাহা মহাপ্রভুর শ্রীমুখ বিগলিত 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকটী স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

তেজস্বিতার সাথে ওজস্বিতার কথা লিখা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করি। ঠাকুর বানরীপাড়া উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের হেডপণ্ডিত ছিলেন, তৎকালে আমাদের দেশে কোন কোন কার্য্যোপলক্ষে অবস্থাপন্ন জমিদার, তালুকদারগণ শাস্ত্র বিচার সভায় পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিতেন এবং যোগ্যতানুসারে পণ্ডিতদিগকে নানাপ্রকার দ্রব্য, ভূমি ও বৃত্তি দানে সম্মানিত করিতেন। ঠাকুর এইরূপ অনেক অনুষ্ঠানে ছাত্রাবস্থা হইতেই যোগ দিয়াছেন ও বিচারে তীক্ষ প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের পরিচয় দিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছেন। ঠাকুর বলিয়াছেন —এরূপ তর্কে তিনি কখন পরাজয় বরণ করেন নাই। ঠাকুর এই বলিয়াই বলিয়াছিলেন "এ জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া কত লোকের বুকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যথা দিয়াছি—আমি বুকের বেদনায় যে কষ্ট পাই, ইহা তাহারই প্রসূত ফল"।

বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনে বাঙ্গলা ও তথা সমস্ত ভারতবর্ষে একটী সাড়া পড়িয়াছিল, দেশ প্রেমিক মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার জন্মভূমি বানরীপাড়া গ্রামের নরনারীও এ জাগরণে সাড়া দিয়াছিল। ইহারই ফলে তৎকালীন বরিশালের জিলা মেজিষ্ট্রেট সাহেব বানরীপাড়া স্কুল পরিদর্শন কালে ঠাকুরের গুরুভ্রাতা স্বনামধন্য হেড মাষ্টার রজনীকান্ত গুহ ঠাকুরতা মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া কিছু কটুক্তি করিলে তাঁহার প্রিয় ছাত্রগণ তাহা চুপ করিয়া গলধঃকরণে রাজী হইল না, তাহারাও মেজিষ্ট্রেট সাহেবকে তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত মুদ্রা কয়টী ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইলে সাহেব ভয়ে ভয়ে তাঁহার লঞ্চে গিয়া আশ্রয় নিলেন, ছেলেরা তীরে দাঁড়াইয়া ঢিল ছুড়িয়া লঞ্চের কেবিন ক্ষতিগ্রস্ত করিল। কেবিন ও আসবাবের যতটা ক্ষতি হউক বা না হউক, ততোধিক ক্ষতি হইল মেজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মানের। এই ঘটনার ফলে বানরীপাড়া স্কুলটী গভর্ণমেণ্ট সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল কিন্তু এখানেই উহার যবনিকা পাত হইল না। গভর্ণমেণ্টের রোষদৃষ্টিতে পতিত হওয়ায় ঐ স্কুল হইতে উত্তীর্ণ এমন কি বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রগণ (শ্রীমধুসূদন সরকার পরবর্ত্তী কালে স্কটীসচার্চ্চ কলেজের গণিতের অধ্যাপক, ইহাদের অন্যতম শুনিয়াছি) কোন কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারিল না।

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া নিজের পয়সা খরচ করিয়া ঠাকুর কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন ও দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীর সাথে দেখা করিয়া তাঁহাকে সকল ঘটনা বিজ্ঞাপিত করিলেন। বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ অপর পক্ষ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিলে ঠাকুর কথায় কথায় এ কথা জানাইয়া দিলেন যে, কোমল-প্রাণ মাতা পুত্রগণ কোন ঔদ্ধত্য প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া থাকিলেও সেজন্য তিনিই দায়ী—কেননা তিনিই ছাত্রদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছেন। ঠাকুরের যুক্তিপূর্ণ তর্কের বিরুদ্ধে বাগ্মী ও বদান্য সুরেনবাবুর বলিবার আর কোন কথা থাকিল না—তিনি ছাত্র-দিগকে তাঁহার কলেজে (রিপণ কলেজ) ভর্ত্তি করাইয়া নিতে রাজী হইলেন। ঠাকুর ও সুরেন ব্যানার্জ্জীর এই ঘটনা শ্রীশ্রীগোসাই ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘটনার দ্বিতীয় অভিনয় মাত্র।

(৫) নিষ্ঠা ও দীক্ষা

ঠাকুর নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্যক্তিত্ব বা সমাজের খাতিরে কখন শাস্ত্র ও সদাচার হইতে ভ্রষ্ট হন নাই।

গিরীন্দ্রমহারাজের গৃহী শিষ্য পূজনীয় ৺তারাপ্রসন্ন বসু মহাশয় বলিয়াছেন—তিনি ও তাঁহার তিন চারিটী নিকট বন্ধু ঠাকুরকে নিয়া একবার কাশীধামে যান, তথায় ঠাকুর জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। জ্বর ১০৪ ডিগ্রি, শরীর দুর্ব্বল, উঠিবার শক্তি নাই, সকলেই বিদেশে ঠাকুরকে নিয়া একটু বিব্রত হইয়া পড়েন। ঠাকুর তাহাদিগকে চিন্তিত দেখিয়া বলিয়া বসিলেন—আমার শরীরে পাপ ঢুকিয়াছে, আমাকে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গায় নিয়া চলুন, গঙ্গাস্নানে আমি পাপমুক্ত ও নিরাময় হইব। তাঁহারা সহজে এ প্রস্তাবে রাজী হইতে পারিলেন না। ঠাকুরও তাঁহার সংকল্পে অচল, অটল।

এই ঘটনার সময় আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীশশীকুমার দত্ত ও শ্রীধীরেন্দ্র-নাথ সেন মহাশয় ঠাকুরের সাথে ছিলেন। শশীমামা অনন্যোপায় হইয়া ডুলিতে চড়াইয়া ঠাকুরকে গঙ্গায় নিয়া গেলেন ও নিজে হাতে ধরিয়া একটা ডুব দেওয়াইয়া আনিলেন। বরিশালের প্রসিদ্ধ কবিরাজ পার্ব্বতীচরণ সেন মহাশয়ও এই ঘটনার সময় কাশীতে উপস্থিত ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি ঠাকুরের সঙ্কল্প বিষয় অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন—স্নানের সাথে সাথে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়া রাখাও দরকার। ঠাকুর কিন্তু স্নানান্তে বাসায় ফিরিয়া বিনা চিকিৎসায় ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিলেন ও অল্পকালের ভিতর সম্পূর্ণ নিরাময় হইলেন। তখন সকলে শ্রদ্ধায় ঠাকুরের নিকট মস্তক অবনত ক রলেন।

ঠাকুরের সত্যবাদিতা সম্পর্কে এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। ইহা ঠাকুরের গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীবগলাচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় কর্ত্তৃক আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীললিত কুমার ঘোষ মহাশয়ের নিকট কথিত। বগলা বিশ্বাস মহাশয় বলিয়াছেন—তোমাদের গুরুদেব তাঁহার পূর্ব্ব ৩টী জন্মের নির্দ্দিষ্ট জায়গা, বিশেষ বিশেষ ঘটনা সহ অনেক কথা বলিয়াছেন। উহার সত্যতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীগোসাইকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তোমার গুরুদেবের কথা সমর্থন করেন। আমাদের কোন কোন গুরুভ্রাতা কোন কোন স্থানে গিয়া নিজেরাই উহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তখন আমরা তোমার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এ অবস্থা আপনার কি করিয়া লাভ হইল? ইহার উত্তরে তোমাদের গুরুদেব বলিয়াছেন—কি করিয়া লাভ হইল জানিনা তবে জীবনে আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই।

ঠাকুরের পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত, মন্ত্র পড়াইবার জন্য তাঁহার এক পিসতোত ভাই ৺বনমালী তর্কতীর্থকে বলা হইল। তিনি বলিলেন—তোমার তিথি ভুল হইয়াছে ভাই—আজত হবে না। ঠাকুর বলিলেন—আমার ভুল হয় নাই, তুমি মন্ত্র পড়াও। পুরোহিত যখন কিছুতে ঠাকুরের প্রস্তাবে রাজী হইলেন না, ঠাকুর তখন দৃঢ় স্বরে বলিলেন—আমি আমার বাবাকে এই তিথিতেই পিণ্ড দান করিব—আমার ভুলে তিনি যদি গ্রহণ না করেন সে জন্য আমি দায়ী—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। ঠাকুরের এই বাক্যে পুরোহিত কাজ করাইতে রাজী হইলেন। কর্ম্ম অন্তে পুরোহিত ঠাকুরকে বলিলেন—ভাই আমি দেখিলাম তোমার পিতা হাত বাড়াইয়া তোমার দত্ত পিণ্ড গ্রহণ করিলেন, আমার ভুলে হয়তঃ তাঁহাকে পিণ্ড হইতে বঞ্চিত হইতে হইত, ভগবান সে অনর্থক হইতে রক্ষা করিলেন।

এইরূপ সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান ঠাকুরের পক্ষে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হইতে প্রত্যাগত ব্রহ্মজ্ঞ বিজয়কে সহজে অবিচারে আত্মদান করা সম্ভব না হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যেদিন তাঁহার ভুল ভাঙ্গিল, বুঝিলেন ইনি-ই আমার জীবন মরণের সাথী সকলের চেয়ে বেশী আপনার—সেদিন তাঁর নিজের কিছুমাত্র সত্ত্বা না রাখিয়া আপনাকে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া দিয়া বসিলেন।

যিনি বলিয়াছেন—

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত

তিনিই বলিলেন—

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্য স্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ গীতা ২।৭

আমি তোমার শিষ্য ও শরণাগত। হে শরণাগত পালক! যাহাতে আমার শ্রেয় হয় তাহাই আমাকে শিক্ষা দাও।

দশহাজার সন্ন্যাসী শিষ্যের বরেণ্য প্রকাশানন্দ সরস্বতী বিল্বমঙ্গল কৃত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন—

অদ্বৈত বীথী পথিকৈরু পাস্যা
সানন্দ সিংহাসনলব্ধ দীক্ষাঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন
দাসীকৃতা গোপ বধূ বিটেন ॥

আমরা অদ্বৈত মার্গের পথিকগণের (অর্থাৎ মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণের) আরাধ্য ছিলাম বলিয়া সকলে আমাদিগকে মান্য করিত এবং আমরা ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াছিলাম বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিত হইয়াও আসিতেছিলাম, কিন্তু আজ কি হইল—কোন গোপ বধূ বিট আমাদের সকল সম্মান ঘুচাইয়া বল পূর্ব্বক তাঁহার দাসী করিয়া নিল।

ঠাকুরের বেলায়ও তাহাই হইয়াছিল।

এখন দেখা যাক ঠাকুর, যিনি শ্রীশ্রীগোসাই কেন তাঁহার ভক্ত সঙ্গও নিন্দনীয় মনে করিতেন, তাঁহার এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন কি করিয়া সাধিত হইল। ঠাকুরের কর্ম্মজীবন বানরীপাড়ায় আরম্ভ, এবং তাহার সমাপ্তিও সেখানে। তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে বানরীপাড়ায় শ্রীশ্রীগোসাইজীসাধন কেন্দ্র করিয়া ২টী দল গড়িয়া উঠিয়াছিল—গোসাই পন্থী ও গোসাই পরিপন্থী (Positive ও Negative বলিলেও চলিতে পারে)। ঠাকুর নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞ সুতরাং তৎকালে গোসাই পরিপন্থী দলে যোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইল। গোসাই পরিপন্থীগণ দলে ভারি সুতরাং তাঁহারা সংখ্যা লঘিষ্ঠ দলকে অর্থাৎ শ্রীশ্রীগোসাই ভক্তগণকে সামাজিক নির্য্যাতনে নির্য্যাতিত করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। জানিনা ঠাকুর সে বিষয়ে কতটা অগ্রণী ছিলেন। যাহা হউক, দেশের আবহাওয়া যখন এরূপ তখন একটা সংবাদ প্রচারিত হইল গোসাই পন্থীদের একটী মস্ত বড় সাধু শীঘ্রই বানরীপাড়ায় শুভাগমন করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥ ভা ১।১৩।১০

ভগবদ্ভক্তগণ স্বয়ং তীর্থস্বরূপ, তাঁহাদের তীর্থ পর্য্যটনের কোন প্রয়োজন হয়না। গদাধর তাঁহাদের হৃদয়ে বিরাজ করেন বলিয়া তাঁহাদের স্পর্শে মলিন তীর্থ বিমল হইয়া উঠে।

কিন্তু সাধু সম্বন্ধে সাধারণের যে ধারণা তদনুরূপ কোনই সাধু আসিলেন না। আসিলেন একটী অল্প বয়স্ক ছোকরা, (লালবিহারী বসু—তাঁহার পৃথক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন) না আছে গৈরিক বসন, না আছে তাঁহার জটা, ভস্ম বিভূষিতও নয়। গোসাই পরিপন্থীদল অনেকটা নিরাশ হইয়া গেলেন। যাহা হউক বানরীপাড়ার মাটী পবিত্র করিয়া ২।৪দিন পরে লাল চলিয়া গেলেন বানরীপাড়ার নিকটবর্ত্তী গ্রাম গাভায়।

মহদ্বিচলনং নৃনাং গৃহিণাং দীন চেতসাং
নিঃ শ্রেয়সায় ভগবন্! কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥ ভাঃ ১০।৮।২

মহৎ ব্যক্তিগণ ভগবৎ সেবার স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যাব না, তবে কেবল দীন চিত্ত গৃহীগণের মঙ্গলের নিমিত্তই তাঁহাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে হয়।

গাভায় ঠাকুরের গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় বাণীকণ্ঠ ঘোষ (ডাক্তার) মহাশয়ের Compounder (নাম না জানায় লিখিতে পারিলাম না—বর্ণ হিন্দু)—লালের নিকট দীক্ষা পাইলেন। এই ব্যাপার নিয়া গোসাই পরিপন্থীদল আবার একটি গোলযোগ বাধাইবার সুযোগ পাইলেন পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন গোসাইদলের সকলই অদ্ভুত। দল হারাইয়া নমঃ শূদ্রকে দলে টানিতেছে। ইহাদের অনাচার ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাভিচারে হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাইবে সন্দেহ নাই। ঠাকুর যখন পরিপন্থী দলের লোক তিনিও তাহাই তারস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এ সংবাদ উক্ত Compounder বাবুর কানে পৌছাইলে তিনি যাহা মন্তব্য করিয়াছিলেন (শ্রদ্ধেয় শ্রীমহেশ চন্দ্র দে সরকার মহাশয় উহা যেরূপ আমাকে বলিয়াছেন) তাহা এইরূপ—"পণ্ডিত মহাশয় নিজে অতি ভাল লোক, ঐরূপ কথা তিনি নিজে কিছু বলিতেছেন না—একটি evil spirit দ্বারা চালিত হইয়াই ঐরূপ বলিতেছেন।" ওপারের ঢেউ এপারে, এপারের ঢেউ ওপারে। ঠাকুরের কানেও compounder বাবুর মন্তব্য ভাসিয়া আসিল। ঠাকুর বয়োপ্রাপ্তির সাথে সাথে নিজেই লক্ষ্য করিতেছিলেন তিনি যেন কাহার হাতের যন্ত্র, যন্ত্রী কর্ত্তৃক চালিত হইতেছেন মাত্র। Compounder বাবু তাহার মন্তব্য যে ভঙ্গিতেই ব্যক্ত করুন না কেন, ঠাকুর বুঝিলেন উহার একটা সত্যের দিক আছে—মানুষ কখন নিয়ন্ত্রা হইতে পারে না। চিন্তার পৃষ্ঠে ঠাকুরের চিন্তা আসিল—compounder বাবু কোন্ সাধন বলে এ সত্যের সন্ধান পাইলেন—তিনি যাহার শক্তিতে শক্তিমান তাঁহার শক্তির উৎস শ্রীশ্রীগোসাঁই কত মহান। সেদিন হইতে ঠাকুর ভিতরে ও বাহিরে একেবারে বদলাইয়া গেলেন। যখন যাহার হইবার তাহার ঐরূপই হইয়া থাকে—'বেলা গেল' একটী কথাই জীবন গঠনের যথেষ্ট সামগ্রী।

সুধীবর্গ এখন ভাবিয়া দেখুন, যে শক্তিটী জগৎকে নাচাইয়া বেড়ান তিনি evil spirit না আর কিছু। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারের কথায় ভাবিতে গেলে—

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি মানি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীব-শক্তি
বহিরঙ্গা মায়া—তিনে প্রেমভক্তি ॥

মা৬পঃ।১১৬-১১৭ পঃ

অন্যপক্ষে compounderবাবুর ভাষায় বলিতে গেলে শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারীজী যিনি শ্রীশ্রীগোসাইর বিরুদ্ধে তৎকালীন ঢাকার ব্রাহ্মদিগকে উষকাইয়া দিয়াছিলেন, ঠাকুর বরদাকান্ত যিনি ব্রহ্মচারীজীকে জুতা পেটা করিতে যাইতেছিলেন, শ্রদ্ধেয় হরিদাসবাবু যিনি শ্রীশ্রীগোসাইকেও ধর্ম্মকথা শুনাইতে কসুর করেন নাই, এমন কি শ্রীশ্রীগোসাই শ্যামসুন্দর যাহার নিকট চুড়া পরিতে চান, ব্যথা পাইলে শান্তিপুর হইতে কলিকাতা গিয়া গোসাইকে ব্যথা জানান, কেহই এই evil spiritর হাত হইতে এড়াইতে পারেন নাই। তাই বলি শ্যামসুন্দরের ইচ্ছায় পুরাণ গহেনা ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া তৈয়ারী হয়—যিনি ইহা বুঝুন ত বুঝুন না বুঝুন সেহ তাঁহার ইচ্ছা।

এবার নকল evil spiritর সাথে একটী খাটি evil spiritর কথা বলিব। এ ঘটনাটী অবশ্য ঠাকুরের দীক্ষা প্রাপ্তির পরই ঘটিয়াছিল। মাতাঠাকুরাণীর কাকিমা (৺চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী) একটী দুগ্ধপোষ্য শিশু রাখিয়া মারা যান। ঐ শিশুটীর লালন পালনের ভার পড়িল মাতাঠাকুরাণীর উপর। মাতাঠাকুরাণীর আপ্রাণ সেবা সত্বেও মা-মরা মেয়ে দিন দিন শুকাইয়া হাড় ও চামড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। মাতাঠাকুরাণী মা-মরা মেয়ের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময় তিনি একদিন স্বপ্নে দেখিলেন এক ভীষণ-দর্শন পুরুষ আসিয়া বলিতেছে এ মেয়েকে আমি বহু পূর্ব্বেই নিয়া যাইতাম, কেবল ওনার (ঠাকুরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ভয়ে কাছে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত পোহাইলে মাতা ঠাকুরাণী তাঁহার স্বপ্ন বৃত্তান্ত ঠাকুরকে জ্ঞাত করাইলে ঠাকুর বলিলেন তাই যদি সত্য হয় আমার যজ্ঞোপবীত হইতে একটু সুতা নিয়া উহাকে ধারণ করাও। মাতা ঠাকুরাণী তাহাই করিলেন —মেয়েও সে দিন হইতে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল।

এখানে আর একটী কথা বলিয়া এ অধ্যায় শেষ করিতে চাই। ঠাকুরের সাধনপ্রাপ্তি ঘটে ঢাকায় গেণ্ডারিয়া আশ্রমে। ঠাকুরের সাথে আসিয়াছিলেন বানরীপাড়ার শ্রদ্ধেয় শ্রীনাথ পণ্ডিত মহাশয়—তিনিও দীক্ষাপ্রার্থী ছিলেন। ঠাকুর ও তাঁহার এক সময়েই দীক্ষা হয়। যেদিন ঠাকুর ও পণ্ডিত মহাশয় ঢাকা আসেন সেদিন শ্রীশ্রীগোসাই পূজ্যপাদ যোগজীবন গোস্বামীকে ডাকিয়া শ্রীনাথ পণ্ডিত মহাশয়কে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন ওনার খাওয়ার জন্য চাল, দাল, হাঁড়ি ইত্যাদি দেওয়া হউক এবং ঠাকুরকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন ইনি আমাদের সাথেই খাবেন। শ্রীনাথ পণ্ডিত মহাশয় ঢাকা আসিবার পথে কেবলই ভাবিতেছিলেন—চলছি ত দীক্ষা নেওয়ার জন্য—খাওয়ার কি ব্যবস্থা করিব—গোসাইর সাথে খাওয়ার জন্য শেষে সমাজচ্যুত না হইতে হয়। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার এই মনোভাব চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া—ঠাকুরের নিকট উহা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর উহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—যাঁহার কাছে আমি মাথা বিকাইতে যাইতেছি তাঁহার সম্বন্ধে আমার ঐরূপ কোন প্রশ্নই আসে না। যাহা হউক, ঢাকা পৌঁছিয়া পণ্ডিত মহাশয় শ্রীশ্রীগোসাইর মুখে ঐ কথা শুনিয়া বুঝিলেন শ্রীশ্রীগোসাই তাঁহার মনোভাব জানিতে পারিয়াছেন। শ্রীশ্রীগোসাই এখন তাঁহাকে দীক্ষা দেন কিনা এবম্বিধ আশঙ্কায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই ঘটনাটী কেহ কেহ উল্লেখ করিতে যাইয়া একেবারেই উল্টা সংবাদ দিয়াছেন। এখন তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া নিতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৬) সাধন

ঠাকুরের সাধন সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে বামনের চাঁদ ধারার প্রয়াস মাত্র। পঞ্চভৌতিক মূর্ত্তিময় জিনিষ সহজে বোধগম্য হয় কিন্তু সাধন লব্ধ অপ্রাকৃত জিনিষ বুঝা যেমন দুরূহ ততোধিক দুরূহ উহা প্রকাশ করা—বিশেষতঃ আমার পক্ষে, যাহার ভাবনা স্থূল বিষয়ে নিবদ্ধ। তাই ঠাকুরের সাধনার যতটুকু অভিব্যক্তি আমার নয়ন গোচর হইয়াছে, গুরুভ্রাতাদের নিকট শুনিয়াছি ও বুঝিয়াছি উহাই বলিব। এই কথাগুলি কতকটা দিক দর্শনের কাজ করিবে মাত্র—ইহার বেশী কিছু আশা করিতে পারিতেছি না। ঠাকুরকে প্রথম দেখার সৌভাগ্য হয় আমাদের গুরুভ্রাতা প্রসন্ন কুমার বণিক মহাশয়ের বাড়ী। (তাঁহার অনুজ ভোলানাথ বণিক মহাশয়ও আমাদেরই গুরুভ্রাতা ছিলেন)। বণিক মহাশয়ের বাড়ী, খালের ঘাটে, ঠাকুর স্নান করিয়া উঠিয়াছেন—যেন শিশির সিক্ত একটী শুভ্র ফুল, তারপর শ্রদ্ধেয় বণিক মহাশয়ের আঙ্গিনায়—ধীর, স্থির, নির্ব্বাক—কোথায় যেন অতলে তলিয়া আছে তাঁহার মন। যে মানুষ সুখ সায়রে ডুবিয়া আছেন তাঁহাকে ডাকিয়া জাগাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। ঐ পূত আঙ্গিনার জীবন্ত বিগ্রহকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া আসিলাম—সেদিন কোন কথাবার্ত্তা হইল না। ঐ দেখার মুলে ছিলেন আমার গুরুভ্রাতা ও মামা শ্রীশশীকুমার দত্ত। তিনি পরে আমাকে বলিয়াছিলেন একদিন তোমাদের বাড়ীতে আসনে বসিয়া আছি এমন সময় হঠাৎ সেখানে ঠাকুরের প্রকাশ হয়। আমি ভাবিতে লাগিলাম ঠাকুরের প্রকাশ এখানে কেন? এ কৃপার ভাগী আমি একাই না অন্য কেহ আছে? সে দিন হইতে আমার দৃষ্টি পড়িল তোমার উপর—আর চেষ্টা রহিল কি করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিলাই তোমাকে তাঁহার সাথে—যিনি তোমার জন্য ছুটাছুটি করিতেছেন। তোমার স্বার্থ যতটা থাক বা না থাক তাঁহার স্বার্থ আছে।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ।।
কঠো ১।২।২৩

বহু অধ্যয়ন, বহু গ্রন্থ পাঠ, বহু শাস্ত্র শ্রবণ—কিছু দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করার অধিকার অর্জ্জন করা যায় না। তিনি যাহাকে বরণ করেন সেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়।

কিছুদিন যায়, দীক্ষা আমার তখনও হয় নাই এবং দীক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নও আমার মনে উদিত হয় নাই। এমন একদিনে শ্রীশ্রীগোসাইর শিষ্য ও আমাদের গুরুদেবের ছাত্র ৺দুর্গাপ্রসন্ন বসুর একখানা চিঠি আসিয়া উপস্থিত শ্রীধাম পুরী হইতে প্রেমাস্পদের সহিত মিলনের দূতী হইয়া। আমি চিঠিখানা পাইয়া কি যেন এক দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণে আমার বন্ধু শ্রীসুরেশ চন্দ্র গুহঠাকুরতাকে সঙ্গে নিয়া ঠাকুরের পৈত্রিক বাসভূমি নারায়ণপুর গ্রামে যাইয়া ঠাকুরকে দর্শন করিলাম। ঠাকুর আমার পরিচয় নিলেন (ঠাকুর আমার পিতৃদেবকে অনেক দিন হইতেই জানিতেন)। তখন আমি পূর্ব্বোক্ত চিঠির মর্ম্ম জ্ঞাপন করিলাম। ঐ চিঠিতে লিখাছিল দূর হইতে উপদেশ দিয়া কোন লাভ হইবে না, তুমি নারায়ণপুরে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট চলিয়া যাও। ঠাকুর শুনিয়া একটু চুপ করিয়া বসিলেন ও পরে বলিলেন—দেখ নাম নিয়া আমি ১৭ বছর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারের অকেজো হইয়া বসিয়া আছি। এ নাম মানুষকে পাগল করে। এমন পাগল করা নাম তুমি নিবে কি? যদি নিতে প্রস্তুত থাক পঞ্চমীর দিন (সেদিন ছিল দোল পূর্ণিমা) প্রত্যুষে এখানে চলিয়া আসিও। (আমি তখন বানরীপাড়া থাকিয়া তত্রত্য উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে পাঠ করিতাম। বানরীপাড়া হইতে ঠাকুরের বাড়ী প্রায় ৪ মাইল দূরে)।

ঠাকুর বলিয়াছেন তিনি ১৭ বছর ধরিয়া সংসারের অকেজো হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি বানরীপাড়া স্কুলটী বঙ্গ বিভাগ আন্দোলন নিয়া গভর্ণমেণ্টের রোষ দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিল। তাহারই ফলে যে ভাবেই হউক ঠাকুরের সে স্কুল হইতে সরিয়া পড়িতে হয়। এ নিগ্রহ বা অনুগ্রহ কেবল ঠাকুরের জীবনে আসে নাই। শ্রীশ্রীগোসাইর কতিপয় শিষ্য যথা দেশ বরেণ্য অশ্বিনী কুমার দত্ত, বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল ও মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, মনীষী অরবিন্দের সহকর্ম্মী গুরুগত প্রাণ সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইত্যাদির জীবনেও বিশেষ করিয়া আসিয়াছিল। (এখানে একটী কথা পাঠক স্মরণ রাখিবেন ভারতের প্রথম ৮জন ষ্টেট প্রিজনারের ভিতর ৩ জন শ্রীশ্রীগোসাইর শিষ্য—আরও দ্রষ্টব্য এদেশে আত্ম মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে উহার প্রথম প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ কিনা সঠিক বলিতে পারিলাম না কিন্তু তিনি যে প্রবর্ত্তকদিগের অন্যতম তাহাতে কোন সন্দেহ নাই)। যাহা হউক ঠাকুর চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও অব্যাহতি পাইলেন না। টীকটীকি ও লালকোরতার দল লাগিল পিছনে। ঝালকাঠী থানার পুলিস সাবইনস্পেক্টরের নিকট নানা বিরুদ্ধ সংবাদ আসিয়া পৌছিতে লাগিল। ইহাতে ইন্ধন যোগাইলেন স্বার্থান্বেষী পোষিত আত্মীয় বর্গ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহারা ঠাকুরকে মিথ্যা মোকর্দ্দমায় জড়িত করিবার জন্য চেষ্টিত হইল। এদিকে আত্মপক্ষ সমর্থনে ঠাকুর একেবারেই নিশ্চেষ্ট।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্ব সমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥
গীতা ১৮।১০

সত্ত্বগুণ সম্পন্ন মেধাবী, সংশয়হীন, সাত্ত্বিক, ত্যাগী, দুঃখকর কার্য্যে দ্বেষ করেন না, সুখকর কার্য্যেও প্রীতি বোধ করেন না।

তখন আসিলেন তিনি যিনি বলিয়াছিলেন—

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ গী ৯।১৮

আমি গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, ভোগস্থান, আশ্রয়, হিত সাধক স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান, কারণ ও অবিনাশী।

বানরীপাড়ার মাননীয় গোসাইগত প্রাণ ৺যোগেন্দ্র নাথ গুহঠাকুরতা তখন ছিলেন ঝালকাঠীর সাবরেজিষ্ট্রার। তাঁহার কানে এ সকল সংবাদ পৌছা মাত্র থানার ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর সাথে দেখা করেন ও সকল ঘটনার তথ্য বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। যিনি সকলের বুদ্ধি যোগাইয়া থাকেন তিনি পুলিস সাবইনস্পেক্টর সাহেবকে কি বুঝাইলেন জানিনা, সাবইনস্পেক্টর সাহেব সকল রিপোর্ট লোপাট করিয়া ফেলিলেন।

এখন আবার পূর্ব্ব কথায় আসা যাক। ঠাকুরের আদেশ মত আমি পরবর্ত্তী পঞ্চমীর দিন প্রত্যূষে ঠাকুরের বাড়ী নারায়ণপুরে যাই। গায়ে একটী জামা, পরিধানে একখানি ধৌত বস্ত্র। অনাড়ম্বরে বিনা ক্লেশে ও বিনা খরচায় সাধন লাভ হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতং
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ভাঃ ২।৯।৩০

শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে ব্রহ্মণ! আমি তোমাকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ ও শাস্ত্র-সম্ভুত জ্ঞান, বিজ্ঞান (ঐ জ্ঞানের অনুভব), রহস্য (প্রেমভক্তি) ও অঙ্গ (ঐ প্রেম ভক্তির সাধন) এই চারিটী বিষয়ের কীর্ত্তন করিতেছি—তুমি তাহা গ্রহণ (ধারণ) কর।

ঠাকুর সেদিন বলিয়াছিলেন তুমি যে আসিবে তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম, তোমার অপেক্ষায় বসিয়াছিলাম। যাহা হউক, এই সময় হইতে আমার খুসীমত, ঠাকুর নারায়ণপুর বা বরিশালে থাকিলে, আমি যখন তখন ঠাকুরের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইতাম। আমি এইরূপ ৯ বৎসরের ভিতর খুব অল্পদিন বাদে সকল সময়ই গিয়া ঠাকুরকে আসনে উপবিষ্ট দেখিয়াছি এবং তাহার বেশীর ভাগই ধ্যানস্থ দেখিতাম।

ক্ষান্তিরব্যর্থ কালত্বং বিরক্তি মানশূণ্যতা
আশাবদ্ধ সমুৎকণ্ঠা নাম গানে সদারুচিঃ
আসক্তিস্তদ্ গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্ বসতিস্থলে
ইত্যাদয়োনুভাবাস্যুজ্জাতি ভাবাঙ্কুর জনে ॥

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু

যে সকল সাধকের ভাবের অঙ্কুর হইয়াছে সেই সকল সাধকের ক্ষমা, ভগবৎ প্রসঙ্গে সময় যাপন, বিষয়ে বিরক্তি, মানশূন্যতা, ভগবানকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার নাম গানে রুচি, তাঁহার গুণসম্বলিত আখ্যায় আসক্তি, ভগবানের বসতিস্থলে (বিশেষ বিশেষ লীলা ভূমিতে) বসতি—এই সকল বিষয়ে প্রীতি জন্মিয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুরকে কোন প্রশ্ন করা আমার অভ্যাস ছিলনা, কাছে বসিয়া থাকিতাম ও মাঝে মাঝে ২।১ বার তামাক সাজাইয়া হুকার নলটী ঠাকুরের হাতে দিয়া দিতাম। ঠাকুর নলটীতে ২।১টী টান দিয়া হাতের নলটী হাতে রাখিয়া, কখন নলটী ছাড়িয়া দিয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়িতেন। আমি দেখিতাম তাঁহার নয়নে একটী অপূর্ব্ব ভাব—এ পৃথিবীর সাথে যেন তাঁহার সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যাইতেছে—তিনি যেন কোথায় ডুবিয়া যাইতেছেন, ডাকিলেও আর কোন সাড়া দেওয়ার অবসর নাই। এই চিত্রটী আমার জীবন সম্বল। যেখানে যে সাধু দর্শনে যাই নাকো, দেখি তাঁহার চোখ কোথায়, ঠাকুরের চোখের মত চোখ আর চোখে পড়ে না—একজোড়া চোখ বাদে। সে তুটী শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মার। মার কাছে কেহ যায় নানা প্রশ্ন বা সমস্তা নিয়া, কেহ যায় চরণ ধুলির আশায়, কেহ যায় মার মুখের তুটী কথা শুনিবার জন্য—আমি যাই তাঁহার চোখতুটী দেখিবার জন্য। বিশ বছরে শতবারও দেখিয়াছি তাঁহার ঐ চোখ তুটী, তবু সুযোগ পাইলেই আবার দেখিতে যাই, ঐ চোখ তুটী জুড়িয়া জাগেন আমার গুরুদেব।

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ গেল
অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল।

ভক্ত বলেন ভালবাসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সাথে ভালবাসার বিষয়-বস্তুরও সৌন্দর্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

গোপী শোভা দেখি কৃষ্ণ শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণ শোভা দেখি গোপী শোভা বাড়ে তত॥
এই মত পরস্পর পড়ে হুড়া হুড়ি।
পরস্পর বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি॥

চৈ চঃ আ। ৪ পঃ। ১৯১-৯২ পয়ার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরের এই অব্যর্থ কালস্থ অর্থাৎ পাগল করা নামে নিশিদিন ডুবিয়া থাকা বাদে তাঁহার সাধন সম্বন্ধে আর কিছুই দেখি নাই। আর যতদূর জানি ঠাকুর বাড়ী ঘর, আত্মীয়, আশ্রিত, কাহাকেও ছাড়েন নাই, অনাহারে অনিদ্রায়, বৃক্ষ মূলে বা পর্ব্বত গুহায় সাধন করেন নাই। তাঁহার ছিল সকল, আবার কিছুই ছিল না। একটী মাত্র তাঁহার ছিল নাম আর নাম—প্রতি স্পন্দনে বা স্পন্দন হীন অবস্থাও নাম। তাই একদিন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন কত লোকে আমাকে কত আশীর্ব্বাদ করে—এমন বান্ধব কাহাকেও দেখিনা যিনি আশীর্বাদ করেন যে, বেটা নাম নিয়া নিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যা।

মাতা ঠাকুরাণীর নিকট শুনিয়াছি তিনি সমাধিটা কিরকম একদিন একটু আস্বাদ পাইবার জন্য ঠাকুরের নিকট আবেদন জানান। ঠাকুর তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন সমাধিতে জড়বৎ আনন্দে ডুবিয়া থাকার আকাঙ্খা না করিয়া নামানন্দে ডুবিয়া যাও—দেখিবে নাম তোমাকে কোথায় নিয়া যায়—কত কিছু রস ও সত্যের সন্ধান দেয়।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ
পূর্ণ শুদ্ধোনিত্যোমুক্তোঽভিন্নাত্মা নাম নামিনঃ।

শ্রীভগবানের নামই চিন্তামণি, নামই শ্রীকৃষ্ণ, নামই শুদ্ধ, চৈতন্য স্বরূপ, নাম রসঘন স্বরূপ, নামই পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য এবং মুক্ত স্বরূপ—নাম ও নামী একই স্বরূপ।

শ্রীমদ্ ভাগবতে ৬।১৬।৫১

শব্দ ব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনু॥

শ্রীভগবান বলিতেছেন শব্দ ব্রহ্ম এবং পর ব্রহ্ম এই দুই স্বরূপে আমি নিত্য প্রকাশিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপরোক্ত ভগবদ্ বাক্যে স্পষ্ট বুঝা গেল নাম ও নামী অভিন্ন। এখন একটু ভাবিয়া দেখা যাক্, ঠাকুর যে নামানন্দের কথা বলিলেন উহার বিকাশ কোথায়? পাতঞ্জল দর্শনে পরমাত্মায় সমাধির জন্য ব্যবস্থা আছে "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্ বা" অর্থাৎ যম নিয়মাদি অভ্যাস করিলে ঈশ্বরে তন্ময় হওয়া যায় অথবা ঈশ্বরে (শব্দ ব্রহ্মে) অভিনিবেশ দ্বারাও তন্ময়তা লাভ করা যায়। এই ঈশ্বর প্রণিধান অর্থে ভক্ত বলিবেন ঈশ্বরে বিশেষ ভক্তি অর্থাৎ প্রেম। প্রেমের চেষ্টা বা পরিণতি যদি কোন সাধকের দেখিবার সত্য সত্য সাধ জাগিয়া থাকে চলুন বৃন্দাবনে যেখানে কৃষ্ণহারা গোপী—

বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিৎতন্বী তত্র উদূখলে
বধ্নামি ভাণ্ডভেত্তারং হৈয়ঙ্গব মুষন্ত্বিতি
ভীতা সুদৃক পিধায়াস্যং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্॥

ভাঃ ১০।৩০।২০

"তুমি ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া নবনী চুরি করিয়াছ—তোমাকে বাঁধিয়া রাখিব" এই বলিয়া কোন গোপী পুষ্পরজ্জুতে অন্য কোন গোপীকে উদূখলে বন্ধন করিলেন। রজ্জুবদ্ধা গোপী যেন ভয়ে অভিভূতা হইয়া করদ্বারা বদন কমল ঢাকিয়া রাখিলেন।

গোপীর এই চেষ্টা অন্তরে ও বাহিরে। অন্তরের চেষ্টায় গোপী জ্ঞানী ও যোগী, বাহিরের চেষ্টায় প্রেমী।

বাহ্য অন্তর ইহার দুই ত সাধন।
বাহ্যে সাধক-দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥

চৈঃ চঃ মা২২ পঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপী সুখময়কে শুধু অন্তরে রাখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না, সুখময়েরও তাহাতে সুখ হয় না। সুখময়কে পাওয়ার সুখ ক্রমবর্দ্ধন, কাণায় কাণায় ভরিয়াও খালি থাকিয়া যায়। এই খালি থাকা বা বিরহ বোধে গোপী অন্তর ছাড়িয়া আবার বাহিরে ছুটাছুটী করিতে থকেন। ছুটাছুটী করিতে করিতে—

লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজ বজ্রাঙ্কুশ যবাদিভিঃ পদচিহ্ন।

যেখানে এই লুকোচুরি নাই সেখানকার আনন্দ বৈচিত্রহীন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ।

ঠাকুরের সাধন বিষয়ে আমার শেষ কথা—ইহা ঠাকুরের নোট বইতে তাঁহার নিজ হস্তে লিখিত। কথাটী এইরূপ। ঠাকুর নাম করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন—সহস্রার মধ্যস্থলে বসিয়া আছেন তাঁহার ধ্যানের মুর্ত্তি শ্রীশ্রীগোসাই ও তৎপার্শ্বে যোগমায়া ঠাকুরাণী—শুধু তাহাই নয়—তুজনে মিলিত কণ্ঠে নাম কীর্ত্তন করিতেছেন—সেই নাম যে নাম ঠাকুর দীক্ষা কালে পাইয়াছিলেন। ঠাকুরের সকল ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হইয়া উহা উপভোগ করিতে লাগিল।

নাম রসে ডুবে থাকি
ব্রহ্মাণ্ড সুন্দর দেখি,
বিশ্বে বহে প্রেমের নদী
সুধার ধারা অবিরাম।

ঠাকুরের নোট বইতে ইহাও লিখিত আছে যে, এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীগোসাইকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—যাহা দেখিয়াছ ঠিক দেখিয়াছ। ঋষিরা পর্য্যন্ত ঐ রূপ দর্শনের জন্য লালায়িত।

এরূপ ঘটনা ঠাকুরের জীবনে দিনের পর দিন ঘটিয়াছে কিন্তু উহার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাই লিখিতে অক্ষম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৭) গীতোক্ত জীবনের কয়েকটী বিশেষ চিত্র

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

গীতা ৯।২২

যাঁহারা অনন্য মনে চিন্তা করিয়া আমার উপাসনা করেন, আমি সর্ব্বদা আমাতে একনিষ্ঠ সেই সকল ব্যক্তির যোগ (অলব্ধ দ্রব্য লাভ) ও ক্ষেম (লব্ধ দ্রব্য রক্ষা) প্রদান করিয়া থাকি।

যাক, ঠাকুর ত দিনরাত বসিয়া থাকেন—আয়ের পথ ত অনেকদিন আগেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীগোসাইর শুনিয়াছি ছিল আকাশ বৃত্তি, এ জন্মে দেখার সৌভাগ্য হয় নাই, পূর্ব্ব জন্মে দেখিয়া থাকিলেও সে স্মৃতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁর শিষ্যটী উহা দেখিবার সুযোগ দিলেন।

১ম ঘটনা :—

ঠাকুরের সংসারটী একেবারে ছোট নয়—নিজে, মাতা ঠাকুরাণী, ঠাকুরের বিধবা ভগ্নি, ২।৩টী ছেলে মেয়ে, চাকর কালাচাঁদ (আমাদেরই গুরুভ্রাতা) অভ্যাগত শিষ্য, অতিথি ইত্যাদি। সেদিন ঘরে চাল নাই, সকলে অনাহারে, ঠাকুর আসনে ধীর, স্থির, অনুদ্বিগ্নমনা। বেলা তৃতীয় প্রহর। আমাদের গুরুভ্রাতা বানরীপাড়ার ৺বিধুভূষণ গুহঠাকুরতা মহাশয় (তখন তিনি দেহেরগতি উচ্চ ইংরাজি স্কুলের শিক্ষক) বানরীপাড়া হইতে দেহেরগতি যাওয়ার পথে ঠাকুরের নিকট নারায়ণপুরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার জামার পকেটে দুটী টাকা একটি বিবাহ ব্যাপারে লৌকিকতা রক্ষার জন্য নিয়া আসিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি ইতিপূর্ব্বে ঠাকুরকে কখনও টাকা পয়সা দিয়া প্রণাম করেন নাই, কিন্তু কি জানি কেন, সেদিন কেবলই তাঁহার মনে হইতে লাগিল ঐ টাকা দুটী দিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করেন। এক একবার পকেটে হাত দেন, আবার থামিয়া যান—টাকা দুটী খরচ করিলে বিবাহের বাড়ী শুধু হাতে যাবেন কি করিয়া। এ দ্বন্দ্ব কিছু সময় ধরিয়া চলিল। পরিশেষে অসীম অব্যক্ত শক্তির কাছে পরাজয় মানিলেন। পকেট হইতে টাকা দুটী বাহির করিয়া ঠাকুরের পদ প্রান্তে রাখিলেন। টাকা দুটী দেওয়ার পরে তিনি জানিতে পারিলেন ঠাকুরের পরিবারের সকলেই সেদিন অভুক্ত আছেন। তখন তিনি ঠাকুরকে বলিলেন—একথা পূর্ব্বে আমাকে জানান নাই কেন? ঠাকুর উত্তর দিলেন এ স্থলে অভাবের অভিযোগ করা উচিত নয়—এমন কি শিষ্যের নিকটও নয়।

এখানে বিধুবাবুর একটু কথা বলিয়া রাখি। এই বিধুবাবু ঠাকুরের নিকট দীক্ষা প্রার্থী হইয়া ৮।১০ বৎসর অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিয়া তবে দীক্ষা পাইয়াছিলেন। এই দীর্ঘ সময় তিনি অপেক্ষা করিয়াছিলেন শুধু ঠাকুরের একটী কথায়—সময় হইলে পাইবে।

প্রভু বোলে আর যদি কোটি জন্ম হয়।
তবে মোর দরশন পাইব নিশ্চয়॥
শুনিয়া নিশ্চয় প্রাপ্তি প্রভুর শ্রীমুখে।
মুকুন্দ সিঞ্চিত হইল পরমানন্দ সুখে॥
পাইব পাইব বলি করে মহানৃত্য।
আনন্দে বিহ্বল হইলা চৈতন্যের ভৃত্য॥

চৈঃ ভাগবত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২য় ঘটনা ঃ—

একদিন ভাঁড়ারী কালাচাঁদ আসিয়া ঠাকুরকে জানাইল—ঘরে চাল, ডাল, নুন সকল জিনিষই ফুরাইয়া গিয়াছে। আজকের হাটে উহা যোগাড় করিয়া না রাখিতে পারিলে কাল প্রাতে নিরন্ন থাকিতে হইবে। ঘরে যেমন চাল নাই ঠাকুরের তেমন টাকা নাই। ঠাকুর উত্তর কি দিবেন, চুপ করিয়া রহিলেন। ঐ দিনই অপ্রত্যাশিত ভাবে ৫৲ টাকার মনি অর্ডার আসিয়া উপস্থিত—কলিকাতা হইতে। প্রেরক ঠাকুরের গুরুভ্রাতা গুরুগত প্রাণ বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ। ঐ টাকাতে তখনকার সকল অভাব মিটিয়া গেল।

৩য় ঘটনা ঃ—

নিম্নোক্ত ৩টী ঘটনাই আমাদের একটী গুরুভ্রাতার জীবনে ঘটিয়াছিল বলিয়া এই ঘটনাত্রয়কে একটী শ্রেণীভুক্ত করা গেল। এই গুরুভ্রাতাটী তখন জিলা কলেক্টর অফিসে সামান্য বেতনের কর্ম্মচারী কিন্তু কলেক্টর অফিসের রজত কাঞ্চনের চাকচিক্য ও শ্রুতিমধুর ঝনঝন শব্দ কখনও তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। বিবাহিত, স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়া ঘর করেন। সংসার একরকম চলিয়া যায় বটে, উদ্বৃত্ত কখন থাকে না। এই গুরুভ্রাতাটির নাম প্রকাশ হউক ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নয় বলিয়া উহা উল্লেখ করিতে পারিলাম না। আমাদের অন্য একটী গুরুভ্রাতা একদিন নারায়ণপুর হইতে আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন, ঠাকুর বাড়ীর ভাণ্ডারের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়—২।১টী দিন চলিতে পারে। গুরুগত প্রাণ গুরুভ্রাতাটী উহা শুনিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সংবাদদাতা গুরুভ্রাতাটীকে তিনি বলিলেন, আমার হাতে ত টাকা নাই—দেখি কি করা যায়। এই বলিয়া চিন্তান্বিত মন নিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহির হইয়া পড়িলেন। অপর গুরুভ্রাতাটী মনে করিলেন হয়ত টাকা পয়সার কিছু যোগাড় হইয়াছে বা যোগাড় হওয়ার আশা আছে, তাই বাজারের থলে ইত্যাদি নিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। গুরুভ্রাতাটী কিছু বলিলেন না। উভয়ে বাড়ীর বাহির হইয়া অল্প কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতে পোষ্টম্যানের সাথে দেখা, পোষ্টম্যান বলিল, আপনার মনি অর্ডার আছে, গুরুভ্রাতাটী উহা শুনিয়া যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও হর্ষান্বিত হইলেন। ২২৲র মনি অর্ডার, গ্রহীতার নাম ধাম সবইত ঠিক কিন্তু প্রেরক যে কে কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না এবং এ পর্য্যন্ত তাঁহার সন্ধানও মিলিল না—অজ্ঞাত অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। যাহা হউক, ঐ অর্থে আবশ্যকীয় জিনিষপত্র খরিদ করিয়া অপর গুরুভ্রাতাটীর সাথে নৌকাযোগে ঠাকুরের বাড়ী নারায়ণপুরে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ দিন ঐ জিনিষ না পৌছাইলে ঠাকুরের পরিবারের সকলকে অনাহারে দিন যাপন করিতে হইত।

অন্য একদিন ঐরূপ অভাবের কথা জানিয়া আমাদের এই গুরু-ভ্রাতাটী যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও অর্থের যোগাড় করিতে না পারিয়া কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, ঠাকুর অভুক্ত থাকিলে নিজে কি করিয়া অন্নের গ্রাস মুখে তুলিয়া দিবেন। বেদনায় মন ভরিয়া গেল। এই অবস্থায় কার্য্য ব্যপদেশে তাঁহার শিয়রের বালিসের নীচে হাত পড়িতে দেখেন সেখানে ১৮টী টাকা আছে। দেখিয়া অবাক—কি করিয়া সেখানে টাকা আসিতে পারে। তিনি আর ভাবা আবশ্যক মনে করিলেন না—প্রাণ বলিল যাহার ভাববার তিনি ভাবুন। ঐ অর্থে খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া নিজেই ছুটিলেন ঠাকুর বাড়ী। তথায় উপস্থিত হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন আপনার আবশ্যকীয় জিনিষ ত আপনি নিজেই যোগাড় করিয়া নিতেছেন—আমি মাত্র ভারবাহী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মজুরের কাজ করিয়া যাইতেছি। আমাকে এইটুকু সেবা হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

ঠাকুরের ত নাইর সংসার—থাকার ভিতর আছে অভাব, নাইর ভিতর নাই অভাব-বোধ। গুরুভ্রাতাটী এদিক সেদিক করিয়া ৭টী টাকা যোগাড় করিয়া মনি অর্ডার করিয়া ঠাকুরকে পাঠাইয়া দিলেন। ২।৪ দিন পরেই ঝুলন তিথিতে নারায়ণপুরের সাধন ঘরে শ্রীশ্রীগোসাইর আবির্ভাব উৎসব। এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য গুরুভ্রাতাটী নারায়ণপুরে গেলেন। যাওয়া মাত্র ঠাকুর বলিলেন…তোমার টাকা ৭টী পাঠান সার্থক হইয়াছে। উহা উৎসবের খরচের জন্য অন্নদা পুতির হাতে দিয়া দিয়াছি। গুরুভ্রাতাটীর অজ্ঞাতে মনের কোণে সামান্য মাত্র অভিমান ছিল যে, তিনি ভারবাহী মজুরের কাজ করিয়া যাইতেছেন, আজ ঠাকুরের শুধু এই কথাটীতে সেদিন হইতে ঐ অভিমানটুকুর বোঝা হইতে নিস্কৃতি পাইলেন। স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন মহাপুরুষেরা কখন কাহারও কোন সেবার অপেক্ষা করেন না। এই গুরুভ্রাতাটীর সেবার কথা বলিতে যাইয়া মনে পড়ে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মকরধ্বজ করের কথা; যিনি শ্রীরাঘব পণ্ডিতের সরকার বা হিসাব রক্ষক ছিলেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, দেখিও অর্থাভাবে রাঘবের যেন অন্নাভাব না হয়। কে জানে সেই মকরধ্বজ করের সহিত আমাদের এই গুরুভ্রাতাটীর কোন জন্ম জন্মান্তরের সম্বন্ধ আছে কি না?

৪র্থ ঘটনা :—

এই ঘটনাটির বিশেষত্ব—একদিকে ইহার সাথে শ্রীশ্রীগোসাই সাক্ষাৎভাবে জড়িত অন্যপক্ষে ঠাকুরের জীবনের এই ঘটনাটী তাঁহার গুরুভ্রাতা ঋষি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনের তাদৃশ ঘটনার অনুরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুইটী মিলাইয়া দেখিলে মনে হয় সূত্রে গাঁথা মণিমালার ন্যায়। ঘটনাটী এইরূপ। ঠাকুর এক সময় কলিকাতায় কালীঘাটে মাসিক ৮৲ ভাড়ায় একখানি বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় কিছুদিন ছিলেন। বাড়ী ভাড়া অধিক না হইলেও ঠাকুরের পক্ষে কম নয়। তিনি প্রতি মাসে সময় মত বাড়ী ভাড়া দিতে পারিতেন না বরং প্রতি মাসেই কিছু বকেয়া টানিয়া আসিতেন। একদিন দেখা গেল ঠাকুর ঐ বাড়ীর সকল বকেয়া ভাড়া চুকাইয়া দিয়া অন্য একখানি বাড়ী ভাড়া করিয়া বসিয়াছেন—যাহার ভাড়া মাসিক ১৩৲। ঠাকুরের অন্যান্য খরচ চলিয়া গেলেও দামোদরের দাম বন্ধনের ন্যায় বাড়ী ভাড়া ঐ ১৩৲ প্রতিমাসে বাকী পড়িয়া ৩৯৲য় আসিয়া দাঁড়াইল। এই ব্যাপার নিয়া ঠাকুরের গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় ৺অশ্বিনীকুমার গুহঠাকুরতা (তিনিও তখন কেওড়াতলার নিকট একটী বাসা ভাড়া করিয়াছিলেন) ঠাকুরকে একদিন প্রশ্ন করিলেন "পণ্ডিত মহাশয়! আপনি ৮৲ বাড়ী ভাড়া দিতে পারেন না ১৩৲য় বাড়ী ভাড়া করিলেন কোন ভরসায়?" ঠাকুর কিছু না ভাবিয়া সোজাসোজি উত্তর দিলেন "গুরুদেবের হুকুম"। যাহা হউক, ৩ মাস বাড়ী ভাড়া দিতে পারিতেছেন না মনে করিয়া ঠাকুর একদিন বেশ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। সেইদিন উহা ভাবিতে ভাবিতে পায়খানায় যাইতেছিলেন হঠাৎ শ্রীশ্রীগোসাইর আদেশ পাইলেন "বালতিতে জল ভরিয়া রাখ।" ঠাকুর ভাবিলেন এ আবার কিরূপ আদেশ। যাহা হউক আদেশ আদেশই—আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া—বিচারের নয় পালনীয়। ঠাকুর বালতিতে জল ভরিয়া রাখিয়া পায়খানায় গেলেন। পায়খানা সারিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন কলের জল এই দিন অন্য দিনের চাইতে আগেই চলিয়া গিয়াছে—বালতিতে জল ভরা না থাকিলে তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হইত। তখনই ঠাকুরের মনে এই ভাবনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদয় হইল—যিনি আমার শৌচের জলের পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখেন, তিনি কি আমার বাড়ী ভাড়ার যোগাড় করিয়া রাখেন নাই? ঠাকুর সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে গিয়া আসনে বসিলেন। এই সময় বানরী-পাড়ার স্বনামধন্য ৺জগবন্ধু বণিক মহাশয়ের (গৌড়ীয় মঠের বাগবাজারের বাড়ীখানা ও অন্যান্য অনেক সম্পত্তি উক্ত বণিক মহাশয়ের কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া আসিতেছে এবং যতদিন উহার অস্তিত্ব আছে করিবে) অগ্রজ (নাম বোধ হয় ৺মদনমোহন বণিক) আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে ৫০টী টাকা রাখিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি আমাকে টাকা দিলে কেন"? শ্রদ্ধেয় বণিক মহাশয় উত্তর দিলেন—প্রাণ চায় তাই দিয়াছি; অন্য কোন কারণ খুজিয়া পাইতেছি না। ধন্য গোঁসাই—তুমি দুর্জ্জ্ঞেয়। কিন্তু তোমার ভক্ত তোমায় বেশ জানে তুমি বড় দয়াল।

তথাপি তে দেব! পদাম্বুজদ্বয়
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
না চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।

ভা।১০।১৪।২৮

হে দেব! তোমার শ্রীচরণকমলের বিন্দুমাত্র অনুগ্রহ পাইলেই লোক তোমার মহিমার বিষয় অবগত হইতে পারে, কিন্তু কোন ব্যক্তি বহু দিন বিচার করিয়াও ঐ মহিমার কিছুই জানিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৮) অনিকেত

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥

গীতা ১২।১৯

নিন্দা ও স্তুতি যাঁহার সমান, যিনি মৌনী, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, নির্দিষ্ট বাসস্থান যাঁহার নাই, স্থিরমতি ও ভক্তিমান, ঈদৃশ ব্যক্তি আমার প্রিয়।

ঠাকুর বাড়ী ঘর, যৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি পৈত্রিক সম্পত্তি হিসাবে পাইয়াছিলেন কিন্তু অনাদরে লক্ষ্মী একে একে সকল গুটাইয়া সরিয়া পড়িলেন, রাখিয়া গেলেন নির্ধনের ধন লক্ষ্মীকান্তকে। তবু তখন পর্য্যন্ত মাথা গুঁজিবার মত ঠাকুরের বসতবাটীখানি ছিল অর্থাৎ তখনও তিনি অনিকেত হন নাই। ঠাকুর এবার খাল কাটিয়া কুমীর আনিলেন। ঠাকুর তাঁহার এক পিসতুত ভাইকে বসতবাটীর কিয়দংশ লিখিয়া দিয়া একটি অলক্ষ্মীর ঘট স্থাপন করিলেন। সে ঘটটী ঠাকুরের যজমান ইত্যাদি পাইয়া এবং সেখান হইতে উপার্জ্জিত অর্থে আরও মূল গাড়িয়া বসিলেন। যখন মূল গাড়িয়া বসিলেন তখন ভাবিলেন বাড়ীখানা পূরাপূরি না হইলে ঠিক মানায় না। সঙ্কল্প মাত্রই কর্ম্মে আরম্ভ—মূলবৃক্ষ ডালপালা ছড়াইয়া সকল বাড়ীখানা আয়ত্তাধীন করিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর তাঁহার গুরু ভ্রাতা ঠাকুর বরদাকান্তের ন্যায় নিজ জন্মভূমি, পৈত্রিক ভিটাখানি ছাড়িয়া নাবালক সন্তানদেরও আমাদের মাতাঠাকুরাণীর হাত ধরিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন—একবার একটি দুঃখের নিঃশ্বাসও ফেলিলেন না। ভগবদ্ প্রীতি লাভের অন্তরায় ঘরখানি ছাড়িয়া এবার পূরাপূরি অনিকেত হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর বোধ হয় যাত্রাকালে তাঁহার গুরুদেবের প্রতি তাকাইয়া এই কথাটীই ভাবিয়াছিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার
ভোটকম্বল পানে প্রভু চাহে বারে বার।
সনাতন জানিল—এই প্রভুরে না ভায়
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তেন উপায়॥

চৈ চঃ ২০অ। পৃঃ ৮২-৮৩।

(৯) ঠাকুরের গুরু আনুগত্য

শ্রীশ্রীগোসাই বলিতেন, ঠিক ঠিক গুরু আনুগত্য হওয়া সোজা কথা নয়। গুরু আনুগত্য হইলে আর বাকী কি থাকে? তখন গুরুই সকল করাইয়া নেন—নিজের করণীয় আর কিছু থাকে না। ঠাকুরের গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা শুনিয়াছি যে, তিনি তাঁহার গুরুদেবের আদেশ বিনা ঘরেরও বাহির হইতেন না। ঠাকুরের জীবনেও তদ্রূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে—উহারই ২।১টি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) ঠাকুরকে নিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতা অবসর প্রাপ্ত ডিসষ্ট্রীকট্ জজ শ্রীঅনিল কুমার ব্যানার্জ্জি বৃন্দাবন ধামে গিয়াছেন (মাথম বাবুর নিকট ঠাকুরের যে সুন্দর ভাগবতখানা দেখা যায় উহা এই অনিলবাবুই দিয়াছিলেন) ঠাকুরের সকল ব্যয়ভার অনিলবাবুই বহন করিতেছেন। অনিলবাবুর দেশে ফিরিবার সময় হইলে ঠাকুরকে তিনি তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলেন। ঠাকুর বলিয়া বসিলেন আমার যাওয়াত এখন হইবে না ভাই। গুরুজী যে আরও ২৪দিন এখানে অপেক্ষা করার জন্য হুকুম দিয়া গেলেন। ঠাকুর কপর্দ্দকশূণ্য—সে চিন্তা তাঁহার নাই, কি করিয়া বিদেশে বিনা পয়সায় থাকার ও খাওয়ার সংস্থান হইবে। গুরুদেবের আদেশে তাঁহাকে থাকিতে হইবে—কি করিয়া সে প্রশ্নের উদয়ই হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনিলবাবু ঠাকুরের খাওয়া, থাকা ও পাথেয়ের বন্দোবস্ত করিয়া চলিয়া আসিলেন। ২৪ দিন শেষ হয় এমন সময় দেখা দিলেন যোগমায়া ঠাকুরাণী—আদেশ, তুমি আর ১২টী দিন অপেক্ষা করিয়া তারপর যাও। এদিকে আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুত মাখম লাল গুহ এফ, এ, পরীক্ষার জন্য তৈয়ারী হইতে ছিলেন। পরীক্ষার মাত্র ২২টী দিন বাকী। তখন তিনি কি জানি কাহার দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণে পরীক্ষার কথা ভুলিয়া গিয়া এই ১২দিনের ভিতর সেখানে গিয়া হাজির হইলেন ও সাধন পাইলেন। দীক্ষা দানের পূর্ব্বে ঠাকুর বলিয়াছিলেন শ্রীশ্রীগোসাই এই মাত্র অপূর্ব্ব ভাবে প্রকাশ পাইয়া তোমাকে এই নাম দিয়া গেলেন। এই ঘটনাটী শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের লাটাইয়ে সুতা জড়ান ও অন্যপক্ষে গৌরী মাতার টনক নড়ার মত নয় কি? মাখমবাবুর এই দীক্ষা প্রাপ্তির পিছনে আর একটী ঘটনা আছে, উহা না বলিলে দীক্ষা পাওয়ার একটী প্রধান অঙ্গ বাদ পড়িয়া যায় মনে করিয়া উহাও এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। মাখমবাবুর বয়স তখন বছর ১৫—উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের ছাত্র। ঠাকুর বগুরা অঞ্চলে শ্রীসত্যশীলের (ইনি শ্রীশ্রীগোসাইর শিষ্য, লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল গোরাচাঁদ শীলের পুত্র) কাঠিয়া কুটীরে আছেন।

এখানে ঠাকুরের গুরুভ্রাতা পার্ব্বতীচরণ ঘোষ মহাশয়, গুরুভ্রাতা ও ছাত্র বরদা গাঙ্গুলী ও যোগ জীবন গোস্বামীর শিষ্য অনুকুল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি নিয়া একটী সঙ্গৎ বসিত। মাঝে মাঝে অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয়ও আসিয়া সে সঙ্গতে যোগ দিতেন। মাখমবাবুও যান, এদের বিশেষতঃ ঠাকুরের সঙ্গ লাগে ভাল, তাই। সেদিন ঠাকুর বরিশাল হইতে নৌকা যোগে নারায়ণপুর যাইতে প্রস্তুত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছেন এমন সময় মাখমবাবু তাঁহার একটী গোপন কথা বলিতে অগ্রসর হইলেন। সত্য বাবু তখনই ঠাকুর ও মাখমবাবুকে একটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘরে নিয়া ২খানি চৌকির উপর ২খানি কম্বল বিছাইয়া বসিতে দিলেন। দুইজনে কি কথা হইতেছিল জানিনা কিন্তু মাখমবাবু ঠাকুরের কথা শুনিতে শুনিতে বারবার শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। ঠাকুর তদ্দৃষ্টে বলিলেন—মাখম, তোমাতে মহাশক্তির কৃপা বর্ষণ হইতেছে।

মাখমবাবু—উহা কি করিয়া বুঝিব ?

ঠাকুর—কেন ? তুমি যে বারবার শিহরিয়া উঠিতেছ।

মাখমবাবু—আজ যে বড় শীত, শীতে কাঁপাইতেছে।

ঠাকুর এ কথার উত্তর দিতে না দিতে মাখমবাবু কাঁপিতে কাঁপিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন ও মুহুর্ম্মুহু এত উচ্চ হুঙ্কার দিতে লাগিলেন যে, নিকটস্থ অনেক লোক সেখানে জড় হইয়া পড়িল। পূজ্যপাদ হরিদাস বসুর লিখিত "মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা" বইখানি পড়িয়া থাকিলে পাঠক হরিদাস বসুর জীবনের ঐরূপ ঘটনাটী মাখমবাবুর জীবনের এই ঘটনাটীর সহিত মিলাইয়া নিতে পারেন। একই টালার জল বড় পাইপ বহিয়া ছোট পাইপ ও নানা বাড়ীতে নানা টেপে প্রবাহিত হইয়া থাকে—আবশ্যক বোধে আবার কখন পাইপ বা টেপ বন্ধও রাখিতে হয়। সদ্‌গুরুর শক্তির এজন্য কখন কুত্রাপি নূতনত্ব হয় না। যাক, মাখমবাবু এবার বেশ বুঝিলেন যাহা ছিলেন তাহা আর নাই, রং বদলাইয়া গিয়াছে। সবুজ বরণ অরুণ হইয়াছে। মাখমবাবু তখন ঠাকুরের পদপ্রান্তে দীক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। ঠাকুর বলিলেন তোমাকে দীক্ষা দেওয়ার আদেশ আমি ত পাই নাই ; তবে তুমি মহামন্ত্র জপ করিতে পার। চতুর পার্ব্বতী বাবু তখন বলিলেন—ছেলে মানুষ, মাখম আবার জানে নাকি মহামন্ত্র কাহাকে বলে, আপনি বলিয়া দিন না। ঠাকুর মাখমবাবুকে ঐ মন্ত্র বলিয়া দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাখমবাবু বৃন্দাবনে সাধন পাইবার পূর্ব্বে ঠাকুরকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, এক জটাধারী, জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ। তাহার সে স্বপ্ন সফলীকৃত হইয়াছিল দীক্ষার সময়—জাগ্রত অবস্থায়। ধন্য গুরুদেব তোমার করুণার বলিহারি যাই।

মাখমবাবুই আমাদের ঠাকুরের প্রথম শিষ্য। এই মাখমবাবুকে প্রাণে মারিয়া ঠাকুরের অন্নজল বন্ধ করিবার চেষ্টায় ঠাকুরের একটী নিকট আত্মীয় (ব্যবহারে পরম শত্রু) গুণ্ডাদ্বারা তাঁহাকে মারিয়া মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল। সে ঘটনার পরও মাখমবাবু অকুতোভয়ে বরাবরই ঠাকুরের খবরাখবর নেওয়ার জন্য যখন তখন নারায়ণপুরে যাতায়াত করিতেন। মাখমবাবু ঠাকুরের ভিতর কি দেখিয়াছিলেন ও দেখেন তাহা তিনিই জানেন; আমরা দেখি ঠাকুরের ভিতর—

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্শ ভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥

গীতা ১২।১৫

যাহা হইতে লোক ভয়ে ক্ষুব্ধ হয় না ও যিনি অন্য হইতে সংক্ষোভ প্রাপ্ত হন না, যিনি স্বীয় লাভে উৎসাহ, অন্যের লাভে অসহিষ্ণুতা এবং ভয় ও উদ্বেগ জন্য চিত্ত ক্ষোভ এইগুলি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তি আমার প্রিয়।

(২) মাখমবাবুর স্ত্রী কিরণময়ীর দীক্ষা—

ঠাকুর আছেন নারায়ণপুরে—গুরুভগ্নি কিরণময়ী তাঁহার শ্বশুরালয়ে দেহেরগতি গ্রামে—নারায়ণপুর হইতে ৫।৬ মাইল দূরে। শ্রীশ্রীগোসাই, ঠাকুরের নিকট প্রকাশিত হইয়া আদেশ দিলেন—কিরণময়ীকে তোমার দীক্ষা দিতে হইবে—আজই, বিলম্ব করা চলিবে না—এই নাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরের হাঁটিয়া যাওয়ার মত অবস্থা ও সামর্থ্য নাই। নৌকার খোঁজে লোক পাঠাইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামে পূর্ব্ব হইতে খোঁজ না রাখিলে নৌকা পাবেন কোথায়? ঠাকুর যখন কোন মতেই নৌকা যোগাড় করিতে পারিলেন না, তখন হাটিয়া পাড়ি দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন— শ্রীশ্রীগোসাইর আদেশ—মরি বা বাঁচি তাহাতে কিছু আসে যায় না— আদেশ পালন করিতে হইবেই। এমন সময় যাঁহার আদেশ তাঁহার অঘটন ঘটন ইচ্ছায় ডাক্তার অনন্তকুমার গুহ দেহেরগতি হইতে একখানি নৌকায় একটী রোগীর চিকিৎসার্থ নারায়ণপুরে আসিয়া হাজির হইলেন। ডাক্তারবাবু কাজ সারিয়া ফিরিবার সময় ঠাকুরকে তাঁহার সাথে নিয়া গেলেন। জলের পথ—জোয়ার ভাটা আছে, হয়ত ছোট খালের কতকটা জায়গা ভাটার দরুণ শুকাইয়া গিয়াছে—জল মোটেই নাই। এইরূপ অবস্থায় ঠাকুর দেহেরগতি যাইয়া পৌঁছিলেন রাত ১টার পর। গুরুভগ্নি কিরণময়ীকে ঘুম হইতে জাগান হইল। তিনি ঠাকুরকে পথশ্রান্ত জানিয়া কিছু খাবার তৈয়ারী করিতে গেলেন। কিরণময়ীর আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, ও বলিলেন—তোমাদের বাড়ীতে আমি আহার বা বিশ্রামের জন্য আসি নাই। সত্বর চলিয়া আস—এখনই তোমার দীক্ষা হইবে—শ্রীশ্রীগোসাইর আদেশ। কিরণময়ী পরিধানের বস্ত্রখানি পরিবর্ত্তন করিয়া আসিলেন ও রাত ২টার সময় দীক্ষা লাভ করিলেন। ঠাকুর গুরুদেবের আদেশ যথাযথ পালন করিতে পারিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। কিরণময়ীর সাধন লাভের কিছুদিন পূর্ব্বে ঠাকুরকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিতে—শুভ্রবরণ। দীক্ষাকালেও তদ্রূপ দেখিলেন কিন্তু কালো বরণ। কি আশ্চর্য্য! ঠাকুরের তিরোধানের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি তাঁহাকে কালোবরণই দেখিয়াছেন, যদিও ঠাকুরের বরণ ছিল গৌর। ঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ রাখার পর কিরণময়ী দেখিলেন জীবন ভরিয়া যাঁহাকে কালোবরণ দেখিয়া আসিয়াছেন তিনি বস্তুতঃ গৌর বরণই ছিলেন—অথবা যিনি গৌর তিনিই কালো এবং যিনি কালো তিনিই গৌর।

(৩) এ ঘটনা ঘটে মাখনবাবুর বরিশালস্থ বাসায়। ঠাকুর বাতের বেদনায় বড়ই কষ্ট পাইতেছেন—মাজার ব্যথায় বসিবার শক্তি নাই। শয্যায় শয়ন করিয়া নাম করিতেছেন। মাথার কাছে শ্রীশ্রীগোসাইর পট। ঐ পটমূর্ত্তি চিৎকার করিয়া উঠিলেন,—উঠে বস। সে শব্দ শুধু ঠাকুর নয় ঘরের আর কতিপয় ব্যক্তি শুনিতে পাইয়াছিলেন। ঠাকুর অতি কষ্টে উঠিয়া আসনে বসিলেন। বলা বাহুল্য যে কিছু সময়ের ভিতর ঠাকুরের বেদনার উপশম হইয়া গেল। শ্রীশ্রীগোসাই বলিতেন ব্যক্ত চৈতন্য ও অব্যক্ত চৈতন্য। চৈতন্য সর্ব্বত্র। তাঁহার ইচ্ছায় যখন যেখানে প্রকাশ পায়।

(৪) ঠাকুরের তুর্ব্ব্যবহারে মাতাঠাকুরাণী একদিন বড়ই মনঃপীড়া পাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুর উহা দেখিয়াও ঐ অবস্থায় নারায়ণপুর হইতে বানরীপাড়া চলিয়া আসিলেন—সান্ত্বনা দেওয়াত দূরের কথা। কিন্তু আসার পথে তিনি শ্রীশ্রীগোসাইর রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন —বিপদ এখানেও কাটিল না। রাত্রে আসনে বসিয়াও ঐ রুদ্র মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন ও শুনিলেন শ্রীশ্রীগোসাই বলিতেছেন "সে যে আমার জন, তাহার বেদনায় আমিও বেদনা পাই।" এবার ঠাকুর অধীর হইয়া পড়িলেন, চোখ হইতে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, সব চেয়ে তার বড় তুঃখ "আমি ও বেদনা পাই যে।" ঠাকুর আর থাকিতে পারিলেন না। ভোর হইলে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট স্কুল হইতে বিদায় নিয়া কলিকাতায় সুকীয়া ষ্ট্রীটে আসিয়া শ্রীশ্রীগোসাইর পদপ্রান্তে কাঁদিয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীগোসাই সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছ"। ঠাকুর সলজ্জভাবে উত্তর দিলেন "আপনার অজানা ত কিছুই নাই। তখন শ্রীশ্রীগোসাই বলিলেন স্ত্রীর সকল আবদার রক্ষা করিতে হইবে। ঠাকুর—যদি না রক্ষা করি। শ্রীশ্রীগোসাই—তবে আর একটি জনম আসিতে হইবে। শ্রীযুত অঘোর বটব্যাল মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি তাঁহার পিতৃদেব অবনী বটব্যাল মহাশয়কেও শ্রীশ্রীগোসাই ঐ রূপ বাক্য বলিয়াছেন—বিবাহ না কর আর একবার জন্ম নিতে হইবে। শ্রদ্ধেয় বটব্যাল উঁহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—স্ত্রী পুত্রাদির ভরণপোষণ কে করিবে? শ্রীশ্রীগোসাই বলিয়াছিলেন—সে ভার আমার। শ্রীশ্রীগোসাই সে প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন; তাহার সাক্ষ্য মাননীয় শ্রীযুত কালীপদ বটব্যাল (অবসর প্রাপ্ত ডেঃ অডিটর জেঃ) ও শ্রীযুত অঘোর বটব্যাল (এঃ একাউণ্টস অঃ)। হে দয়ার ঠাকুর গোসাই। তুমি তোমার আশ্রিত জনের শুধু সংসার ভার কেন সকল ভারই বহন করিবার জন্য দায়ী—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।
হৃদ্বাগ্ বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

ভা ১০।১৪।৮

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—যেব্যক্তি হে প্রভো! কবে তোমার দয়া হইবে এই আশা ধরিয়া তোমাতে দোষারোপ না করিয়া স্বীয়কৃত অপরাধের জন্য তাপ সহিতে হইতেছে মনে করিয়া তোমার মুখের দিকেই তাকাইয়া থাকে, হে ভগবান তার মুক্তির জন্য তুমিই দায়ী।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর হইতে ঠাকুর শ্রীশ্রীগোসাইর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদেশ মত মাতাঠাকুরাণীকে নিয়া বানরীপাড়ায় পৃথক বাসা করিয়া থাকিতে আরম্ভ করেন। এখানে সময় সময় নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইলেও তিনি কখন গুরুদেবের সতর্কবাণী ভুলিতে পারেন নাই।

বানরীপাড়ায় এই বাসায় থাকার সময় মাতাঠাকুরাণীর যৎসামান্য স্বর্ণালঙ্কার যাহা ছিল সকল চুরি হইয়া যায়, ঠাকুর তখন ছিলেন বৃন্দাবনে। মাতাঠাকুরাণী পত্র দ্বারা ঠাকুরকে এ সংবাদ জানাইলেন। ঐ চিঠির মর্ম্ম মহাত্মা ময়ুর মুকুট বাবাজী (ঠাকুরের গুরুভ্রাতা) অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন "মাতাজীকে লিখে দাও যাহা চুরি হইয়াছে উহার চারিগুণ অলঙ্কার তাহার লাভ হইবে" বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছিল। আমাদের একটী গুরুভগ্নিই উহা তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন।

(১০) ঠাকুরের গুরুপ্রীতি

(১) ঠাকুর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগে ছুটী অনেক, স্কুল ছুটী হইলেই শ্রীশ্রীগোসাই যেখানে থাকুন না কেন ঠাকুর সেখানে ছুটিয়া যাইতেন—কোন বাধা বিঘ্ন মানিতেন না। কিন্তু শিক্ষাবিভাগের দীর্ঘ ছুটীতেও ঠাকুরের পোষাইত না তাই ছুটীর সময় বাদেও স্কুল কামাই করিয়া ঠাকুর কখন কখন শ্রীশ্রীগোসাইর কাছে চলিয়া যাইতেন—পূজ্যপাদ শ্রীধর ঘোষের ন্যায়—মাঝে মাঝে না দেখিয়া থাকা যে যায় না। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ এই নিয়া নানারূপ অনুযোগ দিতেন কিন্তু ঠাকুর শ্রীশ্রীগোসাইকে দেখিবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিতেন না, চলিয়াও যাইতেন (ভগবান পাওয়ার মূল্য যে শুধু লোল্য)। ক্রমে যখন এই অসন্তোষ চরম অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইল তখন শ্রীশ্রীগোসাই এলেন ইহার একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিটমাট করিবার জন্য। তখনকার স্কুলের অন্যতম মেম্বর ছিলেন ঠাকুরের গুরুভ্রাতা ৺হরকুমার গুহঠাকুরতা। শ্রীশ্রীগোসাই একদিন তাহার কাছে প্রকাশ পাইয়া বলিলেন—তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া একটী লোকের আবদার রক্ষা করিতে পারনা—বড়ই দুঃখের বিষয়। এই ঘটনার পর ঠাকুর ছুটীর সময় বাদেও অনেক সময় বানরীপাড়া ছাড়িয়া শ্রীশ্রীগোসাইকে দেখিবার জন্য বাহিরে গিয়াছেন কিন্তু কোন দিনই আর বাধা প্রাপ্ত হন নাই।

(২) অনেকেই জানেন দৈন্যের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীশ্রীগোসাই কখন কখন বিরহ কাতর হইয়া শিষ্যদের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেন এবং তাহাদের পদধূলি লইতে হাত বাড়াইয়া দিতেন। এমন অবস্থায় শিষ্যবৃন্দ গুরুদেবের কাছ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেন কিন্তু ঠাকুর একদিন গুরুদেবের চাঁদ বয়ান অশ্রুপ্লুত দেখিয়া বেদনায় এমন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, নিজের পা দুখানা আগাইয়া দিয়াছিলেন। গুরুদেবের মুখে একটু হাসি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বা মঙ্গলা-মঙ্গল কিছুরই দিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।

সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

গীতা ১৮।১৬

তুমি সমুদয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাতেই শরণাপন্ন হও। আমিই তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব।

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষন্ময়া দৃষ্টানপি স্বকান।
ধর্ম্মান সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

ভা ১১।১১।৩২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে উদ্ধব! বেদাদি শাস্ত্রে আমা কর্তৃক যাহা যাহা আদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্তের দোষগুণ অবগত হইয়া স্বীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাদি-রূপ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে আমার ভজনা করে সে ব্যক্তি উত্তম সাধু মধ্যে গণ্য।

এক ব্রজগোপী এবং তাহাদের আশ্রিত ব্যক্তিতেই এ-ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে—অন্য কোথাও নয়। ধন্য গুরুদেব—ধন্য তোমার গুরু-প্রীতি।

(৩) এই প্রীতির চরম বিকাশ যে স্থলে দেখা দেয়, সে স্থলে তোমাতে আমি আমাতে তুমি।

রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা জ্ঞান॥

চৈঃ চ অঃ ১৪।প।১৪

ঠাকুর বানরীপাড়ায় শিক্ষকতা করিবার সময় থাকিতেন উহার পার্শ্বস্থ গ্রাম পশ্চিম বানরীপাড়ায়। আমাদের মাতাঠাকুরাণীর পিত্রালয়ও এই গ্রামেই ছিল। এই গ্রামে মাতাঠাকুরাণীর পিতৃ ভবনের নিকট একখানি কালী বাড়ী আছে। কালী বাড়ীখানি বহু দিনের, হয়ত কোন শক্তিমান পুরুষের সাধন ক্ষেত্র। এই কালীবাড়ীর চত্বরে পা দিলেই ইহার গাম্ভীর্য্য বেশ বুঝা যায়। আমার নিজের জীবনেও উহার অভিজ্ঞতা আছে। ঠাকুর শ্রীশ্রীগোসাইর ভাবে ভাবিত হইয়া একদিন এই কালীবাড়ীর সামনের খোলা মাঠে বেড়াইতে ছিলেন। ঠাকুর দেখিলেন তাহার সকল অবয়ব শ্রীশ্রীগোসাইর অবয়বের রূপ ধারণ করিয়াছে। তখন ঠাকুরের গুরুভ্রাতা বালক নরেন্দ্র নাথ ঘোষ সেই পথে কোথাও যাইতেছিল। নরেন্দ্র নাথ ঠাকুরের চেহারায় নূতন কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতে পাইয়া সহসা থামিয়া গেল ও প্রণাম করিবার জন্য অগ্রসর হইল। ঠাকুর বলিলেন—প্রণাম করার দরকার নাই, একটু স্পর্শ করিলেই যথেষ্ট হইবে। নরেন্দ্র নাথ অপ্রাপ্ত বয়সেই মারা যায়—কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে সেদিনকার সকল ঘটনা বিবৃত করিতে পারা যাইত।

(৪) শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা, পূর্ণিমা—শ্রীশ্রীগোসাইরও জন্মতিথি—উৎসব হইতেছে ঠাকুর বাড়ীর একটী আম্রবৃক্ষের শীতল ছায়ায়। কীর্ত্তন খুব জমাট বাঁধিয়াছে। গানের পদটী ছিল—

মোদের পতিত পাবন গৌর হরি
সাধিতে জীবের অশেষ কল্যাণ
দিবানিশি ব্যস্ত নাহিক বিরাম।

উপস্থিত ঠাকুরের সকল গুরুভ্রাতাগণ ভাবে বিভোর—ঠাকুরও ভাবে বিভোর, দুই হাত তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন—হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া উঠিয়া কয়েকটী কথা বলিলেন। উহা এখানে ঠিক ঠিক উল্লেখ করা গেল না। তবে ঐ কথাটী শ্রীশ্রীগোসাইর আগমনে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অভিশাপ যে সফলীকৃত হইয়াছিল উহারই স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছিল। পরে ঠাকুরকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছিলেন—তখন দেখিয়াছিলাম আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শ্রীশ্রীগোসাইর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মত হইয়া গিয়াছে এবং ঐ অবস্থায় যাহা বলা হইয়াছে উহা শ্রীশ্রীগোসাই বলিয়াছেন—আমি কিছু বলি নাই।

যে রসালের শীতল ছায়ায় কীর্ত্তন হইতেছিল পাঠক উহারও একটু পরিচয় জানিয়া রাখুন। এই রসাল তরুবরের শীতল ছায়ায় নিত্য ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন ও সাধন ভজন হইত। ঠাকুরের জীবনে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃক্ষটী যেন উত্তর সাধক। ঠাকুরের সাথে সাথে তাহারও অমৃতত্ব লাভ হইয়াছিল। এই বৃক্ষ হইতে একদিন মধুক্ষরণ হইতেছিল। ঠাকুরের কতিপয় গুরুভ্রাতা তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন—শ্রদ্ধেয় চন্দ্রকান্ত দত্ত গুপ্ত মহাশয় তাহাদের অন্যতম, তিনি নিজে পরখ না করিয়া কিছুই সহজে গ্রহণ করার পাত্র ছিলেন না। তিনি নিজে গাছের পাতা চাটিয়া তবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—সত্য সত্য মধুর স্বাদ ও গন্ধ অতুলনীয়। গেণ্ডারিয়া আশ্রমের মধুস্রাবী আম্রবৃক্ষের কথা সকলেই জানেন। বানরীপাড়ার সাধন ঘরেও ঐরূপ একটী আম্রবৃক্ষ ছিল ও বোধ হয় এখনও আছে, খোঁজ করিলে পাঠক এরূপ বৃক্ষের আরও অনেক সন্ধান পাইবেন। ভগবদ্‌গুণাবলি শ্রবণে স্থাবর, জঙ্গম মধুময় হইয়া যায়।

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধুনক্তমুতোষসো
মধু-মৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। "ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু॥"

—ঋগ্বেদ ১।৯০।৬-৯

(৫) এই ঘটনা ঘটিয়াছিল ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে, ধুলট উৎসবের সময়, কিন্তু দুঃখের বিষয় ঠাকুরের গুরুভ্রাতাগণ আমার যতদূর জানা আছে কেহ কোথাও উহার উল্লেখ করেন নাই। ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীতীর্থরঞ্জন বলিয়াছে এ ঘটনা কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া থাকিলেও বাবার নামের পরিবর্ত্তে জনৈক ভক্ত বলিয়া উপসংহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন। যাহা হউক, নাম উল্লেখ না করিয়া ঠাকুরের গুরুভ্রাতাগণ যে কার্পণ্যের পরিচয় দিয়াছেন উহা অস্বীকার করা চলে না। ঠাকুর কি যেন ভাবে ভাবিত হইয়া মনে করিলেন তিনি যেন একটী শিশু হইয়া গিয়াছেন। যেমন এই মনে হওয়া অমনই ঠাকুর গিয়া তাঁহার গুরুদেবের কোলে উঠিয়া বসিলেন। গুরু শিষ্যে ভাবের আদান প্রদান হইয়া গেল। শ্রীশ্রীগোসাই দাঁড়াইয়া উঠিলেন ও ঠাকুরকে মাটিতে ফেলিয়া তাঁহার উপর দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঠাকুর বলিয়াছেন—তখনও আমার একটু সংজ্ঞা ছিল—একবার মনে হইল শ্রীশ্রীগুরুদেবের বিশাল বপুর ভারে আমি নিষ্পেশিত হইয়া যাইব না ত? পর মুহূর্ত্তেই মনে হইল গুরুদেবের চরণে নিষ্পেশিত হইয়া যাই ত ইহার চেয়ে আমার সৌভাগ্য কি হইতে পারে? কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে গুরুদেব যখন তাঁহার একখানি পা আমার বুকে দিলেন পা খানি আমার কুসুম সদৃশ কোমল বোধ হইল। তাহার পর আর আমি আমাতে ছিলাম না—আমি কৃতার্থ হইয়া গেলাম।

(৬) কাঁধেতে চড়ে ও কাঁধেতে চড়ায়—এই হইল শুদ্ধ সখ্য ভাব, কিন্তু কোন অবসরে তিনি তাঁহার কৃষ্ণ গৃহীত মন ভক্তকে কাঁধেতে নিয়া খেলা করিতে থাকেন ভক্ত তাহা বুঝিতেও পারেন না। ঠাকুর চলিয়াছেন শ্রীগুরু দর্শনে। যাইতে যাইতে তিনি পথে থাকিয়া যেন দেখিলেন শ্রীশ্রীগোসাই মুখ অবনত করিয়া বসিয়া আছেন—ঠাকুর তাঁহাকে প্রণাম করিলেও তিনি কোন বাক্যালাপ করিলেন না। ঠাকুর যখন গুরুদেবের সন্নিধানে পৌছিলেন বস্তুতঃ তখন ঐরূপ ঘটনাই ঘটিল। ঠাকুর ইহার পূর্ব্ব হইতেই একটা বুকের বেদনায় কিছুদিন ধরিয়া বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। এ বেদনা যখন দেখা দিত তখন তাঁহার মুখখানা একেবারে কালো হইয়া যাইত। শ্রীশ্রীগোসাইকে যাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন প্রণাম করিলেন তখন তিনি ঐ অসহ্য বেদনায় বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার উপর শ্রীশ্রীগোসাইর এই অস্বাভাবিক অনাদর—ঠাকুর সহ্য করিতে না পারিয়া রাগে গর গর হইয়া দিদিমা মুক্তকেশী দেবীকে যাইয়া এ কথা জানাইলেন। দিদিমা আসিয়া জামাতাকে বলিলেন—পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছে, তোমাকে প্রণাম করিল, তুমি তাহাকে কুশল জিজ্ঞাসা ত করিলেই না—একটা কথা পর্য্যন্ত বলিলে না? শ্রীশ্রীগোসাই বলিলেন—তাই নাকি? কোথায় পণ্ডিত মহাশয়—তাঁহাকে আমার নিকট আসিতে বলুন। ঠাকুর শ্রীশ্রীগোসাইর নিকট আসিলেন কিন্তু তখনও তাঁর সে অভিমানের বিরাম হয় নাই। ভাগবত হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ঠাকুর বলিলেন—দুর্দ্দিনে ভগবান পর্য্যন্ত মুখ তুলিয়া তাকান না। শ্রীশ্রীগোসাই যেন সে কথা শুনিতেই পাইলেন না—তিনি ঠাকুরের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—আহা! তোমার চেহারা যে বড্ড খারাপ হইয়া গিয়াছে—মুখখানা কালো হইয়াছে—তোমার কি অসুখ—ঔষধ ব্যবহার করনা? ঠাকুর উত্তর দিলেন—ঔষধ খাওয়ার মত পয়সা কোথায়? শ্রীশ্রীগোসাই তখনই যোগজীবন গোস্বামীকে ডাকিয়া ডাক্তার নীলরতন সরকারকে ডাকাইতে আদেশ দিলেন। ঠাকুরের ঔষধ ও বিশেষ পথ্যের ব্যবস্থা হইল। কয়েক দিনের ঔষধ ও পথ্যে অসুখ অনেক কমিয়াছে—ঠাকুরের তখন খেয়াল হইল—গুরুভাইগণ ঠাকুরের সেবার জন্য অর্থ যোগান—ঐ অর্থ আমার ঔষধ পথ্যে ব্যয়িত হয় ইহা বাঞ্ছনীয় নয়। ঠাকুর বাড়ীতে ফিরিবার সংকল্প করিয়া শ্রীশ্রীগোসাইর নিকট বিদায় নিতে গেলেন। শ্রীশ্রীগোসাই বলিলেন, আচ্ছা বাড়ী যাও কিন্তু ঔষধ পথ্য ব্যবহারে বাধা করিও না। হাতে টাকা না থাকে ত ধার করিও। তোমার চিকিৎসার জন্য যদি কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রত্যবায় হয়—সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যবায়ের জন্য আমি দায়ী রহিলাম। ঠাকুর শ্রীশ্রীগোসাইর এই প্রতিজ্ঞা বাণী শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।

—গীতা ৯।৩১

যাহা হউক, ঠাকুর বাড়ীতে আসিয়া অন্নদা পুতির সামান্য চিকিৎসায় অল্পকালের ভিতর আরোগ্য লাভ করিলেন—কাহারও কোন প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইল না। জয় গোসাই—তোমারই জয় হউক।

(১১) মরমী ও সামর্থী গুরু

স্বগ্রামে ঠাকুরের একটী গুরুভ্রাতা ছিলেন—নাম ৺অন্নদা কুমার সেন (ডাক্তার)—যাঁহার কথা এই মাত্র পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইল। অন্নদাবাবু ঠাকুরের অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ, দীক্ষাও ঠাকুরের পূর্ব্বে পাইয়া ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে গ্রাম্য সম্বন্ধে পুতি (কাকা) বলিয়া ডাকিতেন। অন্নদাবাবু পর পর তিনদিন দেখিয়াছিলেন ঠাকুর শ্রীশ্রীগোসাইর কোলে বসিয়া আছেন, শ্রীশ্রীগোসাইর দুই বাহু হইতে স্নেহধারা বিগলিত হইয়া পড়িতেছে। অন্য একটী গুরুভ্রাতা তদ্দর্শনে শ্রীশ্রীগোসাইর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। অন্নদাবাবু ঐরূপ দর্শন করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—শ্রীশ্রীগোসাই দুর্গামোহন দ্বারা তাঁহার অনেক কার্য্য সাধিত করিবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী কতদূর সার্থক হইয়াছিল, তাহাই এখন আলোচনা করা যাক্।

(১) মাধমবাবুর ৩য় পুত্র রবীন্দ্রনাথের দীক্ষা :—

শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ এক মহাষ্টমীর দিন জন্মগ্রহণ করে। জন্মিয়াই শিশু যে রোদন করিতে আরম্ভ করে ঐ রোদন আর কিছুতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থামেনা—মায়ের মাই পর্য্যন্ত মুখে নেয়না ৪।৫ দিন অতীত, অতটুকু ছেলের কি চিকিৎসা হইতে পারে না বুঝিয়া ও ছেলের আসন্ন বিপদ আশঙ্কা করিয়া মাখমবাবু ঠাকুরকে গিয়া সকল জানাইলেন। ঠাকুর বলিলেন—কোন ভয় নাই—ওর পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি মনে পড়িয়াছে তাই এত কান্না। তুমি চলিয়া যাইয়া তাহার কানে এই নাম দাও, এই বলিয়া নামটি ব'লয়া দিলেন। মাখমবাবু ঠাকুরের এইরূপ আদেশ পাইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন ও ঠাকুরের দত্ত নাম শিশুর কানে দিয়া দিলেন, শিশুও সেই সময় হইতে চুপ করিয়া গেল। এই শিশু কৈশোরে পদার্পণ করিলে মাখমবাবু নিয়া গেলেন দরবেশজী মহারাজের নিকট দীক্ষা প্রাপ্তির জন্য। দরবেশজী বলিলেন—এ ছেলেকে আমি আবার কি দীক্ষা দিব? পণ্ডিত দাদাই ত তোমার দ্বারা দীক্ষা দিয়াছেন—আর দীক্ষার প্রয়োজন নাই। পণ্ডিত দাদাই এ ছেলের গুরু—আমি ইহার গুরু নই।

(২) আমার মামা ও গুরুভ্রাতা শশী কুমার দত্ত মহাশয় যৌবনে প্রভূত বলশালী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। তিনি ধর্ম্মলাভে স্থিরসংকল্প হইয়া গুরু অন্বেষণ করিয়া ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে বাংলাদেশের অনেক জায়গায় কখন রেলে, কখন পদব্রজে ঘুরিয়াছেন। দারুণ শীতে হরিদ্বারের মত জায়গায় রাতের বেলায় মাত্র একখানা কম্বলে আপাদ-মস্তক ঢাকিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। কিন্তু কোথাও তাঁহার মনের মানুষ খুজিয়া পাইলেন না। এই মনের মানুষ কি করিয়া তাঁহার হৃদয় কোণে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাক্। মামাকে একদিন সঙ্গে নিয়া যান তাঁহার বন্ধুস্থানীয় ৺সুরেশ চন্দ্র রায় জগদীশবাবুর আশ্রমে। আচার্য্য জগদীশ মুখার্জ্জী বরিশালের স্বনামধন্য পুরুষ, চিরকুমার, সাধু ও তৎকালীন ব্রজমোহন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হেডমাষ্টার। বরিশালে মফঃস্বল হইতে আগত সকল মেট্রিক পরিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে আসিয়া জগদীশবাবুকে একটীবারের জন্যও দেখিয়া যাইত, তিনি দেখিবার মত মহাশয় ছিলেন। আমারও ঐরূপ তাঁহাকে একবার দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। মামা তাঁহার মুখে শুনিলেন ভক্তি দেবীর কৃপার কথা।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য-সংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসয়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ বর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

ভাঃ ৩।২৫।২৫

কপিলদেব কহিলেন—হে মাতঃ! সাধু সঙ্গে আমার মহিমাসূচক কথা সমূহ উপস্থিত হয়, উহা হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তিদায়ক। ঐ সকল পবিত্র কথা শুনিতে শুনিতে অবিদ্যা বিনাশ হয় ও আমাতে শ্রদ্ধা রতি ও প্রেমভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মামার মনে প্রশ্ন জাগিল কি করিয়া ভক্তি লাভ করা যায়—অকপটে জগদীশবাবুকে উহা জিজ্ঞাসা করিলেন। জগদীশবাবু বলিলেন—ভক্তি সদ্‌গুরু কৃপা সাপেক্ষ। তখন মামা জিজ্ঞাসা করিলেন কি করিয়া সদ্‌গুরু লাভ করা যায়। জগদীশবাবু উত্তর দিলেন—তমসাচ্ছন্ন জগতে হাতে হেরিকেন নিয়া সদ্‌গুরু খুঁজিয়া বাহির করা যায় না—সদ্‌গুরুর জন্য ভগবানের নিকট আকুল প্রার্থনা জানাইতে হয়।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

গীতা ৭।১৬

হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তি আমার ভজনা করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মামা সেদিন হইতে বরিশালের সিদ্ধ সনাতন ঠাকুরের কালী বাড়ীতে বসিয়া মাকে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন—মা দয়া কর, সদ্‌গুরুর আশ্রয় মিলাইয়া দাও।

করুণাময়ী তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন—স্বপ্নে দেখা দিয়া একটী জবা-ফুল দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমার সদ্‌গুরু লাভ হউক। তাহার পরই মামা বাহির হইয়া পড়িলেন সেই মনের মানুষের খোজে। দেশ বিদেশ, পাহাড় পর্ব্বত, তীর্থাদি খুঁজিয়াও সফলকাম হইলেন না, কিন্তু আশা ছাড়িলেন না। ফিরিয়া আসিলেন বরিশালে—একবার শেষ চেষ্টায় গেলেন সেই জগদীশবাবুর কাছে, সেখানে শুনিলেন—আমি ত কাহাকেও দীক্ষা দেই না। মামা কতকটা নিরুৎসাহ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমাকে দয়া করিবার জন্য জগতে যদি কেহই না থাকেন আবার চলিয়া যাইব হিমালয়ে, পিপাসার জল কোথাও না পাই, যতক্ষণ শ্বাস থাকে পুকুর খনন করিয়া যাইব—দেখিব জল কোথাও পাওয়া যায় কিনা? এই অবস্থায় তাঁহার দাদা আমাদের গুরুভ্রাতা মহেন্দ্র কুমার দত্ত (তখনও কিন্তু তাঁহার দীক্ষা হয় নাই) তাঁহাকে এ সংকল্পে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে একবার নারায়ণপুর গিয়া ঠাকুরের সাথে দেখা করিবার জন্য উপদেশ দিলেন।

রাই যাইতে যাইতে পুছে
কেলী কদম্ব বন নিকুঞ্জ কানন
আর কত দূরে আছে॥

বাঁধ ভাঙ্গা জল তাহার গতি পরিবর্ত্তন করিল, হিমালয় হইতে নামিয়া চলিল বাংলার এক গণ্ডগ্রাম নারায়ণপুরে। কয়েকদিন ধরিয়া ঠাকুরের নিকট আছেন—ঠাকুর দীক্ষার কোন কথা বলেন না, মামার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনেও সে বিষয়ে কোন কথা জাগে না। মনের মানুষের রূপ দেখিয়া সেখানে সকল ভুলিয়া পড়িয়া আছেন। যত দেখেন তত আশা বাড়ে। আমি দেখিয়াছি মামা এখনও সে মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া কাঁদেন আর কাঁদেন কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়। এদিকে ঝুলন পূর্ণিমা আগত। শ্রীশ্রীগোসাইর আবির্ভাব উৎসব ঠাকুরের বাড়ীতেই। মামাকে ভার দেওয়া হইল, তিনি ৪ মাইল দূরে বানরীপাড়া বাজার হইতে দুধ সংগ্রহ করিবেন। মামা কাজে বাহির হইতে হইতে পথে জাগিল তাহার আর্ত্তি। নীল আকাশে শ্রীশ্রীগোসাইর মূর্ত্তি আঁকিলেন মনের তুলিকায়, এই ৪ মাইল পথ হাঁটিয়া যাইতে ও আসিতে যতটা সময় লাগে ততটা সময় কেবলই প্রার্থনা করিলেন—গোঁসাই আমায় দয়া কর। শ্রীশ্রীগোসাই তাঁহার মরমের কথা শুনিলেন। মামা ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি দীক্ষার জন্য গোসাইকে প্রার্থনা জানাইয়াছিলে? তোমাকে দেওয়ার জন্য গোঁসাই এই মাত্র নাম দিয়ে গেলেন। মামার দীক্ষা ত এই ভাবে হইয়া গেল কিন্তু না পাওয়ার চেয়ে পাওয়ার আর এক বিপদ আসিল তাঁহার। মামার মনে সন্দেহ জাগিল—শ্রীশ্রীগোসাই সত্য সত্য আমার প্রার্থনা শুনিলেন, না আমার প্রার্থনা ও তাঁহার আদেশ একটা কাকতালীয় ঘটনা। এরূপ সন্দেহ জাগিলে সাধকের প্রাণে কি ব্যথা বাজে উহা আমরা দেখিয়াছি গড়ুর ও কাকভূষণ্ডীর জীবনে। (গীতা বলেন সংশয়াত্মা বিনশ্যতি)। বেদনায় কাতর হইয়া মামা বাহির বাড়ী ছাড়িয়া গেলেন ভিতর বাড়ীতে। যোগমায়া ঠাকুরাণীর পদপ্রান্তে পড়িয়া নিবেদন করিলেন—মা, এই সামনের একাদশী তিথিতে যদি ঠাকুর আমাকে আপনা হইতে ডাকিয়া প্রাণায়াম দেন, তবে আমার সকল সন্দেহ দূরীভূত হয়। ঠাকুর এবারও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন; নির্দ্দিষ্ট একাদশীর দিন মামাকে বলিলেন—শশী তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতাঠাকুরাণীর নিকট প্রাণায়ামের জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলে—তিনি যে তোমাকে প্রাণায়াম দিতে বলিয়া গেলেন। ঠাকুর মামাকে প্রাণায়ামের সঙ্কেত দেখাইয়া দিলেন।

দমে দমে নিওরে নাম
নামের কামাই নাহি দিও ॥

মামার আর কোন সন্দেহ রহিল না।

এই জন্মোৎসবের দিন আর একটী বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল। উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীমাখমলাল গুহ ও পূজ্যপাদ ছোট গোঁসাইর শিষ্য ৺অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। মাখমবাবু তখন দেহেরগতি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অনুকুলবাবু ঐ বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী। উভয়ে উৎসবের উদ্যোক্তা থাকার জন্য ঐ উৎসবে সকল শিক্ষক ও ছাত্রগণের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া গিয়াছিল। উৎসবের দিন সকল শিক্ষক উৎসবে যোগদান করেন। উহাদের ভিতর একজন শিক্ষক শ্রীমঙ্গল নারায়ণ বসু আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও ঠাকুর কি করেন, কি ভাবে চলেন উহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুর যখন শ্রীশ্রীগোসাইর পট মূর্ত্তিতে তুলসী, চন্দন, মাল্যাদি অর্পণ করিতেছিলেন, মঙ্গলবাবু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট মনে সকল দেখিলেন। উৎসবান্তে বিদায়ের কালে মঙ্গলবাবু মাখমবাবুকে বলিলেন—স্যার! উৎসব সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে বিশেষতঃ কীর্ত্তনের আর তুলনা হয় না কিন্তু একটী জিনিষ আমি বুঝিতে পারিতেছি না– আপনার গুরুদেব তাঁহার নিজের ফটো পূজা করেন কেন? মাখমবাবু কিন্তু সকল বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, আপনার ভুল হইয়াছে এ কথা বলিতে পারি না, আপনি যাহা দেখিয়াছেন ঠিকই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়াছেন। শ্রীশ্রীগোসাই তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তকে সারূপ্য দান করিয়াছেন। আবার যাইয়া দেখিয়া আসুন—কোথায় ও কতখানি সাদৃশ্য বুঝিতে পারিবেন।

শশীমামার দ্বিতীয় ঘটনা—

নারায়ণপুরে মহলানবিশ মহাশয়দের বাড়ীর এক প্রান্তে লোকজনের গোলমাল হইতে দূরে দিঘীর পারে শ্রীশ্রীগোসাইশিষ্যদের সাধন ভজনের জন্য একখানি ছোট ঘর ছিল। ঠাকুর কিছুদিন সেখানে থাকিয়া সাধন ভজনে সারাদিন কাটাইতেন—দিনের বেলায় শ্রীশ্রীগোসাইর শিষ্য কেহ কখন আসিলেও রাতের বেলার সাথী ছিলেন একমাত্র মামা। মামা ঠাকুরের সেবাও করেন—সাধন ভজনও করেন। একদিন তিনি সন্ধ্যার সময় আসনে বসিয়া ঘুমে বার বার ঢুলিয়া পড়িতেছিলেন। ঠাকুর উহা দেখিয়া শশীমামাকে বলিলেন—শশী, আসনে বসিয়া ঘুমাবে ত বাড়ী চলিয়া যাইতে পার, এখানে এত কষ্ট করার কি দরকার। মামার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল, গভীর রাতে দিঘীর ঘাটে বাসনা ধৌত করেন আর ভাবেন, এত করিয়াও খুসী করতে পারিলাম না—আজই এখান হইতে বিদায় গ্রহণ করা শ্রেয়। কি জানি কি করিয়া ঠাকুর তাঁহার মনের কথা টের পাইলেন। খড়ম পায়ে খট্ খট্ শব্দ করিতে করিতে ঠাকুর ঘর হইতে বাহির হইয়া ঘাটে আসিলেন, আসিয়া মামাকে বলিলেন—শশী! অনেক জায়গা ঘুরিয়া আসিয়াছ, কোথাও ত তোমার ঠাঁই হয় নাই—এখন যাবে কোথায়? যে অভিমানে মামা গুরুদেবের অভয় পদপ্রান্ত ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, উহা ঠাকুরের একটি কথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল, যাওয়া আর হইল না। এই যে মামা রহিয়া গেলেন ঠাকুর যতদিন দেহে ছিলেন বিশেষ কোন কার্য্য ব্যতীত আর কখনও ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়া হন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সাধন ঘরে থাকাকালীন মামার কতকগুলি দর্শন ও অনুভূতি লাভ হইয়াছিল। মামা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া মনে মনে ভাবিতে ছিলেন—একি হইল? আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে নাই ত? যেমন এই ভাবনা তেমনি ঠাকুর বলিলেন—শশী যাহা দেখিয়াছ সকল সত্য, কোন সন্দেহ করিও না।

অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল আমাদের অন্যতম গুরুভ্রাতা ৺দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ দস্তিদার মহাশয়ের স্ত্রীর জীবনে। উহাও এই সুযোগে এখানে বলিয়া রাখি। গুরুভগ্নিটীর দীক্ষার কিছু দিন পরে নারায়ণপুরে ঠাকুরের কাছে একঘর লোকের মাঝে বসিয়া ভাবিতেছিলেন "ঠাকুর নাম ত দিলে, আমি উহা তোমার প্রদর্শিত প্রণালী মত করিতে পারিতেছি কিনা তাহাত বুঝিতে পারিতেছিনা।" ঠাকুর কাহা কর্তৃক, কিছুই জিজ্ঞাসিত না হইয়া অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিলেন—হাঁ, ঠিক হইতেছে—ঠিক হইতেছে। উপস্থিত গুরুভাইভগ্নিরা কিছু না বুঝিতে পারিলেও জিজ্ঞাসু গুরুভগ্নিটী বেশ বুঝিতে পারিলেন উহা তাহার উদ্দেশ্যেই বলা হইতেছে। গুরুভগ্নিটীর জিজ্ঞাসু হৃদয়ে আনন্দের বান ডাকিল—তিনি চোখের জল আর গোপন রাখিতে পারিলেন না। যথার্থ জিজ্ঞাসু হইলে তাহার উত্তর ভগবান এমন করিয়াই যোগান অন্য পক্ষে টেঁকে পয়সা না নিয়া দর জিজ্ঞাসা করিলে তদনুরূপ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে (শ্রীশ্রীগোসাই)।

(২) ১৯২২ খৃঃ একটী কার্য্য উপলক্ষে আমি ঢাকা যাই। সেখানে একটী ভদ্রলোকের নিকট ঠাকুরের সম্বন্ধে একটী কথা শুনিয়াছিলাম—ঐ ভদ্রলোকটীর পরিচয় দিতে পারিলাম না সেজন্য দুঃখিত। ঘটনাটী এইরূপ—ঠাকুরের পরিচিত একটী যুবক—তখন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়েন, একদিন অতি প্রত্যুষে তিনি শয্যা ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়েন। রাস্তায় তখনও ট্রাম চলাচল আরম্ভ হয় নাই। যুবকটী কি যেন কাহার প্রেরণায় পদব্রজে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া হাজির হইলেন, ষ্টেশনে কোন কাজ না থাকিলেও একখানি প্লাটফর্ম টিকেট করিয়া যন্ত্রবৎ একটী প্লাটফর্মে গিয়া দাঁড়াইলেন—সঙ্কল্প বিহীন। তখনই একখানি গাড়ী আসিয়া ঐ প্লাটফর্মে ইন করিল এবং ঐ গাড়ী হইতে ঠাকুর অবতরণ করিলেন। ঠাকুর ঐ যুবকটীর পূর্ব্ব পরিচিত তাই ঠাকুরকে দেখিয়া তাহার বিশেষ আনন্দ হইল ও বলা বাহুল্য তিনি ঠাকুরের গন্তব্যস্থানে যাওয়ার সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ঐ ভদ্রলোকটী তখন তথায় উপস্থিত না থাকিলে ঠাকুরকে অনেক বেগ পাইতে হইত। এলাহাবাদে শ্রীশ্রীগোসাই একদিন রাস্তার ধারে জানালার নিকট রাত তুপুরে দাঁড়াইয়া ছিলেন—ব্রহ্মচারীজীর প্রতীক্ষায়; আজ আর তিনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, রাত থাকিতেই লোক পাঠাইয়া দিলেন ষ্টেশনে যেন তুর্গামোহনের কোন অসুবিধা না হয়। গোঁসাই তোমার দয়ার অবধি নাই।

(৩) গুরুভ্রাতা ধীরেন সেনের দীক্ষা ও তাহার অসহ্য অম্লশূল বেদনার উপশম :—

ধীরেনবাবুর পিতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ও জমিদার দীনবন্ধু সেন মহাশয় মৃত্যুকালে যে সম্পত্তি রাখিয়া যান উহা মিলিত পরিবারের সুখ ও সাচ্ছন্দ্যের জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু জমিদারের ঘর, এখানে কে কাহাকে বঞ্চিত করিয়া সকলটী নিজে ভোগ করিবেন এ মনোবৃত্তিটী প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়। ধীরেনবাবুদের পরিবারেও এ অশুভ গ্রহটী দেখা দিল এবং যাহার দোষেই হউক ধীরেনবাবু পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবার মত অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি প্রতিকারের তেমন সুবিধা না করিতে পারিয়া বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। এমন সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধীরেনবাবু তাঁহার মত ভুক্তভোগী এক সুহৃৎ পাইলেন—ইনি ধীরেনবাবুরই বাল্যবন্ধু শ্রীমতিলাল ঘোষাল। পরস্পর পরস্পরের দুঃখ জানাইয়া মনের বোঝা একটু হালকা করিয়া নেয়—দুঃখের ভিতর এইটুকু সুখ দুজনেই পাইয়া আসিতেছিলেন। বিধি তাহাতে বাদ সাধিল। কার্য্য ব্যাপদেশে দুজনে হঠাৎ ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। ধীরেনবাবু মনের বেদনা জানাইবার মত বন্ধু হারাইয়া অধিকতর বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। দুই বা আড়াই বছর পরে ধীরেনবাবু আবার একদিন বরিশালের রাস্তায় মতিবাবুকে দেখিতে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হন এবং ২।৪টী বাক্যালাপ করিতেই তিনি লক্ষ্য করিলেন মতিবাবুর কি যেন একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে—তাহার কথায় আর দৈন্যের ভাব নাই—মুখে বিষাদের ছায়া নাই। ধীরেনবাবু মতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাই তোমাকে ত আর পূর্ব্বের ন্যায় বিষণ্ণ দেখিতেছি না, মনে হয় আনন্দেই আছ—কি করিয়া তোমার নষ্ট ধন উদ্ধার করিলে বলিতে হইবে। মতিবাবু উত্তর দিলেন—সত্য ভাই আমার লুপ্ত ধন কথঞ্চিত উদ্ধার হইয়াছে—ইহা অস্বীকার করা চলেনা, তবে তুমি যে ধনের কথা বলিতেছ ইহা সে ধন নয়। আমি বহুমূল্য ধন লাভ করিয়াছি গুরুকৃপা। ধীরেনবাবু ভাবিলেন, যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মাননা মণি, সে ধনটী কি? সেদিন হইতে ধীরেনবাবুর বিলাসবাসনা কমিয়া গেল, কি করিয়া সে ধনের সন্ধান পাওয়া যায়—তাহাকে সে চিন্তায় পাইয়া বসিল। ধীরেনবাবু আর মতিবাবুর পিছন ছাড়েন না। মতিবাবুকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া রাজী করাইলেন—মতিবাবু ধীরেনবাবুকে নিয়া একদিন ঠাকুরের কাছে যাবেন। এইরূপ কোন অজানা পথে তাঁহার কৃপা আসে কেহ বলিতে পারে না। ধীরেনবাবু একদিন ঠাকুরের নিকট গেলেন এবং প্রথম দর্শনেই ঠাকুরের প্রতি এমন আকৃষ্ট হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়িলেন যে ধীরেনবাবু ঠাকুরের পদপ্রান্তে তাঁহার দীক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। ঠাকুর সম্মত হইলেন ও বলিয়া দিলেন—অমুক দিন অমুক সময় উপস্থিত হইলে দীক্ষা পাইবে। ধীরেনবাবু বাল্যাবধি তাঁহাদের পরিবারে ও অন্যত্র দেখিয়া আসিয়াছেন দীক্ষাগুরু বাড়ীতে আসেন ও দীক্ষা দান কালে নূতন কাপড়, ফুল ফল, মিষ্টি দক্ষিণাদি বহু সামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত হয়—আর এখানে শুনিলেন দান আছে প্রতিদান বলিয়া কিছু নাই ; তাঁহার মন ঠাকুরে অধিকতর আকৃষ্ট হইল। যাহা হউক নির্দ্দিষ্ট দিনে যথা সময়ে তিনি ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তখন তিনি অম্লশূল বেদনায় বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন। ব্যথা নিয়াই কষ্ট করিয়া দীক্ষার জন্য আসিয়াছেন—এ ব্যথা বহু চিকিৎসাতেও যায় নাই, চিকিৎসক জবাব দিয়াছেন এ যাবার নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় দীক্ষা পাওয়া মাত্র সে বেদনা একেবারে আরাম না হইলেও অনেক উপশম হইয়া গেল। ধীরেনবাবু সে সময় হইতে মন ও শরীরে হালকা বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি এখন ভালই আছেন,—অসুখও কম হাহুতাসও কম, কিন্তু দুরন্ত ব্যাধি তাঁহাকে ছাড়িয়া অধিক দূরে গেল না। সময়ে অবসর পাইয়া ধীরেনবাবুকে অধিকতর বেগে আক্রমণ করিল, তাঁহার বিশ্বাসকে উপর্য্যুপরি ঘাত প্রতিঘাতে শিথিল করিয়া ফেলিল। ধীরেনবাবুর গুরুশক্তিতে সন্দেহ জন্মিল, কিন্তু যাবেন কোথায় —মার খেয়ে ছেলে যে মায়ের আঁচল ধরিয়াই কাঁদে। ধীরেনবাবু তখন হইতে দিন গণিতে আরম্ভ করিলেন—আবার ঠাকুরের দেখা পাওয়া যায় ত একটা কথা বুঝাপড়া করিয়া নিবেন। প্রায় ৬ মাস পরে সুযোগ আসিল, দেখা হওয়া মাত্র ঠাকুরকে বলিলেন—আপনি কি নাম দিয়াছেন—আমি যে বেদনায় পূর্ব্বের চেয়েও বেশী কষ্ট পাইতেছি—আপনার নাম আপনি ফিরাইয়া নিন। ঠাকুর সকল শুনিলেন কিন্তু ধীরেনবাবুকে কিছু না বলিয়া আমাদের গুরুভ্রাতা নিশিকান্ত বন্দ্যো-

৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাধ্যায়ের কন্যা ও গুরুভ্রাতা শ্রীমতিলাল ঘোষালের স্ত্রী দুলারাণীকে (এই গুরুভগ্নিটী ঠাকুর যখন হিরালাল সাহা মহাশয়ের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিলেন ঠাকুরকে যে সেবা করিয়াছিলেন উহা শুধু প্রশংসনীয় নয়—অনুকরণ যোগ্য) ডাকিয়া বলিলেন—দুলারাণী তোমাদের ঘরে পুরাণ তেঁতুল আছে? পুরাণ তেঁতুল থাকে ত, পুরাণ তেঁতুল, আখের গুড় ও সৈন্ধব লবণ দিয়া এক গ্লাস সরবৎ করিয়া নিয়া আস। ধীরেনবাবু বুঝিলেন এই ঔষধের কথা তাঁহারই উদ্দেশে বলা হইতেছে। তখন তিনি ভাবিলেন আমি ঔষধ কেন, ঔষধের বাবা কবিরাজের শ্রাদ্ধ দেখিয়াছি, পুরাণ তেঁতুলে আমার কি উপশম হইবে? যাহা হউক যখন সরবৎ তৈয়ারী হইয়া আসিল ধীরেনবাবু আর না করিতে পারিলেন না। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক গ্লাসটী হাতে নিয়া সরবৎ পান করিলেন। পান করামাত্র যে বেদনার উপশম হইল উহা আর কখনও ফিরিয়া আসে নাই। সরবতের অনুকম্পায় বা মানুষের অনুকম্পায় ধীরেনবাবু নিরাময় হইলেন সে কথা বলিবার ভার আমি তাঁহার উপর ন্যস্ত করিলাম।

এখানে একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, উহা এই ঘটনার একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ। ধীরেনবাবু যখন দীক্ষা পান, তখন তিনি সেখানে সদ্‌গুরু নানক সাহেবকে দেখিতে পাইয়া ঠাকুরকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ঠাকুর উত্তরে বলিয়াছিলেন আমার গুরুদেবের গুরুদেব নানকপন্থী ছিলেন। সদ্‌গুরু নানক তোমাকে দয়া করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন। এরূপ ঠাকুরের দীক্ষাদান কালে কেহ বুদ্ধদেব, কেহ রাধারাণী, কেহ নানক সাহেব বা নানা দেব-দেবীর আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

(৫) আমাদের ঠাকুরের অন্নদাপূতির ভ্রাতুষ্পুত্র বাঁকীপুর কলেজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রফেসার প্রমদা সেন শ্রীশ্রীগোঁসাই পরিপন্থী না হইলেও অনুকুল পন্থী ছিলেন না বলিয়া অনেকে জানিতেন, কিন্তু শ্রীশ্রীগোসাই যে দল বেদলের বাহিরে ছিলেন—তুমি তাঁহাকে আদর কর বা কলসির কানাই মার প্রেম দিবেনই। প্রমদাবাবু একদিন রাতের বেলায় জাগ্রত অবস্থায় দেখিলেন দালানের কতকগুলি সোজাসোজি রুদ্ধ দরজা সহসা খুলিয়া গেল এবং ঐ মুক্ত দরজার ভিতর দিয়া এক ঝলক আলোক আসিয়া ঘরগুলি আলোকিত করিয়া ফেলিল। আলোর ভিতর প্রকাশ পাইলেন শ্রীশ্রীগোসাই ও তাঁহার পশ্চাতে ঠাকুর। প্রমদাবাবু দীক্ষা পাইলেন। নাম শ্রীশ্রীগোসাই দিয়াছিলেন বা ঠাকুর দিয়াছিলেন সঠিক বলিতে পারিলাম না, তবে স্থূলভাবে যাহা কিছু পাওয়ার তিনি ঠাকুরের নিকট পাইয়াছিলেন ও ঠাকুরকেই তিনি গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। এখানে প্রমদাবাবুর স্ত্রীর দীক্ষার ঘটনাও উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রমদাবাবুর বিবাহ হয় তাঁহার দীক্ষার পরে। প্রমদাবাবুর স্ত্রীও আমাদের ঠাকুরের নিকট দীক্ষা পান। যখন তাঁহার দীক্ষা হয় তখন তিনি অল্প বয়স্কা বধূ ছিলেন তাই তাঁহার দীক্ষা কালে তাঁহার বড় জা দীক্ষাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। প্রমদাবাবুর স্ত্রীর দীক্ষা প্রাপ্তির পর বড় জা ছোট জাকে স্পর্শ করা মাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। পাঠক একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন শ্রীশ্রীগোসাই ও তাঁহার শিষ্যদের দীক্ষা দানের বৈশিষ্ট্য কোথায়।

(৬) আদান প্রদানের সর্ব্বত্র দুটী দিক থাকে—দাতা ও গ্রহীতা, কিন্তু ঠাকুরের দীক্ষা দান বিষয়ে আরও একটী দিক ছিল। সেটী শ্রীশ্রীগোসাই বা যোগমায়া ঠাকুরাণীর আদেশ—যাহা আমাদের সাধনার বৈশিষ্ট্য বলিয়া এই মাত্র উল্লেখ করা হইল। দীক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে উহার তৃতীয় দিকটা কতকটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরোক্ষে কাজ করিয়াছে—অথবা উহা ঠাকুরেরই গোচরীভূত হইয়াছে, গ্রহীতার গোচরীভূত হইলেও সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন না। তাই এখন এমন একটী ঘটনার উল্লেখ করিব যাহাতে গ্রহীতা সম্পূর্ণ সচেতন সুতরাং বিগতসন্দেহ। সুরেন ঘোষাল ও তদীয় অনুজ রসময় ঘোষাল দুজনেই আমাদের গুরুভ্রাতা ও তাঁহাদের মাতা আমাদের ঠাকুরের গুরুভগ্নি। এই গুরুভগ্নিটী একদিন ঠাকুরকে তাঁহাদের বাড়ীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন, ঠাকুর তাঁহাদের বাড়ী উপস্থিত হইলে তিনি ঠাকুরকে বলিলেন—দাদা, আমার ছেলে দুটীকে আপনার নাম দিতে হইবে। ঠাকুর বলিলেন—আমি গুরু গোঁসাইর কোন আদেশ পাই নাই। গুরুভগ্নিটী বলিলেন—মাতা ঠাকুরাণী কাল প্রকাশ পাইয়া আমাকে আপনার নিকট ছেলেদের দীক্ষা নেওয়ায় আদেশ করিয়া গেলেন; চলুন ঠাকুর ঘরে, আপনিও নিশ্চয় আদেশ পাবেন, কিন্তু একটী সর্ত্ত—মাতা ঠাকুরাণী যে নাম দিয়া গেলেন ঐ নামই দিতে হইবে—অন্য নাম নয়। এই বলিয়া গুরুভগ্নিটী ঠাকুরকে তাঁহার ভজন কুটীরে নিয়া গেলেন। অন্যদিকে যোগমায়া দেবী-দত্ত নাম দুটী কাগজে লিখিয়া ছেলে দুটীর টেকে গুজিয়া দিয়া বলিয়া গেলেন—দীক্ষা পাওয়ার পর টেকের কাগজ খুলিয়া দেখিয়া নিবি দীক্ষা প্রাপ্ত নাম ও কাগজে লিখা নাম একই নাম কি না? ঠাকুরের গুরুভগ্নি বোধহয় মনে করিলেন পাছে ছেলেদের মনে কোন সন্দেহ জাগে, মাকে কোন অনুযোগ দেয় তাই এমন কিছু করা দরকার যাহাতে ছেলেরা চিরজীবন মনে রাখে এ নাম শুধু নাম নয়—শক্তিযুক্ত নাম, জীবন্ত নাম জীবন্ত মানুষের নিকট পাওয়া। ইহার পিছনে পিসিমাতার অন্য একটী অভিপ্রায়ও থাকিতে পারে এবং তৎকালে ঐ জিনিষটীর বিশেষ দরকারও হইয়া পড়িয়াছিল—ঝি ঠেঙ্গাইয়া বৌকে শিক্ষা দেওয়া। যাহা হউক, ঠাকুর ভজন কুটীরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইয়া নাম ও নামদাতার আদেশ দুইই পাইলেন। গুরুভ্রাতাদ্বয় দীক্ষা পাওয়ার পর মাতার আদেশ ক্রমে টেকের কাগজ বাহির করিয়া দেখিলেন মাতার লিখিত ও ঠাকুরের প্রদত্ত নাম দুটীই এক, তবে একটী মৃন্ময় ও অপরটী চিন্ময়। মাতা ও পুত্রদ্বয়ের আনন্দের সীমা রহিল না।

(৭) উপরে যে কয়টী ঘটনার উল্লেখ করা হইল উহার প্রত্যেকটীই সাক্ষ্য দিতেছে যে, শ্রীশ্রীগোসাই বা যোগমায়া দেবীর আদেশ ব্যতীত ঠাকুর কোথায়ও দীক্ষা দান করেন নাই। এখন এমন একটী ঘটনার উল্লেখ করিব যাহা ঐ সাক্ষ্যই দেয় কিন্তু অন্যভাবে। জ্যামিতির কতকগুলি সিদ্ধান্ত আছে এটা হতে পারে না, ওটা হতে পারে না সুতরাং সেটা হইতে বাধ্য, সম্পাদিত :সিদ্ধান্ত। ঠিক সেইরূপ। ঠাকুরের গুরুভ্রাতা লক্ষ্মীকান্ত সেন মহাশয়ের ঠাকুর সম্বন্ধে একটী বিশেষ উচ্চ ধারণা ছিল—সামর্থী গুরু বলিয়া, তাই তিনি ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন তাঁহার পরিবারস্থ অন্যান্য ছেলেমেয়েদিগকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য। ঠাকুর বন্ধুর অনুরোধ রাখিতে পারিলেন না। দুঃখের সহিত জানাইলেন যে তিনি তাঁহার গুরুদেবের কোন আদেশ পান নাই—তিনি এ বিষয়ে অপারক। লক্ষ্মীবাবু প্রিয় সুহৃৎকে উপর্য্যুপরি অনুরোধ করিয়াও সম্মত করাইতে না পারিয়া ছেলেমেয়েদের দীক্ষা দেওয়াইলেন গিরি মহারাজের নিকট। লক্ষ্মীবাবু তাই গুরুভাইর গর্ব্ব করিয়া বলিতেন দুর্গামোহনের কথা পাষাণের লিখা।

(৮) আমাদের একটী গুরুভ্রাতা কখন কখন দুর্দ্দমনীয় কামের বেগে এত অস্থির হইয়া পড়িতেন যে, তাহার শরীরের নিম্নাংশ অবশ হইয়া যাইত, উহাতে কোন বোধশক্তি থাকিত না। গুরুভ্রাতাটী উহা আর সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন ঠাকুরের নিকট তাহার দুঃখের কথা অকপটে নিবেদন করিলেন। গুরুভ্রাতাটীর বেদনা ঠাকুরকে স্পর্শ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিল। তাঁহার চোখ দুইটী ছল ছল করিয়া উঠিল। সেই দিন হইতে গুরুভ্রাতাটী নিরাময় হইয়া গেলেন, কিন্তু ঠাকুরের গৌর বর্ণ সাময়িক ভাবে কালো হইয়া গেল। ঠাকুর এই গুরুভ্রাতাটীকে মাত্র এই কথাটী বলিয়া দিয়াছিলেন—যথাসম্ভব পদাঙ্গুষ্ঠের দিকে দৃষ্টি রাখিবে, কোন মেয়েছেলের মুখের দিকে তাকাবে না। আমরা দেখিয়াছি ঐ গুরু-ভ্রাতাটী পদাঙ্গুষ্ঠের দিকে তাকাইয়া চলিতে চলিতে তাহার ঘাড় বাঁকাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ধন্য গুরুদেব তোমার করুণার বলিহারী যাই—আর ধন্য তোমার ভক্ত, যে জন তোমার আজ্ঞা এইরূপ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিবার চেষ্টা করে।

(৯) ভারুকাঠি ঠাকুরের বাড়ী নারায়ণপুরের পার্শ্বস্থ গ্রাম। তত্রত্য মুসলমান জমিদার ও সবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কুটি মিয়ার একটী অল্পবয়স্কা বিধবা ভগ্নি ছিলেন। তিনি পতি বিয়োগের পর আর দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করেন নাই ও হিন্দু বিধবার ন্যায় নিরামিষ ভোজী ছিলেন। একটী মুসলমান ফকির ঠাকুরের নিকট ভগবদ্ প্রসঙ্গ করিতে আসিতেন। ঠাকুরের ৮টী ভাষায় অধিকার ছিল যথা—বাংলা, সংস্কৃত, পালি, ইংরাজী, আরবী, হিন্দী, গুরুমুখী ও উড়িয়া। ঠাকুর যখন কোরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন তখন ফকির সাহেব বিশেষ আনন্দ পাই-তেন। এই ফকির সাহেবের ঐ মহিলাটীর নিকটও আসা যাওয়া ছিল। ফকির সাহেব প্রমুখাৎ ঐ ভদ্রমহিলা ঠাকুরের সাধন ভজন ইত্যাদির কথা শুনিয়া একদিন আপদমস্তক বস্ত্রে আবৃত করিয়া ঠাকুরের নিকট চলিয়া আসিলেন—ধর্ম্মের টান যে সকল টানের বড়—কুল, সমাজ, জাতি, বর্ণ, বর্ণ ধর্ম্ম যে তখন খাট হইয়া পড়ে—কেননা ধর্ম্ম বলিতে শুধু এক ভগবানকেই বুঝায়। ভদ্রমহিলা ঠাকুরের নিকট আসিয়া দেখিলেন শ্রীশ্রীগোসাইর পটমূর্ত্তি—তাঁহার আনন্দ যে আর ধরেনা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোরখাটী একটী টানে খুলিয়া উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। একটু পরে ঠাকুর উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশ্রীগোসাইর পটমূর্ত্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—ইনিই ত আমাকে সূক্ষ্ম শরীরে দীক্ষা দিয়াছেন, আপনি যে আমার গুরুভাই—প্রিয় ও আত্মীয় আপনার নিকট আমার লজ্জা কি জন্য। জয় গোঁসাই, তুমি যে কোথাও বাদ দেও নাই, কাহাকেও বঞ্চিত কর নাই—ভক্তের জয়ডঙ্কাও তুমি বাজাইয়া ফিরিতেছ।

(১০) আমাদের একটী গুরুভগ্নী বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে নানা অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার সকল অশান্তির ভিতর বড় অশান্তি ছিল স্বামীর ঔদাসীন্য। মেয়েরা তাহাদের সকল দুঃখ ভুলিয়া থাকিতে পারে যদি সে দুঃখের ভিতর স্বামীর একটু সহানুভূতি আছে বুঝিতে পারে। গুরুভগ্নির সে দিকটার যে অভাব। এ অবস্থায় স্বামীর চাকুরী স্থল হইতে স্বামীর একখানা চিঠি আসিল। গুরুভগ্নিটী স্বামীর চিঠিখানা খুলিয়া আগ্রহের সহিত পড়িতে বসিলেন কিন্তু চিঠি পড়িতে পড়িতে মুখে দেখা দিল আগ্রহের পরিবর্ত্তে উদ্বেগের চিহ্ন। স্বামীর চিঠিতে সান্ত্বনা নাই, আছে অনুযোগ। কি করিবেন, কি করিয়া ব্যথা জুড়াইবেন আর ভাবিতে না পারিয়া ঐ চিঠিখানা পাঠাইয়া দিলেন ঠাকুরের নিকট। মরমী গুরু তাঁহার মরমের বেদনা টের পাইলেন। এদিকে স্বামী পত্র লিখিয়াও তাহার সকল ঝাল মিটাইতে পারেন নাই মনে করিয়া কর্ম্মস্থল হইতে রওনা দিলেন তাঁহার বাড়ীর দিকে। পথে চিন্তা করিতে লাগিলেন স্ত্রীকে এবার তিনি সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার পথ দেখাইয়া দিবেন ও নিজের পথ তিনি নিজেই দেখিবেন, কেননা উভয়ের জীবন যাত্রার পথ ভিন্ন। কিন্তু যেখানে দুটী পথ কেন সহস্র বিপরীত পথ মিলিত হওয়া সম্ভব, সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন করুণাময় গুরুদেব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুভ্রাতাটী দেখিলেন পথের মাঝে দাঁড়াইয়া তাঁহার গুরুদেব বলিতেছেন —ছিঃ, তুমি এ কি করিতেছ ? তুমি ভুল বুঝিয়াছ। স্ত্রীকে ঐরূপ পত্র লিখিয়া ভুল করিয়াছ। কাহারও প্রাণে বেদনা দিয়া সুখময়কে পাইবেনা। গুরুভ্রাতাটী লজ্জিত হইলেন, সাত পাঁচ ভাবনা নিয়া বাড়ী আসিলেন। পূর্ব্বাহ্ণে কিছু না জানাইয়া স্বামী হঠাৎ বাড়ী আসাতে গুরুভগ্নিটী অধিকতর অনর্থের আশঙ্কায় বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, কিন্তু অল্পকালের ভিতর তাঁহার সে আশঙ্কা তিরোহিত হইল। পিসি-মাতা কুসুম কুমারী গুহঠাকুরতা শ্রীশ্রীগোসাইকে নিবেদন করিয়াছিলেন ক্ষুধা—শ্রীশ্রীগোসাই পুকুরের জলের উপর দাঁড়াইয়া উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখানে আমাদের গুরুভগ্নি ঠাকুরকে নিবেদন করিয়াছিলেন তাঁহার মনোবেদনা, ঠাকুর গ্রহণ করিলেন লুকাইয়া গুজাইয়া নয়—পথের মাঝে দাঁড়াইয়া। তাই মনে হয়—শ্রীশ্রীগোসাই শিষ্যের ভিতর দিয়া এখনও লীলা করিয়া যাইতেছেন—

এখনও সে নিত্য লীলা করিছে বিজয়
অনুগত ভক্তজন দেখিবারে পায়।

(১১) ঠাকুর এক সময় বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়েন, উঠিয়া আসনে আর বসিতে পারেন না। সাধনে বিঘ্ন হইতেছে মনে করিয়া একটী হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন। অমনি ৬টী রোগের মূর্ত্তি তাঁহার শরীর হইতে বাহির হইয়া সামনে দাঁড়াইয়া পড়িল—ন যযৌ ন তস্থৌ। তখন তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া ঠাকুরের দয়া হইল। তিনি বলিলেন— আচ্ছা তোমাদের যাইতে হইবে না। একটীর পর একটী তোমরা আমাকে ভোগ করিতে পার—আমার সাধনে যেন ব্যাঘাত না হয়। অতিথিরা তাহাতেই রাজী হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১২) ব্যাধির মত অনেক মৃতের আত্মা আসিয়াও ঠাকুরের নিকট তাহাদের দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়াছে। ঠাকুরও তাহাদের সদ্গতির ব্যবস্থার জন্ত মৃতাত্মার আত্মীয় স্বজনকে বলিয়া দিয়াছেন বা কোথাও নিজেই পিণ্ডদান করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিতে চাই।

ঠাকুর তখন আমাদের গুরুভ্রাতা ৺মহেন্দ্র কুমার দত্ত মহাশয়ের কাউনিয়ার বাসায় আছেন। এই বাসার পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ৩দিকে ৩খানি বসত ঘর। উত্তরে একখানা ছোট ঘর, এখানে বসিয়া মামা মহেন্দ্র দত্ত প্রাণায়াম ও নাম করিতেন। এই ঘরখানির কাছে পূর্ব্ব উত্তর দিকে একটী খেজুর গাছ ছিল। পূবের ভিটির ঘরের দক্ষিণ দিকে একখানি ছোট বৈঠকখানা ছিল। ঠাকুর সে ঘরের বাড়ীর ভিতরের দিকের দরজাটা বন্ধ করিয়া আসনে বসিয়া আছেন—দুপুরবেলা, একটু একটু বর্ষা হইতেছিল। ঠাকুরের আসন হইতে বাড়ীর ভিতরের কিছুই দেখা যায় না; কিন্তু ঠাকুর ঐখানে থাকিয়াই দেখিতে পাইলেন পূর্ব্বোক্ত খেজুর গাছের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল একটী মৃতের আত্মা। ঐ আত্মাটী বাড়ীর ভিতরের উঠান পার হইয়া আসিল ঠাকুরের ঘরের দরজার কাছে। তারপর দরজার (হোগলের বেড়া, হোগলের দরজা) ফাঁক দিয়া বার বার উকি মারিতে লাগিল—মলিন বেশ, সকল শরীর ভিজা, তাহার চোখে বড়ই উদ্বেগের চিহ্ন—কি যেন চায়। ঠাকুর ঐ চেহারার বিবরণ দিয়া মহেন্দ্র মামাকে সকল বলিলেন। মামা ঠাকুরের কথা শুনিয়া বলিলেন ঐ ছেলেটী তাঁহার পুকুরের পূব দিকের একটী বাসার ছেলে—ঐ পুকুরে পড়িয়া মারা গিয়াছে। ঠাকুর মহেন্দ্র মামার মারফৎ এ ছেলেটীর বাবাকে ছেলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য পিণ্ড দেওয়ার কথা বলিয়া পাঠাইলেন। এইরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় নয় এবং উহা কাহারও উপকারে আসিবে না মনে করিয়া আর লিখা আবশ্যক বোধ করিলাম না।

(১২) শাসন

শ্রীশ্রীগোসাইগোষ্ঠীর অনুশাসন সকলেরই এক ছাঁচের। তাই ঠাকুরের অনুশাসন সম্বন্ধে না বলিয়া ২।১টী শাসনের কথাই বলা যাক—

এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ অন্তরে।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হৈয়া তিরস্কার করে॥

* * * *

শুনি সনাতন পায়ে ধরি প্রভুকে কহিল।
জগদানন্দের সৌভাগ্য আমি যে জানিল॥

চৈঃ চঃ অন্ত ৪পঃ

জগদানন্দের মত সৌভাগ্য আমাদের গুরুভ্রাতাদের ভিতর কাহার কাহার লাভ হইয়াছে, তাহারই সামান্ত দু একটী কথা মাত্র বলিব, কেননা সে সৌভাগ্যের কথা নিজ নিজ মুখে বলিলে মানায় ভাল।

(১) ঠাকুর একদিন শশীমামাকে ৮৲ টাকা দিয়া বলিলেন— তুমি যেয়ে বানরীপাড়ার বাজার হইতে একখানি মশারি কিনিয়া নিয়া আস--৮৲র বেশী খরচ করিবে না। মামা বাজারে গিয়া দেখিলেন আর ২টী টাকা বেশী খরচ করিলে জিনিষটী পয়সার অনুপাতে অনেক ভাল হয়। তিনি ১০৲য় একখানি মশারি কিনিয়া বাড়ী ফিরিলেন— বুঝিলেন না কোথায় তাহার ভুল হইয়া গেল। ঠাকুরকে মশারি খানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখাইয়া মূল্যের কথা বলিলেন। ঠাকুর শুনিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন ও বলিলেন—বরাবরই এই খামখেয়ালি করিয়া যাইতেছ—তাই বার বার ভুগিয়াও যাইতেছ। এবার মামার চেতনা আসিল—আমি আসিয়াছি এখানে মাত্র কয়েকদিন হইল; এখানে ঠাকুরের বারবার কথাটী বলার উদ্দেশ্য কি? তখন তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন যে খামখেয়ালির কথা ঠাকুর বলিলেন উহা শুধু এ জীবনের কথা নয় পূর্ব্ব জীবনেরও। গুরুর আদেশ পালন করিতে হয় অক্ষরে অক্ষরে—নিজের অস্তিত্ব বিচার বুদ্ধি তাঁহাতে অর্পণ করিয়া।

(২) মাখনবাবু একদিন রান্নার কাঠ কিনিতে যাইয়া পূজ্যপাদ শ্রীধর ঘোষ যেমন জগন্নাথ মন্দিরে ছড়িদারদের সাথে ঝগড়া করিয়া আসিয়াছিলেন, তদ্রূপ কাঠ বিক্রেতার সাথে ঝগড়া করিয়া আসেন। ঠাকুর তাহাকে রেহাই দিলেন না—তাঁহাকে যে মাটি দিয়া প্রতিমা গড়িতে হইবে, একটু অসাবধানতায় সকল নষ্ট হইতে পারে—আদেশ করিলেন মাখন কাঠ বিক্রেতার নিকট যাইয়া মাপ চাহিয়া আস। মাখনবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া কাঠ বিক্রেতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহার পর অব্যাহতি পাইলেন। যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি এই দৃশ্যটি নাকি বড়ই উপভোগ্য হইয়াছিল।

(৩) সময় অনুবর্ত্তিতার দিকেও ঠাকুরের বিশেষ কড়া নজর ছিল। কোথাও হয়ত ভাগবত পাঠ করিতে গিয়া দেখিলেন সময়মত শ্রোতারা উপস্থিত হন নাই, যাহারা উপস্থিত হইয়াছেন তাহারাও মনোযোগ দিতেছেন না। তখন ২।১টী বার অনুরোধ করিয়াও তাহাদের মন সে দিকে আকর্ষণ করিতে না পারিলে বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া পুস্তকখানি হাতে করিয়া ঠাকুর চলিয়া আসিতেন এবং একবার আসন ত্যাগ করিলে তাঁহাকে আবার সে আসনে বসানর মত ক্ষমতা কাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইত না। এই সময়-অনুবর্ত্তিতা ও স্পষ্টবাদিতার জন্য তিনি কখন কখন প্রিয় বন্ধুদেরও অপ্রিয় হইয়াছেন। কিন্তু সেজন্য তিনি তাঁহার নীতির বাহিরে কখন যান নাই। এই সময়-অনুবর্ত্তিতা রক্ষা করিতে না পারায় মাখমবাবু ঠাকুর কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন মাখম! সাবধান; সাধন ভজনের, ঠাকুর সেবা, আরতি ইত্যাদির নির্দ্দিষ্ট সময় রাখিবে, উহা রক্ষা না করিলে অবশ্য দণ্ড ভোগ করিতে হইবে—এ কথাটি মনে রাখিও। ঠাকুর দীর্ঘ দিবস নারায়ণপুর হইতে পায় হাটিয়া আসিয়া ৩।৪ মাইল দূরবর্ত্তী বানরীপাড়া স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছেন কিন্তু কি শীত, কি বর্ষা, কি গ্রীষ্ম কোন দিনই স্কুলে পৌছিতে ১ মিনিটও বিলম্ব করেন নাই।

(৪) মাখমবাবু বা শশীমামার মত সৌভাগ্য লাভ আমার কখনও হয় নাই। তবে যে সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল উহাই এখানে বলিতে চেষ্টা করিব। জীবনে অনেক সময় অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এ পাপ কার্য্য আর করিব না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারি নাই—সে পাপাচরণে আবার ব্রতী হইয়াছি, ঠাকুরের নিকট অকপটে পাপের পঁচা ঘার বিষয় ব্যক্ত করার সাহসও ছিল না, যন্ত্রণাও আর সহ্য করিতে পারিতে ছিলাম না—পাপে লাঞ্ছিত জীবনে বীতরাগ হইয়া আসিল। এমন সময় একদিন গ্রীষ্মের দুপুর রৌদ্রে ৪ মাইল হাঁটিয়া ঠাকুরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। যাওয়া মাত্র ঠাকুর বলিলেন—বস। ঠাকুরের ঐ একটী কথায় আমি পথের কষ্ট ভুলিয়া গেলাম। ঠাকুরের আসন তখন ঘরের পশ্চিম বারান্দায় কতগুলি তক্তার উপর বিছান ছিল—আমি আসন ঘেসিয়া তক্তার উপর বসিয়া পড়িলাম। মন ভারাক্রান্ত, চুপ করিয়া বসিয়া আছি। ইহার ভিতর ঠাকুর এক চাহনিতে আমার পঁচা ঘা লক্ষ্য করিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর একের পর আর বলিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতে বলিয়া ফেলিলেন—তোমার ত এক ফোটা প্রস্রাব করারও শক্তি নাই—ইচ্ছা করিলেই মরিতে পার? কখন না। তোমার জীবন অন্য কাহা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে জানিবে। তখন আমার দৃষ্টি পড়িল আমি গুরুদেবের সাথে এক আসনে বসিয়া আছি কিন্তু নামিয়া বসিবার মত ক্ষমতাও আমার তখন ছিল না—মনে হইল আমি যেন তাঁহারই হাতের পুতুল। দীন দয়াল গুরুদেব! সে দিন যে আশা ও নির্ভরতায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিলে, ঐ আশা ও নির্ভরতা হইতে যেন কখন বঞ্চিত না হই—এই প্রার্থনা।

যাহা হউক, সে দিন আমি যে মন নিয়া গিয়াছিলাম উহা বড়ই কুৎসিত ছিল; সে মন নিয়া সাধনের কোন স্তরেরই চিন্তা করা চলেনা কিন্তু ঠাকুর আমার মনকে ধুইয়া মুছিয়া রং করাইয়া দিলেন এবং ঐ দিনের মত শেষ কথা শুনাইয়া দিলেন—

যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়! দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্‌ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ।।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩১।১৯

রাসে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করিলে গোপীগণ রোদন করিতে করিতে বলিলেন, হে প্রাণাধিক, তোমার যে শ্রীচরণে বিন্দুমাত্র ব্যথা লাগিবার ভয়ে আমরা উহা আমাদের সুজাত স্তনের উপর সন্তর্পণে ধারণ করিতাম তুমি সেই কোমল চরণে এখন ভ্রমণ করিয়া বনের প্রস্তর কণ্টকাদিতে কি ব্যথিত হইতেছ না?

ঠাকুরের মুখে এই শ্লোক ও তাহার বাংলা ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসংযত মন তৎকালে শান্ত ও স্নিগ্ধ হইয়া গেল। তাই মনে হয় ঠাকুর, আমার অপরাধের দ্বিগুণ তোমার ক্ষমা, ইহা বলিলেও তোমার অপরিমেয় দয়াকে খর্ব্ব করা হয়। ঠাকুর তখন না বলিলেও আমি এখন বুঝি—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃনুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্য চিরেন ধীরঃ।

৪০
ভাঃ ১০।৩৩।১২

ব্রজ গোপীগণের সহ শ্রীকৃষ্ণের এই রাসক্রীড়া যিনি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তিনি অবিলম্বে ধৈর্য্য লাভ করিয়া হৃদয়ের রোগ স্বরূপ কামকে শীঘ্রই বিদূরিত করেন।

(১৩) নানা কথা ও গুরুভ্রাতাগণ ঠাকুরকে কি চক্ষে দেখিতেন

(১) ঠাকুরের গুরুভ্রাতা ভক্তিযোগ প্রণেতা অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয়ের গাম্ভীর্য্যের কথা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। অশ্বিনীবাবু অগাধ জলের মীন ছিলেন—নিজের ধর্ম্ম জীবন সম্বন্ধে কাহার নিকট সহজে কিছু প্রকাশ করিতেন না। তিনি তাঁহার বহির্বাটীতে শ্রীশ্রীগোসাইর একখানা ফটো পর্য্যন্ত রাখিতেন না। কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতেন শ্রীশ্রীগোসাইর ফটো আমি গৃহ সাজাইবার আসবাব হিসাবে ঘরে রাখা আবশ্যক মনে করিনা। এই অশ্বিনীবাবু সত্য শীল মহাশয়ের কাঠিয়া কুটীরে সুযোগ পাইলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরের সঙ্গ করিতে যাইতেন। ঠাকুরও কথাবার্ত্তা বা কখন ভজন কীর্ত্তন শুনাইয়া তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। ঠাকুরের কণ্ঠে এক অপূর্ব্ব মাদকতা ছিল, উহা আপনারা ১৩৫৩ সনের শ্রাবণ মাসের মন্দিরে ঢাকার শেষ ধূলট প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই টের পাইয়াছেন। ঠাকুর একদিন তাঁহার একতারা বাজাইয়া গান ধরিলেন—

যমুনে তোমারই তীরে শ্যাম আমার বাঁশী বাজাত
শুনে অপূর্ব্ব মুরলী ধ্বনি গোকুল রমণী
তোমার তীরে ছুটিয়া আসিত।
মোর নয়ত হিয়া পাষাণ
তোর ত তরল প্রাণ
না হেরে সেই চাঁদ বয়ান
তুই কেমনে আছ জীবিত।।

অশ্বিনীবাবুর মত গম্ভীর লোক ঐ গানটী শুনিয়া কাঁদিয়া ভাসিয়া গেলেন এবং ইহার পর ঠাকুরের সাথে দেখা হইলেই অশ্বিনীবাবু অনুরোধ করিতেন পণ্ডিতজী আর একবারটী শুনান—

না হেরে সেই চাঁদ বয়ান
তুই কেমনে আছ জীবিত।

অশ্বিনীবাবুর "এই আর একবারটী" জীবনে আর কখন শেষ হয় নাই।

ঠাকুর যখন বগুড়া অঞ্চলে হিরালাল সাহা মহাশয়ের ভাড়াটিয়া বাসায় ছিলেন, তখন তিনি তাঁহার দুই ছেলে শ্রীগোপালগোবিন্দ ও শ্রীতীর্থরঞ্জন, শিষ্য ৺জনার্দ্দন বসু, শ্রীনলিনীকান্ত দত্ত, ক্ষীরোদ মাষ্টার,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশশী কুমার দত্ত—ইহাদিগকে ২।৩বার ১লা বৈশাখ অশ্বিনীবাবুকে ভজন শুনাইবার জন্য তাঁহার বাসায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অশ্বিনীবাবু তাঁহাদের কণ্ঠে ঠাকুরের কণ্ঠই শ্রবণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেন ও পণ্ডিতজীর আশ্রিত জনকে মিষ্টি মুখ না করাইয়া ছাড়িয়া দিতেন না এবং বিদায় কালে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন—তোমাদের জীবন কীর্ত্তনময় হউক।

(২) অশ্বিনীবাবু ও ঠাকুরের প্রণয় বন্ধন কত বনিয়াদি ও দৃঢ় ছিল, তাহারই একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। এ ঘটানাটী অবশ্য পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। বরিশাল জিলার দক্ষিণাঞ্চলে বঙ্গোপ-সাগরের অনতিদূরে চিক্‌নিকান্দি বলিয়া একটী জায়গা আছে। ঐ জায়গাটী অশ্বিনীবাবুর জমীদারী ভুক্ত। ঠাকুরেরও ঐ স্থানে অল্প কিছু ভুসম্পত্তি ছিল। ঘটনাক্রমে অশ্বিনীবাবু ও ঠাকুর উভয়ে একটি বছর একই সময় তথায় উপস্থিত হন। অশ্বিনীবাবু জমিদার সুতরাং তাঁহার গ্রিনবোট সুসজ্জিত ও সুরুচি সম্মত। ঠাকুর সামান্ত ভুসম্পত্তির মালিক —এক মাঝির একখানি ডিঙ্গি; রুচির সেখানে কথাই নাই। অশ্বিনী-বাবু জমিদারী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন, নদীর তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন ঠাকুরকে তাঁহার ডিঙ্গি নৌকায় দেখিতে পাইয়া বলিলেন—আপনি এখানে আছেন? এতদিন আমার সাথে দেখা করেন নাই কেন? জমিদার সাধারণতঃ প্রজা শোষক হয় এই ধারণা নিয়া ঠাকুর অকুতোভয়ে অশ্বিনীবাবুকে বলিয়া ফেলিলেন—আপনি পাঁঠার মাথা খাবার অভ্যাস ছাড়িয়াছেন বটে, এখন মানুষের মাথা খাবেন আর কি! আপনার সাথে দেখা করিতে যাওয়ার আমার ত কোন দরকার নাই। ঠাকুরের এই রূঢ় ও স্পষ্ট বাক্য শুনিয়া গুণগ্রাহী অশ্বিনীবাবু একটুও বিচলিত হইলেন না। তিনি ঠাকুরকে তাঁহার গ্রিনবোটে নিয়া গিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একখানি তালিকা বাহির করিয়া কি কি পাওনার মুলতুবি করিয়া দিয়া খাতককে অব্যাহতি দিয়াছেন, উহা দেখাইলেন। ঠাকুর উহা দেখিয়া তাঁহার হঠকারিতার জন্য লজ্জিত হইলেন কিন্তু গুণগ্রাহী অশ্বিনীবাবু ঐ শিক্ষাটী তাঁহার রোজনামচাতে টুকিয়া রাখিলেন এবং বহু বৎসর পরে ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীতীর্থরঞ্জনকে এবং অন্য একদিন গুরুভ্রাতা শ্রীশশী কুমার দত্ত মহাশয়কে দেখাইয়া হিতাকাঙ্ক্ষী গুরুভাইর গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন—

ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ ॥

চৈ চঃ।ম।৩প।১৯প

(৩) ঠাকুরের গুরুভ্রাতা জমিদার দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রভৃত ধনশালী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন (শ্রীশ্রীসদগুরুসঙ্গে ইহার পরিচয় আপনারা পূর্ব্বেই পাইয়াছেন) তিনি ঠাকুরকে বড় ভালবাসিতেন। ঠাকুর যখনই বরিশাল যাইতেন, দেবকুমারবাবু বরিশালে থাকিলে ঠাকুরের সঙ্গে অবশ্য অবশ্য দেখা করিতে আসিতেন—সে ধনী বা দীনের কুটীর যাহাই হউক না কেন। ঠাকুর একবার বরিশাল ষ্টিমারে কোথাও যাইতেছিলেন —৩য় শ্রেণীর যাত্রী হইয়া, দৈবক্রমে দেবকুমারবাবু ঐ দিন ঐ ষ্টিমারে যাত্রী ছিলেন—১ম শ্রেণীর। দেবকুমারবাবু তাঁহার কেবিনে থাকিয়া যখন জানিলেন ঠাকুরও ঐ ষ্টিমারে আছেন দেবকুমারবাবু তখনই কেবিন ছাড়িয়া ঠাকুরের সাথে ৩য় শ্রেণীতে আসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। ভগবদ্ প্রসঙ্গে উভয়ে অশ্রুপ্লুত হইতে লাগিলেন। ষ্টিমারের লোকে ভীড় করিয়া তাঁহাদের ঘিরিয়া নরোত্তমবাঞ্ছিত বন্ধুত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইল। ঠাকুর ও দেবকুমারবাবু এমনই তন্ময় হইয়াছিলেন

৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে, উহাতে তাঁহাদের ভ্রুক্ষেপও ছিল না। ষ্টিমার গন্তব্য স্থানে পৌছিলে দেবকুমারবাবু চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাঁহার কেবিনে চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের গুণমুগ্ধ গুরুভ্রাতাগণ নিয়া ঠাকুরের এরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। ঠাকুরের গুরুভ্রাতা যথা—বিপিন বিহারী শীল (গোরাচাঁদ শীলের জামাতা), লক্ষীচরণ সেন, অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ শ্রীনীরদ রঞ্জন গুহ, পার্ব্বতী চরণ ঘোষ অনেকেই মধুলোভী মক্ষিকার ন্যায় ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া বিশেষ আনন্দ পাইতেন। একদিন পার্ব্বতী ঘোষ মহাশয় ঠাকুরের নিকট ভগবদ প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ ও কম্প দেখা দিল। আমাদের গুরুভ্রাতা মাখমবাবু বৃদ্ধ পার্ব্বতী বাবুকে ঐরূপ অভিভূত দেখিয়া আদরের সহিত একটু গায় হাত বুলাইয়া দিলেন—মাখমবাবু আর যান কোথায়!

সেই ত ভূতের কথা কহনে না যায়।
ওঝা ঠাই যাই, যদি সে ভূত ছাড়ায়॥
একা রাত্রে বুলি মৎস্য মারিয়া নির্জ্জনে।
ভূত প্রেত না লাগে আমায় নৃসিংহ স্মরণে॥
এ ভূত নৃসিংহ নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখি ভয় লাগে মনে॥

চৈঃ চঃ অ ১৮।৫৫-৫৭

(৪) তদানীন্তন পুরী সমাধি মন্দিরের সেবায়েত পূজনীয় সারদাবাবু, এক সময় সমাধি মন্দিরের একটী স্থায়ী তহবিল তৈয়ারী করিবার মানসে গুরুভাইদের কাছে কাছে গিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। এই উদ্দেশ্যে বানরীপাড়া সাধন ঘরেও আসিয়াছিলেন। এখানকার কার্য্য সমাপনান্তে বরিশাল ও তথা হইতে ষ্টিমার যোগে পটুয়াখালি যান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানরীপাড়ার ৪ মাইল দূরবর্ত্তী নারায়ণপুরস্থিত সাধন ঘরে যাওয়া তিনি আবশ্যক মনে করিলেন না, কেননা পণ্ডিত মহাশয়ের মত গরীব তত্রত্য গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিবে কি না সে বিষয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন—একটু ঔদাসীন্যও থাকিতে পারে। ষ্টিমার পটুয়াখালি পৌছিলে তিনি ষ্টিমার হইতে অবতরণ করিতে যাইতেছেন তখনই দেখিলেন—তাঁহার গুরুভ্রাতা পণ্ডিত মহাশয় তীরে দাঁড়াইয়া—চোখ দুটী রাগে রক্তবর্ণ। সারদাবাবু বুঝিলেন অনর্থ ঘটিয়াছে। পটুয়াখালি হইতে ফিরিয়া সোজা নারায়ণপুর সাধন ঘরে যাইয়া উপস্থিত। ঠাকুর সারদাবাবুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ফিরিয়া আসিলেন কেন? সারদাবাবু সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন ও ঠাকুরের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। ঠাকুর বলিলেন—এবারও আপনি ভুল করিলেন। প্রথমটী এই দরিদ্রদিগকে উপেক্ষা করিয়া—২য়টি যাহাকে দেখিয়াছেন তিনি আমি নই, শ্রীশ্রীগোসাই যাঁহার করুণা ধনী, দরিদ্র, উত্তম, অধম, সর্ব্বত্র সমান। তবে তিনি আমার রূপে দেখা দিয়াছেন যাহাতে আপনার ভুল বুঝিতে বেগ পাইতে না হয়।

(৫) পূজনীয় বিধু ঘোষাল ও ঠাকুরের সাথে প্রণয় কলহ :—

ঠাকুর গয়া গিয়াছেন; তীর্থগুরুকে প্রণাম করিয়া নিজের দৈন্য নিবেদন করিলেন। ঠাকুর বলিলেন আমি ব্রাহ্মণ সন্তান—চাকুরীজীবি সুতরাং পতিত। আমাকে দয়া করুন। দৈবাৎ বিধু ঘোষ মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন—ঘরের অন্য প্রান্তে, মশারির ভিতর শায়িত। মশারির ভিতর হইতে বিধুবাবু আর্ত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আর সহিতে পারিতেছি না। ঠাকুর চমকিয়া উঠিলেন—এ যে বিধুবাবুর কণ্ঠস্বর, কি অসুখ—তিনি এমন আর্ত্তনাদ করিতেছেন কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর এই ভাবনার কুলকিনারা করিবার পূর্ব্বেই বিধুবাবু এক লাফে ঠাকুরের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন—পণ্ডিত মহাশয়! ঠাকুর যতদিন দেহে ছিলেন বা দেহরক্ষার পর কোন দিন আপনাকে পতিত বলিয়া একটীবারও সম্বোধন করিয়াছেন? ঠাকুর বলিলেন—না। বিধুবাবু বলিলেন—তবে আপনি আপনাকে পতিত বলিতেছেন কেন? জানেন আপনি সদগুরুর আশ্রিত। আপনাকে পতিত বলিয়া মনে করা শ্রীশ্রীগোসাইর অপবাদ ছাড়া আর কি? ঠাকুর বিধুবাবুর সরল বিশ্বাস ও আত্মমর্য্যাদায় অবহিতি দেখিয়া তাঁহাকে আনন্দে জড়াইয়া ধরিলেন। বিধুবাবুর বলিলেন—পণ্ডিত মহাশয়, চলুন আমরা দুইজনে কোথাও নিরালায় যাইয়া সাধন ভজন করি।

ঠাকুর প্রীতি ও পরিহাস পূর্ব্বক বলিলেন—হাঁ, আপনার সাথে যাই—তারপর দুজনে একদিন মারামারি করিয়া আপনিই মরুন বা আমিই মরি। বিধুবাবু তখন বলিলেন—আচ্ছা আপনি না যান আপনার ঘটিটা আমাকে দিন ও আমার ঘটিটা আপনি নিন। আপনার ঘটিটা আমাতে আপনার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিবে। সেদিন হইতে ঘটির সাথে দুটি প্রাণের অপূর্ব্ব বিনিময় হইয়া গেল।

(৬) ঠাকুরের গুরুভ্রাতা অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ শ্রীনীরদরঞ্জন গুহ তখন বরিশালে মুনসেফ ছিলেন। অনেক দিন হইতে তাঁহার সাধ ঠাকুর একবার তাঁহার বাড়ী পদার্পণ করেন। সুযোগও একদিন মিলিল—নীরদবাবু তাঁহার বাড়ীতে ঠাকুরকে নিয়া গেলেন। নীরদবাবু প্রকৃত সত্যানুসন্ধী একটি গুরুভ্রাতাকে আপন ঘরে পাইয়া বিশেষতঃ নিরালায় তাঁহার সাথে ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া এমন আনন্দ পাইলেন যে, তিনি এই শুভ মিলনকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য ঠাকুরকে বলিলেন—পণ্ডিত মহাশয়, আপনার এ শুভ আগমন যাহাতে আমি জীবন ভরিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে রাখিতে পারি তজ্জন্য কাল অত্রস্থ সকল গুরুভ্রাতাদিগকে আমার বাসায় নিমন্ত্রণ করিব, আপনিও উপস্থিত থাকিবেন।

পুনর্যস্মিন্নেচ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং বা·

বিধাস্যাস্তমস্মিন্নখিল—ঘটিকা রত্ন খচিতাঃ।

জগন্নাথ বল্লভ নাটক।

মানুষের জীবনে কখন শুভ মুহূর্ত্ত আসিলে তাহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখার প্রয়াস স্বাভাবিক।

যাহা হউক, পরদিন সে অনুষ্ঠানটিও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। বাসায় ফিরিবার সময় ঠাকুরকে প্রীতি উপহার স্বরূপ মাতাঠাকুরাণীর জন্য একখানি শাড়ী, শাখা, সিন্দুর ইত্যাদি দিয়া দিলেন। কথাটি ছোট হইলেও বন্ধু-প্রীতি হিসাবে ইহার গুরুত্ব অনেক। এই উৎসবে আমাদের গুরুভ্রাতা মাখমবাবু ও শশী কুমার দত্ত মহাশয়ও নিমন্ত্রিত হইয়া ছিলেন।

(৭) ঠাকুর বানরীপাড়া স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সময় একবার বাতে সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়েন। একটি মাস শয্যাশায়ী ছিলেন—নিজের কিছু করিবার ক্ষমতা ছিল না। তখন নিবারণ গাঙ্গুলী, ললিত দাস, পেনু ঠাকুর (শশী কুমার চক্রবর্ত্তী) পুতিজী (চন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী) এই চারজন মহাশয়ব্যক্তি নিঃস্বার্থ ভাবে, সকল প্রাণ দিয়া, প্রকৃত দরদীর মত ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে ঐরূপ সেবা করিতে দেখিয়া পূজ্যপাদ যোগজীবন গোস্বামী (তিনি একবার মাত্র বানরীপাড়া আসিয়াছিলেন এবং সেই বারই) বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন ও ঐ চারি মহাশয় ব্যক্তিকে কৃপা করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

এদিকে দয়ার ঠাকুর শ্রীশ্রীগোসাই যেন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন—একটু বলিলেই হয়। শ্রীশ্রীগোসাই ছোট গোঁসাইর নিকট প্রকাশ পাইয়া বলিলেন পণ্ডিত মহাশয় বাতে আক্রান্ত হইলে যে চারিটী ব্যক্তি তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিল তাঁহাদের জন্য একটী নাম দিতেছি। শ্রীশ্রীগোসাই এই বলিয়া নামটী বলিয়া দিলেন। ছোট গোঁসাই একখানি কাগজে নামটী লিখিয়া ঠাকুরকে পাঠাইয়া দিলেন ও বলিয়া পাঠাইলেন এই নামটী আপনার অসুখের সময় যাঁহারা সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে যেন দেখান হয়—উহাতেই তাঁহাদের দীক্ষার কাজ হইবে। বাবার আদেশে নাম পাঠান হইল।

উপরোক্ত ঘটনাটী উল্লেখ করিতে যাইয়া মনে পড়ে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের লাটুকে, লাটু মহারাজের যে কিছু অবস্থা লাভ তাহার মূলে আমার মনে হয় অবধূত নিত্যগোপালের সেবা। মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ বা শুভ ইচ্ছা ভক্ত জীবনের অমূল্য ধন।

(৮) ঠাকুর ও পূজ্যপাদ যোগজীবন গোস্বামীর প্রণয়ঃ—

এই ঘটনাটী ঘটিয়াছিল ছোট গোসাইর দেহ রক্ষার কিছুদিন পূর্ব্বে। ছোট গোঁসাই বড়ই অসুস্থ—থাকেন কলিকাতায়, শান্তি পিসীমার বাসায়। ঠাকুর তখন থাকেন ৮১নং বেচু চাটার্জি ষ্ট্রীটে। ছোট-গোঁসাই কিছুদিন ধরিয়া অসুখে ভুগিতেছেন জানিয়া ঠাকুর তাহাকে দেখিতে গিয়া দেখিলেন ঐরূপ অসুস্থ ব্যক্তির যতখানি সেবাশুশ্রূষা, আলো হাওয়া, পথ্যাদির দরকার ঐ বাসায় তাহার সিকি পরিমাণেরও ব্যবস্থা চলিতে পারে না। ছোট গোঁসাইকে কিছু না জানাইয়া বা কোন গুরুভ্রাতাকে কিছু না বলিয়া ঠাকুর তখনই তাঁহার অনুরাগী ও ছোট গোসাইর শিষ্য ৺অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও নিবারণচন্দ্র গাঙ্গুলির সাথে পরামর্শ করিয়া নিজের দায়িত্বে একখানি আলো হাওয়াযুক্ত সুন্দর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়ী ভাড়া করিয়া, উহাতে ছোট গোঁসাইর আবশ্যকীয় বিছানা বালিস রুগীর উপযুক্ত খাট এমন কি তৈজসাদির ব্যবস্থা করিয়া ছোট গোঁসাইর কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—চলুন, আপনার জন্য একখানি নূতন বাসা ভাড়া করা হইয়াছে। ইত্যবসরে কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার আর, এল, দত্তকেও কল দিয়া রাখিয়াছিলেন। ছোট গোঁসাই ঐ বাসায় যাইয়া ঐরূপ ব্যবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ঠাকুরকে বলিলেন "পণ্ডিত মহাশয়, আপনি এ কি করিয়াছেন? এ রাজসিক ব্যবস্থার অর্থ কোথা হইতে আসিবে?" ঠাকুর তখন যে কথাটি বলিয়াছিলেন উহাই অবিকল উদ্ধৃত করা গেল—"আপনি দেখিবেন টাকা তোড়ায় তোড়ায় আকাশ হইতে আসিবে।" ছোট গোঁসাইর চিকিৎসার জন্য এই সময় হইতে শেষ পর্য্যন্ত অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল এবং যিনি উহা যোগাইয়াছিলেন তিনি দালাল বাজারের অতুল সম্পত্তির মালিক ছোট গোঁসাইর শিষ্য ৺নবেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। নবেন্দ্রকিশোরবাবু ছোট গোঁসাইর নিকট দীক্ষা পাইয়া নিজকে যতটা গৌরবান্বিত মনে করিতেন ততখানি গৌরব মনে করিতেন ঠাকুরের অশেষ কৃপা পাওয়ার জন্য। তাঁহার দীক্ষা ও গুরুসেবা এই দুটির মূলেই ছিলেন ঠাকুর। ছোট গোঁসাই দেহরক্ষার পূর্ব্বে তাঁহার একটি আলখাল্লা ও একটি ট্রাউজার ঠাকুরকে দিয়া গিয়াছিলেন। ঐ আলখাল্লা ও ট্রাউজারটি মাখমবাবুর নিকট এখন রক্ষিত আছে।

(৯) মাখমবাবুর বরিশালস্থ বাসায় নাজিরমহল্লায় ঠাকুর আছেন। প্রত্যহ শ্রীভাগবত পাঠ ঠাকুরের স্বাধ্যায়ের একটী অঙ্গ ছিল। ঠাকুর কখন কখন শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যাও করিতেন। একদিন কি করিয়া লোক জানাজানি হইয়া গেল ঠাকুর আজ ভ্রমর গীতা পাঠ করিবেন। যেমন বক্তা তেমন শ্রোতারও সমাগম হইল—দেবপ্রতিম জগদীশবাবু,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপ্রাণ কালীশ পণ্ডিত মহাশয়, স্বনামধন্য অশ্বিনীবাবু ও ঠাকুরের অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ, এক কথায় বলিতে গেলে সহরের সকল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ, কেননা উপরোক্ত ৩টী মহাপ্রাণ একটী একটী উজ্জ্বল দিকপাল। যাহা হউক, ঐ পাঠে সেদিন এমন রসের পরিবেশন হইয়াছিল যে উহা বর্ণনা করা যায় না—সকলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাওয়ায় যাহা ঘটিয়াছিল উহা এইরূপ—

এবং-ব্রতঃ স্বপ্রিয়-নাম কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতঃ চিত্ত উচ্চৈঃ
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়তি
উন্মাদবৎ নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ ॥

ভাঃ।১১স।২।৩৯

ভগবানের অসংখ্য নামের মধ্যে নিজের প্রিয় যে নাম, তাহার কীর্ত্তনে নাম কীর্ত্তনকারীর প্রেমোদয় হয় বলিয়া তাহার চিত্ত বিগলিত হইয়া পড়ে, তখন তাহার মনের উপর কোন আধিপত্য থাকে না, তিনি মনকে আর বশে রাখিতে না পারিয়া পাগলের মত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও হুঙ্কার দেন, কখনও গান করেন, কখনও বা নাচিতে থাকেন।

এ রসের রসিকগণের কথা বাদ দিয়াও সমাগত সর্ব্বশ্রেণীর লোক সেদিন দেখিয়া ধন্য হইয়াছিলেন যে, অনুভূতির জিনিষ ঘনীভূত হইলে রসঘন মূর্ত্তিতে রূপায়িত হইতে পারে।

(১০) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ঠাকুর মেট্রিক ক্লাস পর্য্যন্ত ইংরাজি ও বাংলা হইতে সংস্কৃত ও বাংলা হইতে ইংরাজি অনুবাদ স্বচ্ছন্দে ও সুন্দররূপে করাইয়া যাইতেন। শুধু তাহাই নয়, ঠাকুর একখানি সমগ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিধান (ইংরাজি হইতে বাংলা) কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ঠাকুরের গুরুভ্রাতা কারেন্সী অফিসের বড়বাবু মতিলাল গাঙ্গুলি মহাশয় ঠাকুরের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিতেন—তিনি ঠাকুরের ইংরাজিতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও ইংরাজিতে ভাগবতের অর্থ প্রকাশভঙ্গি দেখিয়া তিনি তাঁহার উপরস্থ একজন ইংরাজ অফিসারের ভাগবত শিক্ষক হিসাবে ঠাকুরকে নিয়োজিত করিতে প্রয়াস পাইলেন। সাহেবও ঠাকুরকে এজন্য ১০০৲ টাকা মাসহারা দিতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু ঠাকুর অর্থের বিনিময়ে বিদ্যাদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

ঠাকুরের অন্যতম গুরুভ্রাতা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ও একবার দৌলতপুর কলেজে ও অন্য একবার রিপন কলেজে ঠাকুরের জন্য সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ যোগাড় করিয়া ঠাকুরকে পত্র দিয়াছিলেন—ঠাকুর তাহাও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। চৈতন্যের পাগল চায় চৈতন্যকে—টাকা পয়সা বিত্ত পসার তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না।

চৈতন্য চন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে—
চৈতন্য প্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে।

চৈঃ চঃ অঃ।৬পঃ।৪১প

ঠাকুর বিষয়ে এইরূপ নিস্পৃহ হইলেও ভালবাসার দান অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিতেন, গুরুভ্রাতা ৺দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার মহাশয়ের স্ত্রী একবার ঠাকুরকে একখানা কার্পেটের আসন দিয়াছিলেন। ঠাকুর উহার প্রসংশা অনেকের নিকট করিয়াছেন। যখনই ঠাকুর এই গুরুভগ্নিটীকে পত্র দিতেন, লিখিতেন—বৌমা তুমি আমার অনেক উপকার করিয়াছ; তোমার আসনখানিতে বসিয়া আমি ভগবদ্ চিন্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া থাকি। এই আসনখানি আমাকে তোমার কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া দেয়।

(১১) শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বসু মহাশয় (পূর্ব্ব নিবাস বামরাইল, বরিশাল) বলিয়াছেন—আমি গোস্বামীপ্রভু সম্প্রদায়ের নহি। আমার অগ্রজ ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু অবশ্য পণ্ডিত মহাশয়ের ছাত্র ও গুরুভাই ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন জ্ঞানেন্দ্র স্বভাব সাধু, হয়ত সে সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয় আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন এবং আমি মনে করি আমি তাঁহার স্নেহ তাঁহার শিষ্যদিগের চাইতে কোন অংশে কম পাই নাই। আমি যদি সাধন জগতের প্রবেশদ্বার পর্য্যন্তও স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়া থাকি উহার মূলে পণ্ডিত মহাশয়ের অপার কৃপা। জীবনে পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গ অনেক পাইয়াছি, তাঁহার মধুর উপদেশও অনেক শুনিয়াছি। ঐ সকল উপদেশের মাত্র একটী উপদেশ আপনাদিগকে পরিবেশন করিতে চাই; যাহা ভগবানন্বেষী ব্যক্তি মাত্রেই জীবন পরীক্ষার মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করিতে পারেন। পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন—

দেখ জ্যোতিষ অনেকে বলিয়া থাকেন ভগবান সর্ব্বত্র বিরাজমান কিন্তু সে উপলব্ধি কতজনার হইয়াছে হিসাব নিতে গেলে নিরাশ হইতে হইবে। তুমি নিজেই ভাবিয়া দেখিতে পার তুমি গাভা হইতে আমার বাড়ী নারায়ণপুরে একজন লোক সাথে নিয়া (সে যদি সমাজের অস্পৃশ্যও হয়) যখন তখন দুপুর রাতে বন জঙ্গল, ভীতিপূর্ণ শ্মশান ক্ষেত্র পার হইয়া আসিতে কোন ভয় পাও না কিন্তু কেহ সাথে না থাকিলে ঐরূপ কার্য্য করিতে সাহস পাও না। ইহাতে কি বুঝিতে পার না যে ভগবান সর্ব্বত্র বিরাজমান এ সত্যটী এখনও তোমার নিকট প্রকাশিত হয় নাই—যাহা বলিতেছ উহা শুনা কথা মাত্র। মানুষ যেদিন বুঝিবে ভগবান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছেন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সে দিন আর তাহার কোন ভয় বা ভাবনা থাকিতে পারে না।

জ্যোতিষবাবু কথিত এ উপদেশটী আমাদিগকে আর একটী কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—বক্তৃতা ও উপদেশের সেই স্বোপার্জ্জিত তিন কড়া কৌড়ির কথা।

(১২) কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানে গোরা রায়।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার পর মাখমবাবু ও তাঁহার সুযোগ্য ভাগিনেয় আমাদের গুরুভ্রাতা ৺জনার্দ্দন বসু ইত্যাদি একত্রিত হইয়া বরিশাল হইতে ঠাকুরের বাড়ী নারায়ণপুরে গিয়াছেন—ঠাকুরকে বিজয়ার প্রণাম করিতে। ঠাকুরকে নিয়া জনার্দ্দন ভায়ার কীর্ত্তন আরম্ভ হইল—শ্রীশ্রীগোসাই ও যোগমায়া ঠাকুরাণীর প্রতিকৃতি সামনে রাখিয়া। জনার্দ্দন শ্রদ্ধেয় রেবতীবাবুর হাতের তৈয়ারী কীর্ত্তনীয়া। রেবতীবাবুর ভাব ও কণ্ঠ জনার্দ্দনের ভিতর দিয়া কীর্ত্তন আসরে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আনন্দে কেহ হসতি, কেহ রোদিতি, কেহ উন্মাদবৎ নৃত্যতি—

বক্তা শ্রোতা কহে শুনে দোঁহে প্রেমাবেশে
আত্মস্মৃতি নাহি, কাহা জানে দিন শেষে

চৈঃ চঃ (অন্ত) ৫পা৬৫ঃ

খেয়াল নাই কত সময় অতিবাহিত হইল। কিন্তু শরীর বইবে কেন? (রাধারাণী তাই শ্যামসুন্দরকে বলিয়াছিলেন হে নাথ! তুমি চানুর মর্দ্দন, আমি শিশির কুসুম সদৃশা বালিকা—তোমায় কি করিয়া ধারণ করিব) শরীরের অবসাদের সাথে সাথে বাহিরের কীর্ত্তন নীরব হইল, তখন মাখমবাবু ঠাকুরের নিকট ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"আমাদিগকে আপনার এখন মিঠাই খাওয়ান উচিত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরও ঐ বাক্য পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন মিঠাই খাওয়ান উচিতই ত। ঠাকুরের কথায় উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী সকলেই মনে করিলেন ঠাকুর যেন মিঠাই খাওয়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আছেন। এমন সময় গুরুভ্রাতা ৺দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ও তাহার স্ত্রী গাভা হইতে নারায়ণপুরে ঠাকুরের সন্নিধানে যাইয়া উপস্থিত। দেবেনবাবুর হাতে এক হাঁড়ি রসগোল্লা, দেবেনবাবু হাঁড়িটী ঠাকুরের সামনে রাখিয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুরও তখন হাসিতে হাসিতে নিজ হাতে সে রসগোল্লা বাটিতে আরম্ভ করিলেন যাঁহারা সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা আজও সে রসগোল্লার সাধ ভুলিতে পারেন নাই—স্নেহের পরশ কিনা তাই ভুলিতে পারা যায় না।

(১৩) ঠাকুর ও তাঁহার গুরুভ্রাতা বিপিনচন্দ্র পালের ভিতর হাস্য পরিহাস :—

ঠাকুর এক সময়ে বৃন্দাবনে কয়েকদিন মাধুকরী করিয়া খাইয়াছিলেন। তখন তাঁহার ধর্ম্মের বা সমাজের কোন বেশভূষার বাহুল্য ছিল না—ঠাকুর না গৃহী না সন্ন্যাসী। পরিধানে সামান্য একখানি কাপড়, হাতে একটী একতারা—পথে চলেন ও মনের আনন্দে গান করেন। এইরূপ অবস্থায় একদিন এক ধনীর একটী কুঞ্জের দ্বারে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। কুঞ্জস্বামীর ম্যানেজার ঐ দ্বারে একটী চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ঠাকুরকে উপহাস করিয়া বলিলেন "সাধুজী তোমার হাতের একতারাটী বেচিবে, আট গণ্ডা পয়সা দিব"। ঠাকুর ম্যানেজারেব ঐরূপ পরিহাসে ব্যথিত হইয়া ভিক্ষা না নিয়া চলিয়া আসিলেন এবং পথে চলিতে চলিতে ভাবিলেন বেটাকে যাইয়া বলিয়া আসি "বেটা তোর ঐ চেয়ারের চাইতে ভাল ভাল চেয়ারে আমি অনেক বসিয়াছি, আমার পদমর্য্যাদাও তোর চাইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশীই ছিল—তোর এত বড় স্পর্দ্ধা যে আমার ভজন যন্ত্রটী পয়সা দিয়া কিনিতে চাস।" ঠাকুর ফিরিয়া দাঁড়াইলেন কিন্তু অগ্রসর হইলেন না—অন্তরের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন "মানাপমান বোধ আমার পূর্ণমাত্রায় বজায় রহিয়াছে—মাধুকরী বৃত্তি আমাতে শোভা পায় না।" ঠাকুর সেই দিন হইতে মাধুকরী করা ছাড়িয়া দিলেন। এই অবস্থায় চলিয়া আসিলেন কলিকাতায় এবং ষ্টেসন হইতে গুরুভ্রাতা বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের বাসায় গিয়া হাজির। বিপিন পাল মহাশয় তখন বাসায় উপস্থিত ছিলেন না। পাল মহাশয়ের স্ত্রী রুক্ষকেশ মলিন বস্ত্রধারী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে ঘরে উঠিতে দিবেন না—আর ঠাকুরও নাছাড়বন্দা না উঠিয়া ছাড়িবেন না। ঠাকুর আত্মগোপন করিয়া দু-একটী পরিহাস বাক্য বলিতে পাল মহাশয়ের স্ত্রী ঠাকুরকে ঝাঁটাপেটা করার ভয় দেখালেন। ঠাকুর হাসিয়া চলিয়া আসিলেন (জানি না ঠাকুর এবার পরীক্ষায় পাশ মনে করিয়াছিলেন কিনা) কয়েক দিন পর ঠাকুর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া পাল মহাশয়ের বাড়ী যাওয়া মাত্র পাল মহাশয় চেয়ার হইতে উঠিয়া ঠাকুরকে সমাদর করিয়া তাহার পাশের চেয়ারে বসাইয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ আমাদের বাড়ীতে কে আসিয়াছেন।" পাল মহাশয়ের স্ত্রী ঠাকুরকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ঠাকুর তখন পাল মহাশয়ের স্ত্রীকে বলিলেন "ঠাকরুণ সে দিন ত ঝাঁটাপেটা করিতে বাকী রাখিয়াছিলেন—বাকীটা আজ শেষ করবেন না ত?" ঠাকুরের ঐরূপ কথা শুনিয়া পাল মহাশয়ের স্ত্রী অবাক—এ আপনি কি বলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর তখন পূর্ব্বদিনের বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিলে সকলের ভিতর একটী হাসির রোল উঠিল। ঠাকুর বৃন্দাবনের ঐ ঘটনার পর ডান হাতে একটী বালা ব্যতীত কোন ধর্ম্মের বেশ ধারণ করেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথা সার্ব্বভৌম উক্তি :—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থোযতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
গোপীভর্ত্তুঃ পদ-কমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥

আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কোন জাতির মধ্যেই নহি। আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী কোন সম্প্রদায়ভুক্তও নহি। আমি সম্যকরূপে প্রকাশিত নিখিল পরমানন্দ-পূর্ণ অমৃত সাগর স্বরূপ গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-কমলের দাসানুদাস মাত্র।

(১৪) সমাপ্তি

১৩২৯ সনের ১২ই আশ্বিন শুক্রবার (ইং ১৯২২খৃঃ, ২৯:শে সেপ্টেম্বর) শারদীয় তুর্গাপূজার নবমী তিথিতে ঠাকুর দেহ রক্ষা করিলেন যেন মায়ের অদর্শন জনিত তুঃখ তাঁহার আর না পোহাইতে হয়।

ঠাকুর দেহরক্ষা করিলে পর মাতাঠাকুরাণী বিয়োগ বেদনায় মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। জুড়াইবার অন্য উপায় নাই জানিয়া গুরুদেবের সমাধি ক্ষেত্র পুরীধামে চলিয়া গেলেন। সেখানে অন্যান্য কাজের মত প্রত্যহ সন্ধ্যা আরতির সময় গুরুদেবের পটমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকা তাঁহার একটী সাধনা হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপ চাহিয়া থাকিতে থাকিতে একদিন দেখিতে পাইলেন, ঠাকুর শ্রীশ্রীগোসাইর আরতি করিতেছেন। তিনি চোখকে অবিশ্বাস না করিলেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। চোখ রগড়াইয়া এবার আবার দেখিলেন—ঠাকুর তাঁহার দেহরক্ষার পূর্ব্বে কোমরে কাপড়খানি বান্ধিয়া, যে ভাবে যেমন করিয়া পুরীর মন্দিরে শ্রীশ্রীগোসাইর আরতি করিতেন, অবিকল সেই ভাবে আরতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন। যতবার ভাল করিয়া দেখেন ততবারই সেই দৃশ্য অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মাতাঠাকুরাণীর দৃষ্ট বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। ঠাকুর শ্রীশ্রীগোসাইর সেবা ছাড়া অন্য কোন সুখ কখন বাঞ্ছা করেন নাই, এখনও করেন না।

সালোক্য সার্ষ্টি-সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ

ভা স্ক ৩।২৯।১২

আমার ভক্ত আমার সেবা ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এই পঞ্চবিধ মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহা লয় না।

গুরুর্দেবো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুনিষ্ঠা পরং তপঃ
গুরোঃ পরতরং নাস্তি, নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্।

গুরুই দেবতা, গুরুই ধর্ম্ম, গুরুনিষ্ঠাই পরম তপস্যা—গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই—গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্বও আর নাই।

মন্দিরের পাঠক ভোলাদাদার জীবনীর সাথে ঠাকুরের এই জীবনীটুকু মিলাইয়া দেখিতে পারেন। ভোলাদাদার দেহরক্ষার পর কয়েকবারই তাঁহাকে মন্দির প্রাঙ্গনে দেখা গিয়াছে। যতবার ভোলাদাদা দেখা দিয়াছেন ততবারই দেখা গিয়াছে শ্রীশ্রীগোসাইর সেবার জন্য তিনি ব্যস্ত।

হে গুরুদেব, তোমার কথা যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, লিখিলাম। ইহাই আমার পুষ্পাঞ্জলিরূপে গ্রহণ কর এবং আশীর্ব্বাদ কর —যেন বলিতে পারি "হে সারঙ্গধর! মতি রহ তুয়া পদ সঙ্গ"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১। ভগবদ্ চিহ্নিত ব্যক্তির জীবনে অলৌকিকত্ব	....	১
২। বাল্য ও কৈশোর	...	৪
৩। মেধা ও পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি	....	৫
৪। তেজস্বিতা ও ওজস্বিতা	...	৯
৫। নিষ্ঠা ও দীক্ষা	...	১২
৬। সাধন	...	২০
৭। গীতোক্ত জীবনের কয়েকটি বিশেষ চিত্র	....	২৯
৮। অনিকেত	...	৩৬
৯। গুরু আনুগত্য	....	৩৭
১০। গুরু প্রীতি	...	৪৪
১১। মরমী ও সামর্থী গুরু	....	৫১
১২। শাসন	...	৭০
১৩। নানাকথা ও গুরু ভ্রাতাগণ কি চক্ষে দেখিতেন	....	৭৪
১৪। সমাপ্তি	....	৯০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi